Contents

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

তালাক্ব

প্রনয়ণে

মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক আল-ফাইযী

কোন এক কল্যাণকামির খরচে ছাপা হয়েছে তিনি নিজের ও তাঁর পিতা-মাতার জন্য দুআ আশা করেন।

১৪৩২ হিঃ মুতাবিক ২০১১ খৃঃ

www.QuranerAlo.com

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

তালাক্ব

প্রনয়ণে

মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক আল-ফাইযী
বি.এ অনার্স কুরআন-হাদীস,উচ্চ এ্যারাবিক ডিপ্লোমা
কিং সউদ ইউনিভার্সিটি
রিয়ায সউদী আরব
কর্ম রত কিং আব্দুল আযীয একাডেমি (উইয়ায়নাহ)
রিয়ায সউদী আরব

১৪৩২ হিঃ মুতাবিক ২০১১ খৃঃ

www.QuranerAlo.com

Contents

www.QuranerAlo.com

Contents

ⓒ محمد مكمل حق ١٤٣٢هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

حق ، محمد مكمل

الطلاق على ضوء القرآن والسنة باللغة البنغاليه / محمد مكمل حق، الرياض ١٤٣٢هـ

١٨٠ ص : ١٥×٢١ سم

ردمك : ٤-٧٨٣٩-٠٠-٦٠٣-٩٧٨

١ - الطلاق (فقه اسلامي) العنوان

ديوي ٢٥٤،٢ ١٤٣٢/٦٤٧٩

رقم الإيداع : ١٤٣٢/٦٤٧٩

ردمك : ٤-٧٨٣٩-٠٠-٦٠٣-٩٧٨

www.QuranerAlo.com

Contents

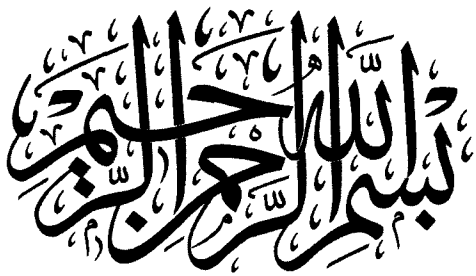

www.QuranerAlo.com

শুকরিয়া হজ্ঞাপন

সর্ব প্রথম মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যাঁর তাওফীকে এই পুস্তক লেখতে সক্ষম হয়েছি। অতঃপর আমি তাঁদের জন্য কৃতজ্ঞ যাঁরা পুস্তকটির সংশোধনের উদ্দেশ্যে যাঁরা দৃষ্টি ফিরিয়েছেন তাঁরা হলেন;

১.শায়েখ আব্দুল হামীদ আল-মাদানী,কর্মরত আল-মাজমআহ দাওয়া সেন্টার।

২. শায়েখ মতীউর রহমান,আল-মাদানী,কর্মরত দাম্মাম দাওয়া সেন্টার।

৩.শায়েখ আব্দুল হাই আল-মাদানী,কর্মরত পুরাতন সানাইয়া দাওয়া সেন্টার,রিয়ায।

ব্যস্ত থাকার সত্ত্বেও তাঁরা সময় দিয়েছেন,আল্লার তাঁদের সকলকে দুনিয়া ও আখেরাতে কামইয়াব করুন।

www.QuranerAlo.com

Contents

www.QuranerAlo.com

বই লেখার কারণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ.

আমাদের সমাজে তালাক্ব বিরম্বনার কথা কে না জানে, তালাক্ব নিয়ে অনেক ঝামেলা,অশান্তি সৃষ্টি হয়। কতিপয় মৌলবী সাহেব তালাক্বের ফতওয়া দিয়ে পরিবেশ গরম করে তুলেন, শেষ পর্যন্ত এই বিষয় কোর্টের বটতলা পর্যন্ত গড়ায়, তালাকের মাসআলায় দ্বন্দ্ব থাকায় ভিন্ন ভিন্ন ফতওয়া আসে,কেউ বলে বিবি হারাম,আবার কেউ বলে হালাল। বিষয়টি যখন বিজাতীদের কানে পৌঁছায় তখন তাদের মুখ থেকে অসংগত কথা শুনা যায়। এতে তাদের কোন দোষ দেয়া উচিত নয়। কারণ তারা যেভাবে শ্রবণ করে সেই ভাবে বলে। সব চেয়ে বেদনাদায়ক অবস্থা হয় তখন, যখন কেউ নিজ বিবিকে রাগের মাথায় তালাক্ব তালাক্ব বলে ফেলে, ক্রোধ শীতল হয়ে এলে লজ্জিত হয়ে কোন রাস্তা খুজে না পেয়ে অবশেষে ইমাম সাহেবের নিকট গিয়ে ফাতওয়া চায়, ইমাম সাহেব তখন বিবি হারামের ফাতওয়া দেন এবং বলেন "হালালা" (হিল্লা) ছাড়া কোন উপায় নেই অর্থাৎ সাময়িক ভাবে অন্য ব্যক্তির সাথে বিবাহ ছাড়া কোন উপায় নেই,এক রাতের জন্য অন্য ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়ে হালাল করতে হবে!! এ কারণে ইসলাম বিরোধীরা ইসলামী বিধানে কাদা ছুরতে সুযোগ পায় এবং বলে, মুসলমানরা মেয়ে নিয়ে খেলা করে।

তাই এই বিধানের দর্শন ও তাৎপর্য কি তা আমাদের জানা ও অপরকে জানানো একান্ত প্রয়োজন। হে আল্লাহ তুমি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সঠিকভাবে লেখার শক্তি দাও যাতে পাঠক-পাঠিকা এ বিষয়ে ঠিক তথ্য গ্রহণ করতে পারেন।

www.QuranerAlo.com

প্রাসঙ্গিক কথা

ইসলাম শান্তির ধর্ম, এই ধর্মের বিধান বাস্তাবায়নের মধ্যে রয়েছে শান্তি। ইসলাম চায় রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার,স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন তথা সর্ব ক্ষেত্রে শান্তি। স্ত্রীকে তার স্বামী থেকে আলাদা করাটা বাহ্যিকভাবে একটি দাম্পত্য জীবনকে বিছিন্ন করে দেয়া মনে হলেও আসলে তা নয়। উদ্দেশ্য হলো স্বামী-স্ত্রীর অচল অবস্থার অবশান ঘটানো। দাম্পত্য জীবন সুখময় ও দৃঢ় করার জন্য ইসলামের উপযুক্ত ব্যবস্থা। ঐ ব্যবস্থা না থাকলে জীবন বিপন্ন হয়ে যেত,একথা বিধর্মীরাও স্বীকার করেছে।

"বিনতাম" জনৈক ইংরেজ চিন্তাবীদ বলেন, স্বামী-স্ত্রীর নিরশ অবস্থায় কানুন যদি তাদেরকে এক সঙ্গে থাকতে বাধ্য করত তাহলে হিংসা তাদের একে অপরের অন্তর খেয়ে ফেলত, যে কোন উপায়ে সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করত,একে অপরকে অবজ্ঞা করত, অন্য কারোর কাছে দাম্পত্য জীবনের স্বাদ গ্রহণের চেষ্টা চালাত। এ ছাড়া বিবাহর সময় যদি এই শর্ত আরোপ করা হত যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যতই মনোমালিন্য,অশান্তি সৃষ্টি হোক তাদেরকে বিছিন্ন করা যাবে না তাহলে এটি হত ঘৃণিত এবং মানুষের সভাব বিরোধী পদক্ষেপ। শত্রুতা, মনান্তর,ঘৃণা যেহেতু মানুষের জন্য স্বাভাবিক দুরহ ব্যাপার নয়, সেহেতু হিংসা,বিবাদ,অশান্তিময় দাম্পত্য জীবন উত্তম,নাকি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে উভয়ে নতুন করে শান্তিময় জীবনের সন্ধানে অন্য কারোর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উত্তম? (ফিহুল মারআতিল মুসলিমাহ,২৯১,অসুলুসসারায়ে ১/১৬৬-৬৬৮)

www.QuranerAlo.com

অন্য ধর্মে এই বিধান না থাকার জন্য তাদের সমাজ ও দাম্পত্যে সমস্যা অধিক।

মহান আল্লাহ প্রতিটি বস্তু জোড়া-জোড়া (স্ত্রী-পুরুষ) করে সৃষ্টি করেছেন।

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.﴾ (الذريات: ٤٩)

অর্থঃ আমি প্রতিটি বস্তু জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা (আমাকে স্মরণ কর। (যা-বিয়াতঃ৪৯)

মানুষকে আল্লাহ যৌন ক্ষোধার ফিতরৎ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তা ঠান্ডা করা, চরিত্র পবিত্র রাখা এবং এই পৃথিবীকে আবাদ করার জন্য বিবাহ বন্ধনের বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الروم 31)

অর্থঃ তাঁর নিদর্শনের মধ্যে এটি যে তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের জন্য জোড়া বা স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন,যাতে তোমরা তাদের দ্বারায় শান্তি পাও, আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন এতে রয়েছে চিন্তাকারী জাতীর জন্য শিক্ষানীয় নিদর্শন। (রুম:৩১)

বিবাহ বিধান খুবই পুরাতন, আমাদের আদি পিতা আদম (عليه السلام) এর যুগ থেকে সকল নবী,রাসুল এবং সকল মানুষের জন্য বিবাহ বিধান ছিল। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً.﴾ (الرعد: 38)

অর্থাৎ, আমি আপনার পূর্বে অনেক রাসুল প্রেরণ করেছি এবং তাদের জন্য করেছি জোড়া অর্থাৎ স্ত্রী এবং পরিবার। (রা'দ:৩৮)

www.QuranerAlo.com

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যাতে নিগুড় হয়, মন না ভাঙ্গে, বিবাহ বিচ্ছেদের কোন কারণ না ঘটে, তার জন্য ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের হক বা অধিকার নির্ধারণ করেছে।

যৌথ অধিকার

যৌথ হক বা অধিকারঃ পানাহার,পোষাক,সহবাস ইত্যাদি। এ গুলো স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সমান অধিকার।

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَى وَلاَ يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلاَ يَقْبَحُ وَلاَ يَهْجُرُ إِلاَّ فِيْ الْبَيْتِ.(ابن ماجة صححه الألباني)

অর্থ, হাকীম বিন মাআবীহ ﷺ নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেন যে, স্বামীর উপর স্ত্রীর হক কি? প্রত্যুত্তরে নবী ﷺ বলেন, সে যখন খাবে তখন স্ত্রীকে খাওয়াবে সে যখন পরিধান করবে তখন তার স্ত্রীকে পরিধান করাবে। তার চেহারায় আঘাত করবে না, গালি দিবে না, ঘর ছাড়া তাকে বর্জন করবে না। (ইবনে মাজাহ সহীহ)।

স্ত্রীর হক বা অধিকার

১.উত্তম ব্যবহারঃ স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করণে স্বামীকে আল্লাহর আদেশ;

www.QuranerAlo.com

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ অর্থাৎ, তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার কর। রাসূল ﷺ বলেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ. (ابن ماجة ج ص 636 صححه الألباني)

অর্থ, আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র কর্তৃক বর্ণি তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম তারা যারা তাদের স্ত্রীদের জন্য উত্তম। (ইবনে মাজাহ ১খঃ, ৬৩৬ পৃঃ, ইমাম আলবানী হাদীস টিকে সহীহ বলেছেন)

২.বিবাহের পূর্বে মোহরঃ কোন মহিলাকে মোহর ব্যতীত বিবাহ বৈধ নয়। এটি মেয়েদের হক বা অধিকার আল্লাহ যা তাদের জন্য স্বামীর উপর ফরজ করেছেন, আল্লাহর বাণীঃ

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.﴾ (النساء:24)

অর্থাৎ, বৈবাহিক সূত্রে স্ত্রীদের দ্বারা যে স্বাদ গ্রহণ করে থাকো তার পরিবর্তে তোমরা তাদেরকে ফরজ হিসাবে মোহর প্রদাণ করো (নিসা ২৪) আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.﴾(النساء:4)

অর্থাৎ, তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে। (নেসাঃ ৪)

মোহরঃ মোহরে কি দিতে হবে কতটা দিতে হবে,এতে মতভেদ থাকলেও সঠিক কথা হলো জিনিস-পত্র, টাকা-পয়সা অথবা কুরআন শিক্ষা মোহর হতে পারে।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ

www.QuranerAlo.com

جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَلَمْ يَجِدْ فَقَالَ أَمَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا فَقَالَ قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ.(صحيح البخاري - ج 16 / ص98)

অর্থঃ সাহল ইবনে সা'দ কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন,জনৈকা মহিলা রাসূল ﷺ এর কাছে এসে বলেন,আমি নিজকে (আপনার জন্য) হেবা করলাম,তারপর তিনি অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন,অতঃপর জনৈক ব্যক্তি বলেন,আপনার যদি তার প্রয়োজন না থাকে তাহলে আমার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে দেন, তিনি বললেন,তোমার কাছে এমন কিছু আছে যা তাকে মোহর হিসেবে দিবে? লোকটি বললেন,আমার এই লুঙ্গি ছাড়া আর কিছুই নেই,তিনি বললেন,তুমি যদি সেটি তাকে দিয়ে দাও তাহলে তুমি বস্ত্রহীন হয়ে যাবে,সুতরাং তুমি কিছু খুজে দেখ,লোকটি বললেন,খুজলেও কিছু পাব না,তিনি বললেন,খুজে দেখ যদি লোহার আংটিও পাও,তিনি কিছুই পেল না। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন,তোমার কুরআন থেকে কিছু জানা আছে? তিনি কিছু সুরার নাম নিয়ে বললেন,আমি এই এই সুরা জানি,রাসূল ﷺ বললেন, তোমার কুরআনের যে অংশ জানা আছে তার বিনিময়ে তোমার সঙ্গে তার বিবাহ দিলাম। (বুখারী,১২,খ,৯৮পৃঃ)

কম পক্ষে এত টাকা হতে হবে মোহরের ক্ষেত্রে এ ধরণের কোন নিদিষ্ট সীমা নেই আছে দুর্বল বর্ণনায়। (নাইনুল আওতার) মোহরের পরিমাণ হবে পাত্রির ডিমানের উপর, যে পরিমাণ মোহরে পাত্রি রাযি তাই নির্ধারণ করা উচিত। তবে পাত্রি যেন সুযোগ বুঝে পাত্রের শক্তির বাইরে চাপ না দেয়। আল্লাহ বাণীঃ

www.QuranerAlo.com

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. ﴾ অর্থাৎ,আল্লাহ কোন নাফস (ব্যক্তি) কে তার সাধ্যের বাইরে চাপ দেন না। যে বিবাহে কম খরচ সেই বিবাহ উত্তম এটি খেয়াল করা প্রয়োজন। রাসূল ﷺ বলেছেন,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسُرُهُ مُؤْنَةً (أحمد 145/6)

অর্থ, আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে বিবাহের মোহর কম সেই বিবাহ বরকতের দিক থেকে মহান । (আহমাদ ৬/১৪৫) মোহর নিছক স্ত্রীর হক এতে কারোর অংশ নেই।

২.স্ত্রীকে শিক্ষা দেয়া স্বামীর কর্তব্যঃ রাসূল ﷺ বলেছেন,

مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي،،،. (صحيح البخاري ، ج 18 /4)

অর্থঃ মালেক বিন হুরাইয়েস কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ এর নিকটে আসি,-আমরা ছিলাম সমবয়সী যুবক -অতঃপর তাঁর কাছে কুড়ি রাত অবস্থান করি,তারপর আমাদের পরিবারে কাছে যাওয়ার ইচ্ছা জাগে এবং যাদেরকে পরিবারে ছেড়ে এসেছি তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি ও রাসূল ﷺ কে জানাই, তিনি ছিলেন দয়ালু ও কমল হৃদয়,তাই তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাও তাদেরকে শিক্ষা দাও, আদেশ দাও এবং নামায পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখ...। (বুখারী,খ ১৮/৮পৃঃ

www.QuranerAlo.com

عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى عَزْوَجَلَّ : قوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَاراً، قالَ: علِّمُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمِ اَلْخَيْرَ.(الحاكم)

অর্থ,আল্লাহর বাণী "তোমরা নিজ ও নিজ পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও" এই আয়াতের অর্থে আলী ﷺ বলেন, তোমরা নিজ কল্যাণ শেখো ও তোমাদের পরিবারবর্গকে শেখাও। (হাকেম) স্বামী যদি এই শিক্ষা বা অধিকার স্ত্রীকে দিতে পারে তাহলে কষ্ট হলেও সত্য ও সঠিক পথে চলতে পারবে, যাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কল্যাণ আছে।

* স্ত্রীর জন্য খরচ বহণ করা স্বামীর দায়িত্বঃ স্বামীকে স্ত্রীর জন্য সর্ব প্রকার খরচ বহন করতে হবে। এটি স্বামীর উপর স্ত্রীর হক। আল্লাহ বলেন,

﴿وَعَلَى الْمَولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا.﴾ (البقرة (233

অর্থ,জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা। কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কার্যভার দেয়া হয় না। (বাকারাহ ২৩৩) আল্লাহ আরো বলেন,

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَاأَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.﴾(النساء 34)

অর্থঃ পুরুষ নারীর কর্তা,কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এই জন্য যে, পরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। (নিসাঃ ৩৪) রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

www.QuranerAlo.com

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.(صحيح مسلم ج 5 / ص 160)

অর্থঃ আবু হুরাই কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, একটি দীনার যা তুমি আল্লাহর পথে খরচ করলে, একটি দীনার যা তুমি দাস মুক্ত করণে খরচ করলে,একটি দীনার যা তুমি কোন মিসকীনকে দান করলে একটি দীনার যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে, যে দীনারটি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে সেটির সাওয়াব বা নেকী সর্ব বৃহত। (মুসলিম,৫/১৬০)।

* স্ত্রীকে সৎকর্মের আদেশ অসৎকর্ম হতে নিষেধ করা স্বামীর কর্তব্য, এটি স্বামীর উপর স্ত্রীর হক বা অধিকার। আল্লাহ বলেন,

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.﴾ (طه132)

অর্থঃ আপনি নিজ পরিবারকে নামাযের আদেশ দেন এবং তার উপর ধর্যধারণ করুন, আমি আপনার কাছে রুযী চাচ্ছি না, বরং আমিই আপনাকে রেযেক্বদি। আর সুন্দর পরিনাম হচ্ছে তাক্ওয়ার জন্য। (তাহাঃ ১৩২)

* স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষা করা স্বামীর দায়ীত্ব ঃ এটি স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার। যে ব্যক্তি স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষা করে না সে জান্নাত পাবেনা।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَيَدْخُلُوْنَ اَلْجَنَّةَ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ ، الدَّيُوْثُ، ورَجْلَةُ النِّساءِ. (الحاكم، البيهقي حسن صحيح، ألألباني)

www.QuranerAlo.com

অর্থ, ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না; নিজ পিতা-মাতাকে অমান্যকারী, "দাইউস" অর্থাৎ, যার স্ত্রীর নিকট এমন পুরুষ এলো যার সাথে বিবাহ বৈধ, অথচ স্বামী কিছু মনে করল না, মহিলাদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপনকারী ব্যক্তি। (হাকেম, বাইহাকী,হাসান,সহীহ আল বানী)

* কারোর দুটি স্ত্রী থাকলে তাদের প্রতি ইনসাফ করা স্বামীর কর্তব্য, এটি উভয় স্ত্রীর স্বামীর প্রতি হক।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ (سنن أبي داود،صحيح ج 6 / ص33)

অর্থ, আবুহুরারাহ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন যার দুটি স্ত্রী আছে অথচ তাদের মধ্যে একজনকে অধিক ভালো বাসে[১] (সর্ব ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়, দুজনের মধ্যে ইনসাফ করে না।) সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিবসে এক দিক ঝুকাবস্থায় উত্থিত হবে। (আবুদাউ সহীহ,৬/৩৩)

স্ত্রীর অধিকারের গুরত্ব

ইসলাম স্ত্রীদের যে অধিকার স্বামীদের স্কন্ধে অর্পন করেছে তার চরম গুরুত্ব রয়েছে;

১ বাহ্যিক ভাবে দুই স্ত্রীকে সম অধিকার যেমন খাবার, ঔষধ,পানি,কাপড় ইত্যাদি দিয়েও যদি একজনের প্রতি আন্তরিক টান থেকে যায় তাহলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ অন্য বর্ণনায় আছে রাসূল ﷺ সকল স্ত্রীর সাথে ইনসাফ করতেন,কিন্তু মা.আয়েশার প্রতি তাঁর টান ছিল অধিক।

www.QuranerAlo.com

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَافْطُرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. (صحيح البخاري - ج 16 / ص 205)

অর্থ, আব্দল্লাহ বিন আমর ইবনে আস কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, হে আব্দুল্লাহ আমাকে কি জানানো হয়নি যে, তুমি দিনে রোযা রাখ আর রাত জেগে নামায পড়? আমি বললাম হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বল্লেন, তুমি এরূপ করনা, কখনো রোযা রাখ আবার কখনো ছাড়। নিশ্চয় তোমার শরীরের তোমার উপর অধিকার আছে, তোমার চোখের তোমার উপর অধিকার আছে, তোমার স্ত্রীর তোমার উপর অধিকার আছে। (বুখারী,১৬/২০৫)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ .(صحيح مسلم ، (ج 5 / ص161)

অর্থ, আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন,অন্যের খাদ্য আটকানো পাপের জন্য যথেষ্ট যা তার অধীনে আছে । (মুসলিম,৫/১৬১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ. (سنن ابن ماجه - ج 11 / ص74)

অর্থ,আবুহুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,হে আল্লাহ আমি দুই দূবর্লের হক (মারা) হারাম করছি; ইয়াতীম ও মেয়েদের হক। (ইবনে মাজাহ, উত্তম ,১১/৭৪)

www.QuranerAlo.com

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوْا دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شَرَارَة. (الحاكم)

অর্থ, ইবনে উমার ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, মাযলুমের (অত্যাচারিত ব্যক্তির) বদ দুআ থেকে বাঁচ, কারণ তার দুআ আকাশের দিকে আগুনের স্ফুলিঙ্গের গতিতে উঠতে থাকে। (হাকেম, সহীহ)

এ আলোচনায় উপলব্ধি করতে পারলাম যে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর অধিকার এমনি চাপিয়ে দেয়নি বরং তার গুরুত্ব ও দিয়েছে, সুতরাং ঐ অধিকার রক্ষা করা স্বামীর দ্বীনি দায়িত্ব,অনুরূপ স্ত্রীদেরও। তা পালন না করলে গুনাহগার হতে হবে।

স্ত্রীর উপর স্বামীর হক

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (البقرة:228)

অর্থঃ নারীদের তেমনি ন্যায় সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহা পরাক্রামশালী, প্রজ্ঞাময়। (বাকারাঃ ২২৮)

ইসলাম যেমন স্বামীর উপর স্ত্রীর হক নির্ধারিত করেছে তেমনি স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার বা হক নির্ধারিত করেছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (سنن الترمذي ، (ج 4 / ص ، 386 البيهقي ،مصنف ابن أبي شبة ، صحيح)

www.QuranerAlo.com

অর্থ, আবুহুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক কর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর জন্য সেজদা করার আদেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য সেজদা করার আদেশ দিতাম। (তিরমিযী সহীহ,৪/৩৮৬,বাইহাক্বী,মুসন্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ)। তবে স্বামী যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মুতাবেক চলবে ততক্ষণ স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে। কিন্তু দ্বীনের বিপরীত কর্মে আদেশ দিলে আনুগত্য করবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন,

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ".(المعجم الكبير للطبراني،ج 13 / ص60)

অর্থ, সৃষ্টি কর্তার অবাধ্যে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই। (আল-মু'জামুলকাবীর, ১৩/৬০ পৃঃ)

عن طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ (سنن الترمذي صحيح - (ج 4 / ص387)

অর্থ, তাল্ক ইবেন আলী কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, পুরুষ যখন নিজ চাহিদা মিটানোর জন্য তার স্ত্রীকে ডাকবে তখন স্ত্রী যেন তার কাছে আসে যদিও সে রান্নাশালে থাকে। (তিরমিযী সহীহ৪/৩৮৭)

عَنْ حُصَيْنِ بن مِحْصَنٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَقَضَى لَهَا حَاجَتَهَا، ثُمَّ قَالَ:أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ:فَكَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ قَالَتْ: مَا آلُوهُ إِلا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ:فَانْظُرِي كَيْفَ أَنْتِ لَهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. (المعجم الكبير للطبراني ، الحاكم، البيهقي، صحيح (ج 18 / ص357)

www.QuranerAlo.com

অর্থ, হুসাইন বিন মিহসান ﷺ বলেন আমার ফুপু আমাকে হাদীস বর্ণনা করেন যে আমি কোন কিছুর প্রয়োজনে রাসূল ﷺ এর নিকট আসি, অতঃপর তিনি বলেন,তুমি কি বিবাহিতা? আমি বললামঃ হাঁ, তিনি বল্লেন, তুমি তোমার স্বামীর জন্য কেমন? আমি বল্লাম আমি আমার শক্তি অনুযায়ী তার খেদমত ও আনুগত্য বর্জন করিনি, তিনি বল্লেন তুমি ভেবে দেখ যে তুমি তার দৃষ্টিতে কেমন? জেনে রাখো সেই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। (আহমাদ তাবারানী, হাকেম, বাইহাকী,সহীহ ,১৮/৩৭৫)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ. (صحيح البخاري(ج 1 / ص 50،النسائي،391/5 ،البيهي،231/3، المعجم الأوسط،14،500)

অর্থ, আব্দুলাহ বিন আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে, তাতে দেখলাম মহিলাদের সংখ্যা অধিক, কারণ তারা অস্বীকার করে। জিজ্ঞেস করা হলো; তারা কি আল্লাহকে অস্বীকার করে? তিনি বললেন,স্বামীর অবাধ্য হওয়া এবং তার ইহসান অস্বীকার করা। তুমি যদি জীবন ভোর তাদের দয়া করে থাক, অতঃপর তোমার পক্ষ হতে সামান্য অপছন্দীয় কিছু দেখে তাহলে বলবে, আমি তোমার কাছে কখনও মঙ্গল দেখিনি। (বুখারী,১/৫০,নাসায়ী,৫/৩৯১,বাইহাক্বী,৩/৩২১,আল-মুজামুল কাবীর,১৪/৫০০)

www.QuranerAlo.com

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ (صحيح البخاري ،ج 16 / ص199)

অর্থঃ আবুহুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,স্বামীর উপস্থিত থাকা কালীন তার বিনা অনুমতিতে কোন মহিলার নফল রোযা রাখা বৈধ নয়। স্বামীর ঘরে তার অনুমতি ছাড়া কাউকে প্রবেশ করার অনুমতি দিবে না। স্বামীর অনুমতি ছাড়া যা দান করবে তার অর্ধেক নেকী স্বামীর জন্য লেখা হবে। (বুখারী,১৬/১৯৯পৃঃ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ" (المعجم الكبير للطبراني ج 19 / ص 411، ابن حبان حديث صحيح شعيب الأرنؤوط حسن لغيره.)

অর্থ, আবুহুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, ফরয মাসের রোযা রাখবে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে এবং নিজ স্বামীর আনুগত্য করবে সে ইচ্ছামত জান্নাতের যে কোন গেট দিয়ে প্রবেশ করবে। (আল-মুজামুল কাবীর,১৯/৪১১ইবনে হিব্বান সহীহ, শুআয়েব আরনাউত,হাসান লেগাইরিহি)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُو لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (صحيح البخاري ج 11 / ص 14،مسلم7/ 303، أبوداود،43/6،)

অর্থ, আবুহুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন,পুরুষ যখন নিজ স্ত্রীকে তার বিছানায় আহবান করবে অতঃপর সে যদি তা প্রক্ষ্যাত্যান করে যার ফলে স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায়,

www.QuranerAlo.com

তাহলে ফেরেশতারা তার উপর সকাল পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকে। (বুখারী,১১/১৪,মুসলিম,৭/৩০৩,আবুদউদ,৬/৪৩পৃঃ)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ. (سنن الترمذي، (ج 4 / ص 388 ، ابن ماجة،450/5،مصنف أبي شيبة،393/3،)

অর্থ, উম্মে সালামাহ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, কোন মহিলা মৃত্যু বরণ করল, আর তার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী, ১/৩৮৮পৃঃ ইবনে মাজাহ,৫/৪৫০পৃঃ মুসান্নাফ,আবী শাইবাহ,৩/৩৯৩পৃঃ, হাদীসটি মুহাদ্দেসীনদের পরিভাষায় উত্তম)

স্বামীর অধিকারের গুরুত্ব

ইসলাম স্ত্রীর উপর স্বামীর যে অধিকার দিয়েছে তার গুরুত্ব চরম্। আল্লাহর বাণীঃ

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ﴾

(البقرة :228)

অর্থঃ নারীদের তেমনি ন্যায় সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহা পরাক্রামশালী,প্রজ্ঞাময়। (বাকারাঃ ২২৮)

এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছেঃ

www.QuranerAlo.com

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ لَوْ أَنْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ. (الحاكم،ابن حبان، ابن أبي شيبة، الدارقطني، البيهقي، صحيح)

অর্থ, আবু সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, স্ত্রীর উপর স্বামীর এমন অধিকার রয়েছে যে, যদি স্বামীর শরীরে কোন স্থানে ঋত থাকে আর স্ত্রী সেটি চেঁটে নেয় তাহলেও স্বামীর হক আদায় করতে পারল না। (হাকেম,ইবনে হিব্বান ,ইবনে আবী শাইবা,দারাকুতনী,বাইহাক্বী সহীহ)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا. (سنن الترمذي - (ج 4 / ص 407 ،ابن ماجة،168/6،الطبراني،25/15)

অর্থ, মুআয বিন জাবাল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, (দুনিয়ার) যে স্ত্রী তাঁর স্বামীকে কষ্ট দেয় তখন বড় চোখ বিশিষ্ট হুর তার জান্নাতের স্ত্রী বলে,আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুক তাকে তুমি কষ্ট দিওনা, কিছু দিনের জন্য তোমার নিকট এসেছে অতিশীঘ্র তোমাকে বর্জন করে আমার কাছে চলে আসবে। (ইবনে মাজাহ সহীহ,৬/১৬৮পৃঃ, তিরমিযী,৪/৪০৭ পৃঃ,তাবারানী,১৫/২৫পৃঃ)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : اثْنَانِ لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا : عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ . (المعجم الكبير للطبراني - (ج 11 / ص128 ،المستدرك للحاكم،17/ 167 ، السلسلة الصحيحة، الترغيب الصحيح.)

www.QuranerAlo.com

অর্থ, আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, দু'ব্যক্তির নামায তাদের মাথা অতিক্রম করে না (গৃহীত হয় না) ।একজন পলাতক দাস যতক্ষণ তার মালিকের কাছে ফিরে না আসে, দ্বিতীয় জন; স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী, যতক্ষণ না স্বামীর আনুগত্যে ফিরে আসে। (মাজমুউয়াযাওয়াদে এ বর্ণনার সকল বর্ণনাকারী নির্ভর যোগ্য.(আল-মু'জামুল কাবীর,১১/১২৮ পৃঃ,আল-মুসতাদরাক,১৭/১৬৭ পৃঃ, সিলসিলা সহীহা, সহীহ তারগীব)

উত্তম স্ত্রী

উত্তম স্ত্রী কে? এর উত্তরে রাসূল ﷺ এর বাণী;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن سَلامٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"خَيْرُ النِّسَاءِ تَسُرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْبَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ". (المعجم الكبير للطبراني،صحيح،ج 18 / ص 440،النسائي،5/ 310،الحاكم 6،290)

অর্থ, আব্দল্লাহ বিন সালাম ﷺ কর্তৃক বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, উত্তম স্ত্রী সেই যখন তুমি তাকে দেখ তখন তোমাকে সন্তুষ্ট করে, তোমার আনুগত্য করে যখন তুমি তাকে আদেশ কর, তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার সম্পদও নিজ (চরিত্রের) হিফাযত করে (তাবরানী,সহীহ,১৮/৪৪০,নাসয়ী,৫/৩১০পৃঃ মুসতাদরাক,৬/২৯০)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ" (المعجم الكبير للطبراني – (ج 19 / ص 411، ابن حبان حديث صحيح شعيب الأرنؤوط حسن لغيره.)

www.QuranerAlo.com

অর্থ, আবুহুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন, যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, ফরয মাসের রোযা রাখবে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে এবং নিজ স্বামীর আনুগত্য করবে, সে ইচ্ছামত জান্নাতের যে কোন গেট দিয়ে প্রবেশ করবে। (আল-মু'জামুল কাবীর,১৯/৪১ইবনে হিব্বান সহীহ, শুআয়েব আরনাউত,হাসান লেগাইরিহি)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيْعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. (النسائ، صحيح)

অর্থ, আবুহুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ কে বলা হলো হে আল্লাহর রাসূল উত্তম স্ত্রী কে? তিনি বলে্লেন স্বামী তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে তাকে আনন্দিত করে, তার আনুগত্য করে যখন তাকে আদেশ করে,তার জান ও মালে স্বামী যা ঘৃণা করে স্ত্রীর তার বিরোধীতা করে না। (নাসায়ী সহীহ)

উত্তম স্বামী

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِكُمْ (الحاكم ، صحيح الجامع الصغيرللألباني)

অর্থ, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐব্যক্তি,যে তোমাদের মধ্যে স্ত্রীদের জন্য উত্তম। (হাকেম, সহীহ জামে সাগীর আল-বানী)

www.QuranerAlo.com

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا وَلَا امْرَأَةً قَطُّ

(سنن أبي داود - (ج 12 / ص406)، صححه الألباني ، ابن ماجة،78/6،مصنف ابن أبي شيبة،106/6)

অর্থঃ আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কখনও কোন দাস ও স্ত্রীকে প্রহার করেননি। (আবুদাউদ,১২/৪০৬, ইবনে মাজাহ,৬/৭৮পৃঃ,মুসান্নাফ আবী শাইবাহ, ৬/১০৬পৃঃ, আল-বানী হাদীটিকে সহীহ বলেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.(صحيح البخاري ، (ج 16 / ص مسلم ،401/7 ،النسائي،361/5،)

অর্থ, আবুহুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে,যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় এবং মহিলাদের সদুপদেশ দেয়,কারণ মহিলাদেরকে পাঁজরের টেঁরা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের উপরের হাড় অধিক টেঁরা, যদি সেটি সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে আর যদি ছেড়ে দাও তাহলে টেঁরা থেকেই গেল,সুতরাং মহিলাদেরকে সদুপদেশ দাও। (মুসলিম,৭/৪০১পৃঃ,নাসায়ী, ৫/৩৬১পৃঃ)

عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.(صحيح البخاري - (ج 3/ ص 74،الترمذي،9/ 29،)

অর্থ, আসওয়াদ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আয়েশা ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাসূল ﷺ ঘরে কি করতেন? তিনি বল্লেন, তিনি

www.QuranerAlo.com

ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন, যখন নামাযের সময় হত তখন নামাযের জন্য চলে যেতেন। (বুখারী,৩/৭৪পৃঃ, তিরমিযী৭/২৯পৃঃ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.(صحيح مسلم - (ج 5 / ص 160)

অর্থ,আবুরাইরাহ ﷺ বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন, একটি দীনার যা তুমি আল্লাহর পথে খরচ করলে, একটি দীনার যা তুমি দাস মুক্ত করণে খরচ করলে, একটি দীনার যা তুমি কোন মিসকীনকে দান করলে একটি দীনার যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে, যে দীনারটি তোমার পরিবারের জন্য খরচ করলে সেটির সাওয়াব বা নেকী সর্ব বৃহত। (মুসলিম,৫/১৬০পৃঃ)।

এ পর্যন্ত আলোচনায় স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, তার গুরুত্ব, উত্তম স্ত্রী ও উত্তম স্বামীর কথা সহীহ হাদীসের আলোকে জানতে পারলাম। শরীয়তের এই বিধানের দর্শন হচ্ছে যে, স্বামী-স্ত্রীর উভয়ে একে অপরের অধিকারকে গুরুত্ব প্রদান ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে অন্তরে স্থান দখল করা, বা আপশে নিগুড় ভালোবাসা সৃষ্টি করা, যেখানে থাকবে না কোন রকম মান-অভিমান, ক্রোধ, বিরাজ করবে শুধু সুখ-শান্তি, মধুময় হয়ে উঠবে তাদের দাম্পত্য জীবন। একে অপরের ভুল বুঝা-বুঝির মধ্যদিয়ে যেন প্রেম বৃক্ষের পোঁকা না লাগে ও তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে সোনার সংসার ভেসে না যায়। এই হচ্ছে শরীয়তের উদ্দেশ্য।

এর পরও যদি দাম্পত্য জীবন সুখী না হয় অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়, মুক্তির কোন উপায় না পাওয়া যায়, তার জন্য ইসলাম ইমারজেন্সি

www.QuranerAlo.com

গেটের ন্যায় "তালাক" এর গেট উন্মুক্ত রেখেছে । নিরুপায় অবস্থায় ঐ গেট অতিক্রম করে অচল অবস্থা কাটিয়ে তুলবে। যেমন ভিল্লা বা বড় হোটেলে ম্যানগেট ও ইমারজেন্সি গেট থাকে, বিল্ডিং এর ভিতরে কোন রকম দূরঘটনা ঘটলে বা আগুন লাগলে প্রয়োজনের তাগীদে ইমারজেন্সি গেট খুলে দেওয়া হয়। ইসলামের তালাক্বের বিধান ঠিক ঐ রকম। যখন তখন তালাক্ব দিলাম আর এক রাতের জন্য কারোর সাথে বিবাহ দিয়ে স্ত্রী হালাল করলাম এটি ইসলামী বিধান নয়,ইসলামের এই বিধান মেয়েদেরকে নিয়ে খেলা করা জন্য নয়!! কারণ বসতঃ তালাক্ব বৈধ, অকারণে তালাক্ব দেয়া ও খোলা নেয়া ইসলামে বৈধ নয় তা ঘৃণিত ।

ঘৃণিত তালাক

সম্যসার সমাধানের লক্ষ্যে তালাক্ব বৈধ হলেও স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে তারা যেন অকারণে তালাক্ব না দেয় ও খোলা না নেয়। অকারণে তালাক্ব বা খোলাকে চরম পাপ ও জাহান্নামের কর্ম বলা হয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীসঃ

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.(سنن أبي داود ،، صحيح (ج 6 / ص 142،الترمذي،433/4،ابن ماجة،232/6 ،الحاكم 429/6، الطبراني ، 12/ 205)

অর্থ, সাওবান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে মহিলা বিনা কারণে স্বামীর কাছে তালাক চায় তার জন্য জান্নাতের গন্ধও হারাম। (আবুদাউদ,৬/১৪২,তিরমিযী সহীহ,৪/৪৩৩,ইবনে মাজাহ,৬/২৩২, হাকেম,৬/৪২৯, তাবারনী,১২/২০৫)

www.QuranerAlo.com

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوْبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا. (الحاكم ، صحيح)

অর্থ, ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিকট সব চাইতে বড় গুনাহ হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে বিবাহ করে তা দ্বারা চাহিদা পূরণ করে তালাক দিল ও তার মোহর নিয়ে গেল। (হাকেম, সহীহ)

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ. (الترمذي،صحيح)

অর্থ, সাওবান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, (বিনা কারণে স্বামীর কাছে খোলা)তলবকারীনী মহিলাগণ হচ্ছে মুনাফেক। (তিরমিযী সহীহ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا. (صحيح البخاري،ج 20/ 267،موطأ،367/5،النسائي385/5،الطبراني 88/17، الترمذي،438/4)

অর্থ,আবুহুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, কোন মহিলা তার বোনের এই উদ্দেশ্যে তালাক্ব কামনা না করে যাতে সে তার স্থান অধিকার করে, সে চাইলে তাকে বিবাহ করুক (প্রথম স্ত্রীর তালাক্ব শর্ত করে নয়)। কেননা তার ভাগ্যে যা ছিল সে তাপেয়েছে।[২]

[২] . বোন বলতে এখানে মুসলিম বোন বুঝানো হয়েছে,প্রকৃত বোন নয়। ফতহুলবারী ১৪ খ, ৪২১ পৃঃ

www.QuranerAlo.com

(বুখারী,২০/২৬৭,মুআত্তা,৫/৩৬৭,নাসায়ী,৫/৩৮৫,তাবারানী,১৭/৮৮, তিরমিযী,৪/৪৩৮, সহীহ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ.(سنن أبي داود - (ج 6 / ص 86،النسائي 13/8،الحاكم 415/6، الطبراني،331/4)

অর্থ, আবুহুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, সে ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা কোন দাসকে তার মালিকের বিরুদ্ধে উসকায় সে আমার আদর্শের মধ্যে নয়। (আবুদাউদ সহীহ, ৬/৮৬,নাসায়ী, ৮,১৩,হাকেম,৬/৪১৫, তাবারানী,৪/৩৩১)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ.(صحيح مسلم - (ج 13 / ص426)

অর্থ, যাবের ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন , ইবলীস নিজ আসন পানিতে রেখে তার চেলা বা লশকর পাঠায়, যে শয়তান বড় ফেতনা সৃষ্টি করে সে ইবলীসের নিকট অধিক প্রিয়। তাদের মধ্যে একজন এসে বলে, আমি এই এই কর্ম করে এসেছি, ইবলিস শ্রবণ করে বলে তুমি কিছু করনি। অতঃপর দ্বিতীয় শয়তান এসে বলে, আমি অমুক স্বামী-স্ত্রীর পিছনে লেগে ছিলাম, আমি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন না করে আসিনি, ইবলীস তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলে হাঁ, তুমিই (কাজ করেছ)। (মুসলিম,১৩/৪২৬,)

উল্লেখিত বর্ণনায় আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যেন অকারণে তালাক্ব না দেয় ও খোলা না নেয়। কথায় কথায় তালাক্ব ও

www.QuranerAlo.com

খোলার প্রসঙ্গ না আসে। কারণ শয়তান স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছিন্নে খুব খুশী হয় যে কথা আমরা রাসূলের বাণী দ্বারা জানলাম। সুতরাং শয়তান খুশী হয় এমন কাজ যেন আমরা না করি। তবে তালাকের যদি যথেষ্ট কারণ থাকে সে কথা ভিন্ন।

সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ

ইতি পূর্বে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি যে তালাক,বা স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন ছিন্ন করা ভাল কাজ নয়। সেই জন্য ঠুনকো কারণে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছেদনে সাহায্য করা, উসকানীমূলক কথা বলা বৈধ নয়। যে কথা আমরা উল্লেখিত বর্ণনায় জানতে পেরেছি। সে যাই হোক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন রকম মন কষা-কষী হয়ে গেলে, স্বামী স্ত্রীর আচরণ ভাল না দেখলে, আনুগত্য না করলে হুট করে তালাক্বের সিদ্ধান্ত যেন না নেয়। তারপূর্বে এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা কর্তব্য। প্রথম পদক্ষেপ স্বামী নিজ স্ত্রীকে আদর ও ভালোবাসা দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করবে। যদি এতে কোন ফল না হয় তাহলে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় পদক্ষেপঃ তাঁকে সতর্ক করণে ঘরের মধ্যে বিছানা আল্‌দা করবে। এতেও যদি পরিবর্তন না ঘটে তাহলে তৃতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তৃতীয় পদক্ষেপঃ স্বামী শিক্ষার জন্য হালকা প্রহার করতে পারে। আল্লাহ বলেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

www.QuranerAlo.com

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (النساء:34)

অর্থ, পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এই জন্যে যে,পরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী-স্ত্রীরা অনুগতা এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহর হিফাযতে তারা হিফাযত করে। স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদেরকে প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অন্বেষণ করনা। নিশ্চয় আল্লাহ মহান শ্রেষ্ট। (নিসাঃ৩৪)

উক্ত আয়াতে পুরুষ মহিলা উভয়ের কথা বলা হয়েছে, মহিলার যদি অন্যায় হয় তাহলে তাকে সদুপদেশ দ্বারা বুঝাতে হবে। অতঃপর স্বামীর অনুগত হলে তখন স্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বামী কোন রকম পথ অবলম্বন করতে পাবে না। যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে অন্যায় ভাবে জ্বালাতন করে সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেছেন।

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ মহান ও শ্রেষ্ঠা। (অত্যাচারীকে শাস্তি দিবেন।) অনুরূপ স্ত্রী যদি স্বামীর চাল-চলন ভাল না দেখে তাহলে স্ত্রীও যেন তাড়াহুড়া করে তালাক্ব নেয়ার সিদ্ধান্ত না নেয়। তারও ঠান্ডা মাথায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা কর্তব্য।

উল্লেখিত পদক্ষেপ যদি সফল না হয়, স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছেদ কামনা করে তাহলে শেষ পন্থা হলো স্বামীর বংশের একজন জ্ঞানী-গুনী, ন্যায় পন্থী ব্যক্তি ঠিক করবে,অনুরূপ স্ত্রীর বংশের একজন ন্যায়-ন্যায্য ও নেক

www.QuranerAlo.com

ব্যক্তিকে নির্ধারণ করে তারা উভয়ে স্বামী-স্ত্রীকে বুঝিয়ে তাদের সমস্যা মিটিয়ে ফেলার সার্বিক প্রচেষ্টা চালাবে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.﴾(النساء: 35)

অর্থ, আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা কর তাহলে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার হতে একজন ও তার (স্ত্রীর) পরিবার হতে একজন সালিস বা বিচারক নিযুক্ত করবে, তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীশাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, অভিজ্ঞ। (নসাঃ৩৫) এই সব প্রচেষ্টাও যদি নিষ্ফল হয় তাহলে ইসলাম তাদের উভয়কে সতর্ক করার জন্য তালাক্বের মাধ্যমে আলাদা হওয়ার অনুমতি দিয়েছে।

তালাক্বের কারণ

তালাক্বের ভিন্ন-ভিন্ন অনেক কারণ থাকতে পারে। আমার নযরে যে গুলি ধরা পড়ছে তা নিম্নরূপঃ

(১) প্রেম করে বিবাহ করাঃ ছেলে-মেয়েরা ইস্কুল-কলেজে পড়া-শুনা কালীন অবাদে মিলা-মিশা করে, এর মধ্যে অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মন বিনিময় হয়ে যায়। কখনো শুনা যায় বড় ধনীর ছেলে এক দরিদ্র ঘরের অসুন্দরী মেয়েকে ভালোবেসে বিবাহের জন্য উদগ্রীব। পিতা-মাতার সকল শ্রম ও স্বপ্নের মুখে ছাই দিয়ে শত বাধা অতিক্রম করে বিবাহ বন্ধনে আবাদ্ধ হয়। এর বিপরীত ঘটনাও ঘটে অর্থাৎ বিশাল ধনীর মেয়ে গরীব অসুন্দরী ছেলেকে ভালোবেসে ফেলে সব রকম বাধা-বিঘ্ন ডেঙ্গিয়ে বিবাহ করে। তাদের ঐ বিয়ে আটকাবার কারো

www.QuranerAlo.com

ক্ষমতা আছে? কথায় বলে প্রেমে মজলো মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম। শরীরের কোন অঙ্গে চুলকানী লাগলে যেমন না চুলকিয়ে থাকা যায় না,সামনে কে আছে, কোথায় চুলকাচ্ছি হুঁশ থাকে না চুলকিয়ে ফেলে,তেমনি প্রেমিক ও প্রেমিকার অবস্থা। কিন্তু চুলকানীর পর যখন জ্বালাতন শুরু হয় তখন তার অনুভুতি ফিরে আসে। কবির ভাষায়: "প্রথম যখন চুলকায় ভাই মনে হয় স্বর্গেতে যায়, চুলকানি থামিয়ে নরকে পরে যায়। অনুরূপ প্রেমের চুলকানী দারুন চিজ তা আটকানো কঠিন। প্রেমের শরাব পান করে উভয়ে মাতাল, এ অবস্থায় নিজদের মতলব ছাড়া আর কিছুর অনুভুতি থাকে না। প্রথম প্রথম তাদের ভালই চলে কিন্তু যখন নেশার ঘোর কেটে ভোর হয়ে আসে তখন আর একে অপরকে ভালো লাগেনা। কাল যে ছিল "ঘি" আজ সে হলো "ছি" যে ছিল চোখের মনি সে আজ পেত্নী। এ ভাবে তাদের দাম্পত্য জীবন জেল খানায় পরিনত হয়। কখন সেখান থেকে মুক্তি পায় সেই চিন্তায় থাকে। অবশেষে তালাক দেয় অথবা এমনি তাড়িয়ে দেয়। অতঃপর মহিলাকে অসহায় অবস্থায় জীবন কাটাতে হয়। যখন তিতীক্ষা সীমা লংঘন করে তখন আত্ম হত্যা করে চিরতরে দুনিয়া হতে বিদায় হয়ে যায়। এই পরিনামের মূল কারণ আল্লাহর বাণীর বিরুদ্ধাচরণ, আল্লাহ বলেন:

﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ.﴾(النساء25:)

অর্থ, তোমরা তাদের অলী অর্থাৎ অভিভাবকের অনুমতিতে বিবাহ কর এবং খুশী মনে তাদের মোহর দিয়ে দাও। যারাসতী সাধবী, বেভিচারিনী নয়, তারা কোন অবৈধ্য সর্ম্পক কারিনী নয়। (নেসা:২৫)

www.QuranerAlo.com

(২) পন প্রথা: আমাদের সমাজে পণ ছাড়া মেয়েদের বিবাহ অসম্ভব, পণ ব্যতীত বিবাহকারী পুরুষ যেন ডুমুরের ফুল। কেউ বিনা পণে বিবাহ করলে আমাদের নিকট বিচিত্র বলে মনে হয়। অমুক বিনা পণে বিবাহ করেছে বলে খুব অবাক হই। বিবাহের উদ্দেশ্য সভ্যগণ আসেন, খাওয়া দাওয়ার পর অসভ্যের (পণের কথা) বলেন, দর কষা-কষী শুরু হয়,পাত্রী পক্ষ কম করার চেষ্টা করে, পাত্র পক্ষের সম্মত না হলে বিবাহ হবে না চলে যায়। এভাবে অনেকে আসে আর চলে যায়, মাঝখান থেকে পাত্রি পক্ষ খরচ করে আর্থীক ভাবে দূর্বল হয়ে পরে। ধর্মীয়, মানবিক, যুক্তি কোন দিক থেকে পণ দাবী করা পাত্র পক্ষের জন্য বৈধ নয়। আমার মনে হয় পাত্রের পিতা-মাতা মনে করেন আমরা আমাদের ছেলেকে মানুষ করেছি, তার পিছনে টাকা-পয়সা খরচ করেছি, যে বৌ আসবে সেই তো ছেলের সব কিছুভোগ করবে, আমরা সব কিছু দিলাম, মেয়ে পক্ষ কি দিল? এক হাতে তালি বাজে না। তাদেরও কিছু দেয়া উচিৎ ? এই যুক্তিতে পাত্র পক্ষ নগদ, টাকা, গয়না ফার্ণিচার, দাবী করে। আমি এর উত্তরে বলব, মেয়ে পক্ষ যা দেয় তার চেয়ে আর কিছু দেয়া যায় না। সেটি হলো ছোট থেকে মানুষ করা কলিজার টুকরাটি পাত্রের হাতে জীবনেকার মত তুলে দেয়। সুখে-দুখে স্বামীর কাছেই থাকতে হবে। সেই জন্য বিবাহের পর মেয়েকে বিদায় দেয়ার সময় বিশেষ করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন পিতা-মাতা। এই বেদনা সেই অনুভব করতে পারে যে মেয়েকে বিদায় দিয়েছে। এই জন্য আমি বলব, ছেলের পক্ষের কানা কড়ি দাবী করা অন্যায়। মোট কথা পাত্রী পক্ষ নিরুপায় ও বাধ্য হয়ে ঐ অবৈধ দাবীতে সম্মত হয়। বিবাহের দিন নির্ধারিত হওয়ার পর থেকে অভাবী পিতা টাকা-পয়সা বর ও বরযাত্রীদের আপ্পায়নের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করেন। সময় মত টাকার ব্যবস্থা না করতে পেরে জমি, দুধের গাই, গয়না এমন কি

www.QuranerAlo.com

ভাতের চাল বিক্রি করে, বিয়ের আগের দিনে লুচি মিষ্টি, ছানা, ফল-মূল তথা আপ্পায়ন সামগ্রী প্রস্তুত করে রাখেন। বিবাহের দিন বরবাবু নিজ যাত্রীদের নিয়ে মেয়ের পিতার বাড়ী পৌঁছোয়। তারপর তাদের যথাযথ আপ্পায়ন করা হয়। এরপরও মেয়ের বাবার বুক দুর দুর করে যে, আপ্পায়নে কোন কিছু ভুল হলো না কি ? এরপরও দেখা যায় বরপক্ষ এই হয়নি ঐ হয়নি বলে খুব বাহাদুরি দেখায়। শত টেনশনের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। জামাই বেটি বিদায় হয় আত্মীয় স্বজন সকলে চলে যায়। এদিকে পিতা-মাতা ছোট ছেলে - মেয়েকে নিয়ে বাড়ীতে চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খান; মেয়ে সুখী হবে তো? অষ্টম মঙ্গলার জন্য জামাই বাড়ীতে আসবে তাকে খাওয়াবে কি? কারণ বাড়ীতে এক বেলার খাবার নেই!! কোন কোন পিতা এই জটিল অবস্থা থেকে মুক্তির পথ না পেয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পথ বেছে নেয়।

এবার আসা যাক আসল কথায়, বিবাহের পর মেয়ের অভিভাবক মারা গেলে অবোলা মেয়েটির অবস্থা হয় করুন। স্বামী,শশুর-শাশুড়ী, ননদ যে যেমন পারে নির্যাতন চালায়। আর মেয়ের বাবা জীবত থাকলে পনের টাকা আদায়ের জন্য বউকে চাপ দেয়া হয় যে, সে বাবার বাড়ী থেকে যৌতুকের টাকা আদায় করে আনুক !! বউ যদি তা আদায় করতে না পারে তাহলে তাকে উঠতে বসতে গন্‌জনা, ভৎসনা করা হয়,কথায়-কথায় অপমান-অপদস্ত করা হয়, স্বামী, শশুর-শ্বাশুড়ী, ননদ যে যখন পারে নির্যাতন চালায়,আবার কখনো তালাক্বের হুমকি দেয়া হয়। পণ আদায়ের সর্ব শেষ পন্থা হচ্ছে তালাক্ব। পিতা-মাতার কত কষ্ট করে বিবাহ দেয়া মেয়েটিকে তালাক্ব দিয়ে বাবা-মায়ের গলায় লাগিয়ে দেয়া হয়। আবার কেউ তাদের গলায় না ঝুলিয়ে মেয়েটি মেরে গলায় দড়ি দিয়ে বাড়ীর কোঠায় ঝুলিয়ে দিয়ে আত্ম হত্যা করেছে বলে মেয়ের বাবার বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দেয়। আবার কখনো জ্বালাতন

www.QuranerAlo.com

সহ্য না করতে পেরে মেয়ে নিজেই গলায় দড়ি নিয়ে আত্ম হত্যা করে দুনিয়া থেকে তালাক্ব নেয়!! এ ধরনের অনেক ঘটনা ঘটে থাকে যা আমরা পত্র-পত্রিকা খুললেই দেখতে পাই। মেয়েটির জীবন বিপন্ন এবং তালাক্ব প্রাপ্তের কারণ হলো পণ। সমাজ তুমি এই অত্যাচারের শাস্তির জন্য অপেক্ষা কর।

(৩) কাম শক্তির অভাবঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের কাম শক্তি না থাকলে তালাক্ব বা খোলার মধ্যেম বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। এই কারণে তালাক দেয়া বা খোলা নেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষনীয় নয়। রাসূল ﷺ এর যুগে এক মহিলা ঐ কারণে তালাক নিয়ে ছিলেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ فَقَالَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.(صحيح البخار (ج16 328،مسلم،291/7،الترمذي،316/4)

অর্থ, আয়েশা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রিফাআহ আল-কুরযী ﷺ জনৈক মহিলাকে বিবাহ করেন, অতঃপর তাকে তালাক্ব দেন, তালাক প্রাপ্তা মহিলা অন্য জনকে বিবাহ করেন অতঃপর তিনি নবী ﷺ এর কাছে এসে বলেন, তাঁর (দ্বিতীয়) স্বামী তার সঙ্গে সহবাস করে না, তার কাছে কাপড়রের ট্যাপের মত ছাড়া কিছু নেই। রাসূল ﷺ বল্লেন, না, যতক্ষণ তুমি তার স্বাদ গ্রহণ করছ অথবা সে তোমার স্বাদ গ্রহণ করছে (ততক্ষণ তাকে ছেড়ে অন্য জনকে বিবাহ করতে পার না) (বুখারী,১৬/৩৮২,মুসলিম,৭/২৯১, তিরমিযী,৪/৩১৬,)

উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে জানতে পাররাম যে পুরুষত্ব না থাকলে মহিলা তালাক্ব নিতে পারে, এতে বাধা নেই।

www.QuranerAlo.com

(৪) ধোকা বাজীঃ অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয়ে থাকে যে নব সমন্ধের সময় যে সুন্দরী পাত্রীকে দেখানো হলো, তার সঙ্গে বিবাহ হলো না বিবাহ হলো অন্য পাত্রীর সাথে, নব সমন্ধের সময় বলা হয় পাত্র শিক্ষিত,সে এই-এই সম্পদের মালিক। কিন্তু বিবাহের পর দেখা গেল, পাত্রের যে গুন বলা হয়েছিল তা নয়, শিক্ষিত, সম্পদ আছে ঠিক, কিন্তু নিজের নয় ভাগে নেয়া। এই ধোকার কারণে তালাক্ব দেয়া ও নেওয়া হয়। এ সব ধোকাবাজী বর্জন করা জরুরী। রাসূল ﷺ বলেছেন, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) অর্থাৎ যে ধোকা দেয় আমার আদর্শের মধ্যে নেই।

(৫) জোর পূর্বক বিবাহঃ আমাদের সমাজে অনেকে জোর করে ছেলে-মেয়ের বিবাহ দেয়, এটি হয়ে থাকে অভিভাবকের পক্ষ হতে, পিতা-মাতা চায় নিজের কোন আত্মীয়র ছেলে-মেয়ের সাথে বিয়ে দিতে, ছেলে বা মেয়ে চায় অন্য কোথাও সম্পর্ক করতে । পিতা-মাতার জোর দেয়ার পিছনে দ্বীনি অথবা দুনিয়ার সার্থ থাকতে পারে, যেমন কোন পিতা চায় দ্বীনদার পরহেযগার বৌ করতে। আবার কেউ দুনিয়ার সার্থ দেখে,যেখানে জমি-জায়গা,টাকা-পয়সা,বেশী পাওয়ার আশা থাকে সেখানে ছেলে-মেয়ের বিবাহ দেয়। ঘর বা পাত্র-পাত্রি ভাল না হলে সেখানে সম্পর্ক করতে ছেলে-মেয়ে ও পিতা-মাতা কারোর জেদ করা উচিৎ নয়। উভয় পক্ষকে দ্বীন দুনিয়ার সার্থ অথবা কেবল দ্বীনের সার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া কর্তব্য। রাসূল ﷺ দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিতে বলেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.(صحيح البخاري ج16 / ص 33، مسلم 7،388)

www.QuranerAlo.com

অর্থ, আবু হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, চারটি জিনিস দেখে মেয়েদের বিবাহ করা উচিৎ; তার সম্পদ, মর্যাদা,সৌন্দর্য এবং দ্বীন, তবে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দাও তোমার হস্তদ্বয় মাটিতে মিশ্রিত হোক। (বুখারী১৬/৩৩,মুসলিম,৭/৩৮৮)

মোট কথা চাপ দিয়ে বিবাহ করানো অনেক সময় তালাকের কারণ হয়ে দাড়ায়। সেই জন্য অপছন্দীয় অযোগ্য পাত্রীকে বিবাহ করতে ছেলের উপর চাপ সৃষ্টি করা অভিভাবকের উচিত নয়, তবে ছেলে যদি অযোগ্য পাত্রীকে বিবাহ করতে চায় আর পিতা অন্য মার্জিত পাত্রীর সঙ্গে বিবাহ দিতে চায়, তাহলে এক্ষেত্রে ছেলেকে বুঝিয়ে উৎসাহিত করা উচিত, কিন্তু ছেলের অনুমতি ব্যতীত বাধ্য হয়ে বিবাহ করালে তালাকের প্রশ্ন থেকেই যায়, সেই জন্য প্রথম থেকে ছেলেকে দ্বীনি প্রশিক্ষনের মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলতে হবে যাতে সে দ্বীনি সার্থের নিকট শির নত করে।

(৬) জেদঃ এটি এমন এক বদ অভ্যাস যা দ্বারা মানুষ ধ্বংস হয়, এতে কেবল দাম্পত্য জীবন ধ্বংস হয় তা নয় বরং দ্বীন-দুনিয়া ধ্বংস হয়, যেমন একজন নামাযী,পরহেজগার লোক পাঁচ ওয়াক্ত মাসজিদে নামায আদায় করেন। কোন একদিন ইমাম সাহেবকে বললেন, আমার ছেলেকে আমার বাড়ীতে এসে পড়িয়ে দেন, ইমাম সাহেব বললেন, আমার সময় নেই আমি অন্য কর্মে ব্যস্ত। বাস আরম্ভ হলো বিরোধীতা, শেষ পর্যন্ত মুফতি সেজে সিদ্ধান্ত নিলেন, ঐ ইমামের পিছনে নামায পড়ব না, বলে জামাআত ছেড়ে ঘরে নামায পড়তে লাগলেন!!! আবার কেউ কারোর উপর জেদ করে বলে, অমুক ব্যক্তি যদি মসজিদে নামায পড়ে তাহলে আমি সে মাসজিদে প্রবেশ করব না!!! দ্বীন ধ্বংস হলো ? দুনিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় এক কাঠা জায়গার মামলা আরম্ভ হয়েছে, দীর্ঘ দীন মামলা চলার পর দেখা গেল ৫০ হাজার টাকা খরচ হয়ে

www.QuranerAlo.com

গিয়েছে যা ঐ এক কাঠা জায়গার চেয়ে অনেক বেশী। তাকে যদি বলা হয় ছেড়ে দাও না হয় মিটিয়ে নাও। উত্তর আসে আমার জেদ আলাদা আমাকে সে চেনে না, তাকে এক হাত দেখে নেব, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় জেদ তাকে ধ্বংস করেছে ও পথের ভিখারী বানিয়েছে। অনুরূপ একটি সুন্দর সুখী দাম্পত্য জীবন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আছে নিগুড় ভালবাসা ও আন্তরিকতা, তবে মানুষ ভুলের উর্দ্ধে নয়,যে কোন সময়ে ভুল ত্রুটি হয়ে যায়, মনমালিন্য সৃষ্টি হয়ে যায়, ঠিক এই মুহূর্তে শয়তান দু'জনের মধ্যে কুমন্ত্রনা যোগায়; তুমি অমুক, অমুকের ছেলে তুমি নত হবে কেন? এভাবে জেদ বাড়তে বাড়তে তালাক্ব পর্যন্ত পৌছে যায়, অথচ তাদের মধ্যে তেমন কিছু ঘটেনি, শয়তানের প্ররচনায় জেদের কারণে ঐ দূর্ঘটনা ঘটে। কারণ শয়তান এতে অতি আনন্দিত হয়, যে কথা এর পূর্বে হাদীসের আলোকে জেনেছি।

শাশুড়ি-বৌ

পিতা-মাতা খুব আদর সহকারে ঘরে বৌ নিয়ে আসে। কিন্তু কম বেশী সময়ে শাশুড়ি-বৌ এর মধ্যে মনকষা-কষী আরম্ভ হয়। নতুন বৌ মনে করে আমার শাশুড়ি ভাল নয়, আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে না। অপর দিকে শাশুড়ি মনে করে আদর করে বৌ করে আনলাম, বৌ আমাকে সম্মান করে না, এ ভাবে ব্যবহার খারাপ হতে আরম্ভ করে। আবার ঐ বৌ যখন শাশুড়ি হয়, তার কাছে নতুন বৌ আসে তখন সে শাশুড়ির ভুমিকা পালন করে, নিজ বৌ এর সাথে ভাল ব্যবহার করে না। এ যেন প্রতিশোধের খেলা! অতীতকে ভুলে গিয়ে কেবল বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত। শাশুড়ি বৌ একটু চিন্তা করে চললে অসুবিধা হয় না। কিন্তু না যখন যে সুযোগ পায় তখন সে তার কাজ বাগিয়ে নেয়।

শাশুড়ি বৌ এর মন কষা-কষীর জন্য পুরুষকে চরম হয়রানী হতে হয়, পতিত হয় দোদুল্যমান অবস্থায়, এক দিকে মায়ের হক ও মর্যদা, রাসূল

www.QuranerAlo.com

তার অবাধ্যতাকে হারাম করেছেন এবং বলেছেন "পিতা-মাতার পদ তলে জান্নাত" পিতা-মাতার অবাধ্য হলে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা, অপর দিকে স্ত্রী, যে নিজ পিতা-মাতা, ভাই-বোন সকল প্রিয়জনকে ছেড়ে নতুন পরিবেশে এসেছে তারও স্বামীর উপর অধিকার রয়েছে তার চিন্তা। এ অবস্থায় মায়ের কথা শ্রবণ করলে সমস্যা এবং স্ত্রীর কথা না শুনলে সমস্যা। শাশুড়ি বৌ এর এই ঝগড়া কখনো এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যে, যে শাশুড়ি বড় আদর করে বৌ ঘরে নিয়ে এসে ছিল সে শাশুড়ি তাকে তালাক দেয়ার জন্য ছেলেকে খুব চাপ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে!!!

শাশুড়ি বৌ এর ঝগড়ার কারণঃ

আমার মনে হয় এটি ভুল-বোঝা বুঝির কারণে হয়ে থাকে, শ্বাশুড়ি মনে করে যে আমি আমার ছেলেকে ছোট থেকে কত কষ্ট করে মানুষ করেছি, সেই ছেলে বিবাহর পর আগের মত আমাকে ভালবাসে না। বরং নিজ-স্ত্রীকে ভালবাসে, আমাকে ভাল না বাসার কারণ একমাত্র বৌ। সেই আমার ছেলের ভালবাসা আমা হতে ছিনিয়ে নিয়েছে অথবা কমিয়ে দিয়েছে। যেমন, ছেলে বাজার থেকে বাড়ি ফিরলে আমার জন্য কলা-মিষ্টি আনত ও আমার নিকট বসত। কিন্তু এখন কলা-মিষ্টি আনে ও বসে কিন্তু একটু কম বসে। এ ধারণার ভিত্তিতে শাশুড়ি বৌ এর সাথে ভাল ব্যবহার করে না। আস্তে আস্তে বৌ এর মন থেকে শাশুড়ির ভালবাসা মুছে যায়, সৃষ্টি হয় ঘৃণা । আমি বলব, এ ভাবে অনুমান করে বৌকে ভুলবুঝা, ঘৃণা করা শাশুরির মোটেই উচিৎ নয়। কারণ ছেলের প্রতি মায়ের যেমন হক আছে,তেমনি স্বামীর প্রতি স্ত্রীরও হক আছে। স্বামী নিজ স্ত্রীর হক আদায় করলে শাশুড়ির হক মারা হলো, ভালবাসা ভাগ হয়ে গেল বা কমে গেল বলে ধারণা করা উচিৎ নয় বরং শাশুড়ির কর্তব্য বৌকে ভালবাসা, ছেলে বৌ এর সঙ্গে সৎ ব্যবহার করছে কিনা

www.QuranerAlo.com

খেয়াল করা, বৌ তো নিজ প্রানের পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও আপনজনকে ছেড়ে স্বামী বা শাশুড়ির বাড়ীতে জীবনকার মত এসেছে, এখানে আন্তরিকতা,আপ্পায়ন না পেলে কার কাছে তা আশা করবে? এই ভাবে তাকে আপন করে নেয়া আবশ্যক। শাশুড়ি যেমন নিজের মেয়ে স্বামীর আদর পাক, শাশুড়ির বাড়ীতে সুখী হোক এই কামনা করে, তেমনি ছেলের স্ত্রী কারোর কন্যা আবশ্যই বটে, তার পিতা-মাতাও চায় যে তাদের মেয়ে স্বামীর ও শাশুড়ি বাড়ীতে সুখী হোক, কিন্তু সার্থপর আদম সন্তান সেটি চিন্তা করে না। যদি চিন্তা করত তাহলে শাশুড়িরা বৌদের ঘৃর্ণা করত না, বৌকে অন্তর দিয়ে ভালবাসত অনুরূপ বৌও শাশুরিকে আন্তরিক ভাবে ভালবাত।

কথায় বলে এক হাতে তালি বাজেনা, কখনো এরূপ হয় যে বৌ, বৌ এর মত থাকে না, বা শাশুড়ি অধিনে থাকতে চায় না। চায় স্বাধীন হতে, অথবা চায় ঐ পরিবারের সর্ম্পূণ দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব নিজ হাতে তুলে নিতে, কিন্তু শাশুড়ি তাতে নারায, কারণ শাশুড়িই তো নিজ স্বামীর সহযোগিতায় সংসার গড়ে তুলেছে, তার জীবনের সুখ-দুঃখ ঐ সংসারে জড়িয়ে আছে। তাই শাশুড়িগণ সহজে ঐ সংসার বৌ এর হাতে ছেড়ে দিতে পারে না, এটি দোষনীয় কিছু নয়, খুব স্বাভাবিক কথা। বৌ যখন সংসার হাতে নিতে মরিয়া হয়ে উঠে তখন সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। এক দিকে শাশুড়ি নিজ রাজত্ব সংরক্ষণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ অন্য দিকে বৌ নিজ মতলবে অটল। ঠিক এই অবস্থায় দু'টির মধ্যে একটি ঘটে; বৌকে তালাক্ব দেয়ার জন্য শাশুড়ি নিজ ছেলেকে চাপ সৃষ্টি করে, কখনো তাই ঘটে। আবার কখনো ছেলে বৌকে নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। সে নিজ স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে খায়, সুখে জীবন-জাপন করে, অন্য দিকে বৃদ্ধা মা এক পাশে চাল ফুটিয়ে খায়, যতদিন পারে এভাবে চলে, যখন দূর্বল হয়ে পরে তখন ছেলে ও বৌ এর

www.QuranerAlo.com

অধিনে আস্তে বাধ্য হয়। বৌ এবার নিজ ইচ্ছামত খাবার দিয়ে দাইমুক্ত হয়, যে খাবার দেয়া হলো সেটি উপযোগী বটে কিনা, বয়স হয়েছে আরো অতিরিক্ত সেবার প্রয়োজন আছে কিনা কোন কিছু খোজ নেয় না। অনেক সময় দেখা যায় বুড়ি মা নিজ ঘরে কাপড়ে-চুপড়ে হয়েছে আছে, অর্থাৎ বিছানায় পেশাব-পায়খানা হয়ে গিয়েছে, বৌ পরিস্কার করে না, বলে অত পারবো না, আরো শুনা যায় যে, নিজ পিতা-মাতা শীত বস্ত্র না থাকায় কষ্ট পাচ্ছে, বৌ গ্রাহ্য করে না, করবে কি করে এটি তার প্রতিশোধ নেয়ার সময়!! মনে মনে ভাবে পেরিয়ে গেলে ঝামেলা মুক্ত হই!! এই ভাবে তার জীবনের শেষ দিন গুলি অতিবাহিত হতে থাকে, ও জীবনের অবশান ঘটে, মৃতুর পর অনুতপ্ত, হয় কান্নাও করে, কিসের কান্না আল্লাহ ভাল জানেন? কথিত আছে,শাশুড়ির মৃত্যুর পর বৌ খুব কান্না করছে, তার কান্না দেখে এক জন বলল, তোমার শাশুড়ি তোমাকে খুব ভাল বাসত তাই না? এত কান্না করছো? প্রত্যুত্তরে বৌ বলল না, আমি কান্না করছি এই ভয়ে যেন সে দ্বিতীয়বার জীবিত না হয়ে উঠে!!! বৌদের ভেবে দেখা কর্তব্য, তার শাশুড়ি স্বামীকে ছোট থেকে বড় করেছে, কত কষ্ট করে সংসার সাজিয়েছে, শ্রম দিয়েছে, এবার ছেলের বিবাহ দিয়ে ঘরে বৌ আনব সে আমাদের আদর যত্ন করবে,মায়া করবে,আমাদেরকে আপন করে নিবে, আমাদের মেয়েরা স্বামীর বাড়ী চলে গিয়েছে, বৌ আমাদের মেয়ে হয়ে দাঁড়াবে, এ ধরণের কত কল্পনা। বৌ'রা যদি ঐ কল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে তাহলে একে অপরের মধ্যে আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে। শাশুড়ি কোন দিন বৌ এর তালাক কামনা করবে না। মোট কথা যার যেমন হক তা আদায় করতে হবে এবং যার যেমন স্থান তাকে সেই স্থানে বসাতে হবে। তাহলে কোন রকম দ্বন্দ্ব ও অশান্তি হবে না রাসূল ﷺ বলেছেন,

www.QuranerAlo.com

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ،،،،، إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.(صحيح البخاري ، (ج 7/ ص76)

অর্থঃ আওন ইবনে আবী জুহাইফাহ নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমার উপর তোমার রবের,তোমার আত্মা,তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে। সুতরাং প্রতিটি হকদারের হক দিয়ে দাও। (বুখারী,৭/৭৯পৃঃ)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ. (مسلم)

অর্থঃ আয়েশা রাযিল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন লোকদের যথা স্থানে অধিষ্ঠিত করি। (মুসলিম)

এ ছাড়া আরো কারণ থাকতে পারে, আমি কেবল সমাজের প্রচলিত বা বাস্তব ঘটনার প্রেক্ষিতে তালাক্বের কারণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এর উদ্দেশ্য হলো, যাতে আমাদের সমাজের মানুষ ঐ ধরণের আচরণ বর্জন করে, তালাক্ব সমস্যায় পতিত না হয় এবং তাদের দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবন সুখী হয়।

যে কারণে তালাক্ব বৈধ

১.খরচ বহণ না করলে তালাক্বঃ

স্বামী স্ত্রীর খরচ বহন না করলে স্ত্রী কাযীর নিকট গিয়ে স্বামী হতে বিছিন্ন হওয়ার অধিকার রাখে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী এবং আহমাদ এ কথা বলেছেন। দলীলঃ আল্লাহর বাণী; (فإمساك بمعروف أو تسريح

www.QuranerAlo.com

بإحسان) সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে সংসার করবে অথবা সুন্দরভাবে বিদাই করে দিবে।

২. ক্ষতির কারণে তালাক্বঃ

মহিলা যদি স্বামীর কোন মারাত্মক ত্রুটি লক্ষ করে তাহলে স্ত্রী স্বামীর কাছে তালাক্ব চাবে। ফক্বীহগণ ত্রুটিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন,

ক) যৌন ত্রুটি, যেমন কাপরুষতা, যৌন মিলনে অক্ষম।

খ) শারীরিক অসুস্থ্যতা, যেমন মরণ রোগ।

৩. দুর্ব্যবহারঃ স্বামীর দুর্ব্যবাহারের কারণে দাম্পত্য জীবন বিপন্ন হলে স্ত্রী কাযীর কাছে অভিযোগ দায়ের করে তালাক্ব কামনা করতে পারে। এটি মালেকীদের মত। হানাফীদের নিকট এই অবস্থায় মহিলা কাযীর নিকট বিচার কামনা করবে,কাযী স্বামীর ব্যবহার সুন্দর করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ অবস্থায় মহিলার তালাক্ব কামনা ঠিক নয়।

৪.ফিতনার আশকাংয় তালাক্বঃ

বিনা কারণে স্বামীর দীর্ঘকাল গায়েব থাকা অবস্থায় ফিতনার,(চরিত্র হীনতার) আশংকা থাকলে স্ত্রী তালাক্ব নিতে পারে কি না ? এ ব্যাপারে মালেকীগণ বলেন,তালাক্বের উদ্দেশ্যে মহিলা কাযীর কাছে মামলা করতে পারে। তবে হানাফী ,শাফেয়ীগণ বলেন,স্বামীর অনুপস্থিত থাকা তালাক্ব গ্রহণের নির্ভর যোগ্য কারণ নয়। এ ক্ষেত্রে ওলামগণ কতিপয় শর্ত আরোপ করেছেন;

ক) অকারণে স্বামী গায়েব থাকলে।

খ) স্বামীর অনুপস্থিতে স্ত্রীর ক্ষতি হলে।

গ) যে দেশে স্ত্রী অবস্থান করছে সে দেশ ছাড়া স্বামী অন্য দেশে থাকলে।

www.QuranerAlo.com

ঘ) এক বছর অতিক্রমে স্ত্রীর ক্ষতি হলে। কিন্তু কোন কারণ বসতঃ স্বামী গায়েব থাকলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন, বিদেশে পড়তে যাওয়া,ব্যবসা করা,চাকরি করতে যাওয়া ইত্যাদির কারণে স্ত্রী তালাক্ব তলব করতে পারে না।

৫. জেল বন্দীর জন্য তালাক্বঃ

স্বামীর কারগারে বন্দী অবস্থায় স্ত্রীর ক্ষতি হলে ইমাম মালেক ও আহমাদের মতে তালাক্ব গ্রহণ করতে পারে। শায়েখ ইব্রহীম বলেন,আমি বলি স্বামী যদি দীর্ঘমিয়াদী কারা দন্ডে দন্ডিত হয় আর স্ত্রীর পক্ষে তা সহ্য করা দুষ্কর হয় তাহলে মহিলা বিষয়টি নিস্পত্তি করার উদ্দেশ্যে কাযীর নিকট পেশ করতে পারে। (ফিক্বহুল মারআতিল মুসলিমাহ,৩১৯-৩২০)

তালাক্বের আভিধানিক অর্থ

وَهُوَ لُغَةً حَلُّ الْوَثَاقِ،مُشْتَقٌ مِنَ الإِطْلاَقِ، هوَ الإِرْسَالُ وَالتَّرْكُ، وَفُلاَن طَلَّقَ الْيَدَيْنِ بِالْخَيْرِ أَيْ كَثِيْرُ الْبَذْلِ.(سبل السلام160/1 ، نيل الأوطار3/7)

অর্থঃ তালাক্বের শাব্দিক অর্থ বন্ধন খুলা,এটি নির্গত হয়েছে আল-ইতলাক্ব শব্দ হতে,যার অর্থ বর্জন করা ও ছাড়া। যেমন,বলা হয়; ফুলানুন তাললাক্বাল ইয়াদায়নে বিল খাইরে,আই কাসীরুল বাযলে। অর্থাৎ,অমুক ব্যক্তি কল্যাণের কাজে হস্তদ্বয়কে উন্মুক্ত করে দিয়েছে অর্থাৎ সে চরম দানী। (সুবুলুসসালাম,১/১৬০পৃঃ নাইলুল আওতার ৭/৩ পৃঃ

www.QuranerAlo.com

তালাক্বের শারয়ী অর্থ

وَفِيْ الشَّرْعِ حَلُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ .(سبل السلام160/1 ، نيل الأوطار3/7)

অর্থ, শরীয়তের পরিভাষায় বিবাহ বন্ধন খুলে দেয়া বা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাকে "তালাক্ব" বা "খোলা" বলা হয়।

তালাক্বের রুকন

১.স্বামী হতে হবে, পর পুরুষ যার বিবাহ বন্ধন নেই তার তালাক্ব দেয়ার অধিকার নেই, কারণ তালাক্বের অর্থ বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা। সুতরাং যার বিবাহ বন্ধন নেই তার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা প্রশ্নই থাকে না।

২.স্ত্রী হতে হবে, স্ত্রী না হয়ে পর মহিলার উপর তালাক্ব হয় না, যেমন দাসী, তার মালিক যদি তাকে তালাক্ব দেয় তবুও তালাক্ব পতিত হবে না কারণ সে তার বিবাহ বন্ধনের স্ত্রী নয়।

৩.তালাক্বের শব্দ, অর্থাৎ এমন শব্দ বলতে হবে অথবা ইঙ্গিত করতে হবে যা দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়।

৪.নিয়ত, অর্থাৎ তালাক্ব দেয়ার নিয়ত থাকতে হবে। যেমন কেউ তার স্ত্রীকে "ياطاهرة -" হে "তাহেরাহ" বলে ডাকতে গিয়ে "ياطالقة" "ইয়াতালাক্বা" অর্থাৎ হে "তালাক্ব প্রাপ্তা" মুখ দিয়ে"বেরিয়ে যায় তাহলে তালাক্ব বলে গণ্য হবে না। (আল-ফিক্বহু আলাল মাযাহেবিল আরবাআ, আব্দুর রাহমান মুহাম্মাদ এওয়ায আল-জাযীরী ৯৬৫-৯৬৬পৃঃ)

www.QuranerAlo.com

তালাক্বের শর্ত

তালাক্বের কতিপয় শর্ত রয়েছে, তন্মমধ্যে কিছু স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত আবার কিছু স্ত্রীর সাথে।

স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত শর্ত সমূহঃ

(১) স্বামীর যেন সুস্থ মস্তিস্ক্য থাকে। কারণ পাগলের তালাক্ব শুদ্ধ নয়। যদিও পাগলামী স্থায়ী নয়, কখনো আসে কখনো যায়। যদি সে পাগলামীর সময়ে তালাক্ব দেয় তাহলে তা তালাক্ব বলে গণ্য করা হবে না। পাগল বলতে যার অসুখের কারণে জ্ঞান শূণ্য হয়েছে, যেমন জ্বর মাথার ব্যথ্যা, অথবা মাথার অসুখের কারণে অজ্ঞান হয়ে যাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি কোন নিশা জাতীয় দ্রব্য খেয়ে অজ্ঞান হলো এর দুটি অবস্থা; একঃ যদি সে খাওয়ার পূর্বে জানতো এগুলো খেলে জ্ঞান চলে যাবে, এরপরও সে তা খেল ও অজ্ঞান হলো এবং এ অবস্থায় বিবিকে তালাক্ব দিল তাহলে তার তালাক্ব গণ্য হবে। আর যদি তা না জানতো তাহলে তালাক্ব গণ্য হবে না। এ কথায় সবাই এক মত নয়,ইমাম শওকানী এর প্রতিবাদ করেছেন।

(২) স্বামী যেন বালেগ হয়, অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, কারণ যে নাবালক তার তালাক্ব শুদ্ধ নয়।

(৩) স্বামী যেন নিজ ইচ্ছায় তালাক্ব দেয়, কারোর চাপে বাধ্য হয়ে তালাক্ব না দেয়। চাপের মুখে তালাক্ব দেয়া সহীহ নয়। যদিও এ মাসআলায় ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। (আল-ফিক্বহু আলাল মাযাহেবিল আরবাআ, আব্দুর রাহমান মুহাম্মাদ এওয়ায আল-জাযীরী পৃঃ০৬৬-৯৬৭)

www.QuranerAlo.com

স্ত্রীর সাথে সম্পৃক্ত শর্ত সমূহ

(১)-স্ত্রী যেন স্বামীর অধীনে বা দায়িত্বে থাকে। কেননা কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে তালাক্বে বা-য়েনা সুগরা (ছোট পার্থক্যকারী) তালাক্ব দিয়ে থাকে এবং সে ইদ্দতের মধ্যে থাকে তাহলে এ সময়ে তালাক্ব দিলে তা তালাক্ব বলে গন্য হবে না, কারণ স্ত্রী এসময় স্বামীর স্বামীত্বে থাকে না।
(২) মহিলা যেন দাসী না হয় কারণ মালিক দাসীকে তালাক্ব দিলেও তা তালাক্ব বলে গন্য হয় না।
(৩) স্ত্রী যেন সঠিক বিবাহ পদ্ধতির মাধ্যমে হয়। সঠিক ভাবে না হলে তালাক্ব হবে না, যেমন কেউ যদি স্ত্রীর বোনকে তার উপস্থিতিতে বিবাহ করে অথবা অইসলামিক পদ্ধতিতে বিবাহ করে থাকে তাহলে তালাক্ব শুদ্ধ হবে না কারণ সে তার স্ত্রীই নয়। (আল-ফিকুহু আলাল মাযাহেবিল আরবাআ, আব্দুর রাহমান মুহাম্মাদ এওয়ায আল-জাযীরী ৯৬৫-৯৬৬পৃঃ)
শায়েখ ইব্রাহীম আল-জামাল তাঁর প্রন্থ "আল-মারআতুল মুসলিমাহ" য় তালাক্বের শর্তে বলেন,তালাক্ব প্রদানকারী স্বামী যেন বালেগ,আকেল (জ্ঞান সম্পন্ন) হয় এবং সেচ্ছায় তালাক্ব দেয়। যদি পাগল, শিশু হয় অথবা বাধ্য হয়ে বা চাপের মুখে তালাক্ব দেয় তাহলে সেটি বাতিল। তিনি বলেন, এ বিষয়ে আলেমগণের যে মতামত রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত রূপঃ
১.তালাকুল মুকরাহঃ
অর্থাৎ যাকে তালাক্ব দিতে বাধ্য করা হয়েছে এমন ব্যক্তির তালাক্ব শুদ্ধ নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

www.QuranerAlo.com

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. (النحل : 106)

অর্থ, যার উপর যবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করে এবং কুফরীর জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয়,তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। (নাহল:১০৬) অন্তরে ঈমান রেখে চাপের মুখে কুফরী করলেও যদি তা বাতিল হয় তাহলে অন্য বিষয় কেমন করে শুদ্ধ হতে পারে? এ ছাড়া রাসুল ﷺ হাদীস রয়েছে; (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) অর্থাৎ, ভুলে, অজানতে এবং চাপের মুখে কৃত কর্ম আমার উম্মতের জন্য ক্ষমা করা হয়েছে। (ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, তাবারানী, হাকেম, দারাকুতনী ইমাম নওয়াবী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।) চাপের মুখে তালাক্ব না হওয়ার জন্য হাদীসের এই টরো যথেষ্ট। ইমাম আবুহানীফা ও তাঁর সর্মথকগণের মতে তালাক্ব শুদ্ধ। কিন্তু তাদের এই মত শুদ্ধ নয়। মোট কথা তালাক্ব হবে না।

২. তালাক্বুস সাকরানঃ (মাতালের তালাক্ব)

জমহুর ওলামার মতে মাতালের তালাক্ব পতিত হয়ে যাবে। কেন না মাতাল হওয়ার কারণ সেই। তবে উসমান ﷺ থেকে প্রমাণিত,তাঁর মতে তালাক্ব শুদ্ধ হবে না। ইমাম শওকানী জমহুরের কথার প্রতিবাদে বলেন,নিশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণে মাতাল হলে তা তালাক্বের কারণ হিসেবে গণ্য হবে না কারণ মাতালের জন্য শরীয়ত নিদিষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছে।,,, মদ হারাম হওয়ার পূর্বে হামযা ﷺ নিশা করেন, যখন রাসূল ﷺ এবং আলী ﷺ, তাঁর কাছে আসেন তখন তিনি তাঁদেরকে বলেন,আপনারা আমার পিতার দাস ব্যতীত আর কিছু নন।

www.QuranerAlo.com

(বুখারী) মাতালামী অবস্থার কথা গণ্য হলে এ কথাটি কুফরী অবশ্যই হত। ,,, মোট কথা এ অবস্থায় তালাক্ব শুদ্ধ হবে না।

৩. তালাক্বুল গাযবানঃ (রাগান্বিত ব্যক্তির তালাক্ব) ক্রোধের মাত্রা অনুসারে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। ক্রোধের মাত্রা যতি হালকা হয় তার বিবেক ঠিক থাকে, জ্ঞান শূন্য না হয়,যা বলে তা উপলব্ধি করতে পারে তাহলে তালাক্ব হয়ে যাবে, যদি ক্রোধের মাত্রা তীব্র হয়, জ্ঞান শূন্য হয়, যা বলে তা বুঝে না তাহলে তালাক্ব হবে না।

৪.তালাক্বুল হাযেল ঃ (বিদ্রুপকারীর তালাক্ব)

আবুহুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন,রাসূল ﷺ বলেছেন,তিনটি বিষয় যার সত্যটি সত্য এবং ঠাট্টাটিও সত্য ; নিকাহা,তালাক্ব এবং রাজাআহ। (তিরমিযী,ইবনে মাজাহ,আবুদাউদ,আহমাদ,হাসান) উক্ত বর্ণনা দ্বারা যদিও তালাক্ব হয়ে যাওয়ার কথা জানা যাচ্ছে তবুও তালাক্ব হবে না। কারণ তাতে নিয়ত ও দৃঢ়সংকল্প নেই। আল্লাহ বলেন, (وإن عزموا الطلاق) অর্থাৎ তারা যদি তালাক্বের দৃঢ় নিয়ত করে (তাহলে তালাক্ব হয়ে যাবে)

৫.তালাক্বুল গাফেল,ওয়াল মাদহুশ,ঃ (অসতর্ক ও অচেতন ব্যক্তির তালাক্ব) মাথায় ধাক্কা ও রোগের কারণে মসস্তিক বিকলিত ব্যক্তি কি বলছে তা বুঝতে না পারলে তার তালাক্ব শুদ্ধ হবে না। (ফিক্বহুল মারআতিল মুসলিমাহ,)

www.QuranerAlo.com

বৈধ-অবৈধতার প্রেক্ষাপটে তালাক্বের প্রকারভেদ

১."মাকরুহ" ঘৃণিত তালাক্ব; স্বামী-স্ত্রীর অবস্থা সুন্দর কোন রকম অসুবিধা ছাড়াই অকারণে তালাক্ব দেয়া।

২."মুবাহ" বৈধ তালাক; প্রয়োজন বোধে তালাক্ব, যেমন মহিলার চরিত্র ও ব্যবহার খারাপ, যার সঙ্গে সংসার করলে তার ক্ষতি হতে পারে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

لاضرر ولاضرار অর্থাৎ ,নিজ ক্ষতি গ্রস্ত হবে না এবং অপরকে ক্ষতি গ্রস্ত করবে না।

৩."মুস্তাহাব" উত্তম তালাক;যে তালাক্ব প্রদানে মহিলার কষ্ট দূর করা হয়।

৪."ওয়াজিব"বাধ্যতামূলক তালাক্ব, অর্থাৎ মহিলা যখন আল্লাহর অধিকারে অবহেলা করবে যেমন নামায, অথবা মহিলা অসতী হবে তখন তালাক্ব দেয়া জরুরী বা ওয়াজিব।

৫."হারাম"অবৈধ তালাক্ব,স্বামীর তার স্ত্রীকে হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় অথবা ঐ পবিত্র অবস্থায় তালাক দেয়া যাতে সে সহবাস করেছে অথবা এক শব্দে তিন তালাক্ব দেয়াকে হারাম তালাক্ব বলে। (আল-মুগনী লেইনে কুদামাহ ১০ খন্ড ৩২৩-৩২৪পৃঃ ,তাওযীহুল আহকাম ৫/খন্ড ৫-৬পৃঃ)

www.QuranerAlo.com

তালাক্বে মুনজিয

তালাক্ব দেয়ার সময় এমন বাক্য ব্যবহার করা যাতে কোন রকম শর্ত বা নির্ধারিত সময়ের উল্লেখ থাকবে না, তাকে তালাক্বে মুনজিয বলা হয়। যেমন, কেউ নিজ স্ত্রীকে বলল,"তাললাক্বতোকে" অথবা বলল, "আনতি তালেক্ব" এ গুলো এমন বাক্য যাতে কোন রকম শর্ত আরোপ বা সময় নির্ধারিত করা হয়নি,সেই জন্য ঐ বাক্য ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শর্ত পূরণ হলে তালাক্ব পতিত হয়ে যাবে। (ফিক্বহুল মারআতিল মুসলিমাহ ৩০১)

তালাক্বে মুআল্লাক্ব

তালাক্ব পতিত হওয়ার জন্য কোন কিছুর শর্ত আরোপ করা, যেমন,কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে,তুমি যদি অমুক স্থানে যাও তাহলে তুমি তালাক্ব। মহিলা যদি সেখানে যায় তাহলে তালাক্ব পতিত হবে নচেৎ হবে না। এ বিষয়ে ফক্বিহগণের মতভেদ রয়েছে.হানাফী-শাফেয়ীদের নিকট তালাক্ব পতিত হয়ে যাবে। কিন্তু অন্য ফক্বীহগণের নিকট তালাক্ব হবে না,কারণ এ ধরণের বাক্য ব্যবহারে স্বামীর তালাকের নিয়ত থাকে না, উদ্দেশ্য থাকে ঐ নিদিষ্ট স্থানে না যাওয়ার। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন,মুআল্লাক্ব তালাক্ব ঘটে গেলে স্বামীকে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে কেননা মুআল্লাক্ব তালাক্বের উদ্দেশ্য

www.QuranerAlo.com

হলো হলফ। শায়েখ ইব্রাহীম বলেন,স্বামী যদি তালাক্বে মুআল্লাক্বে তালাক্বের নিয়ত করে থাকে তাহলে তালাক্ব হয়ে যাবে। (ঐ)

তালাক্বে মুযাফ

যে বাক্যে তালাককে কোন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হয় তাকে তালাক্বে মুযাফ বলা হয়। যেমন,কেউ যদি বলে (أنت طالق غدا أو أول الشهر) অর্থাৎ তোমাকে আগামী কাল তালাক্ব অথবা আগামী মাসের প্রথম তারিখে তালাক্ব, তাহলে ঐ সময় আসলে তালাক্ব পতিত হয়ে যাবে। তবে এর মধ্যে ইমামগণের মতভেদ আছে। (ঐ)

তালাক্বের অন্য প্রকার

(১) তালাক্বে বিদয়ী অর্থাৎ সুন্নাত পরিপন্থী তালাক্ব। হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় তালাক্ব দেয়া অথবা ঐ পবিত্রাবস্থায় তালাক্ব দেয়া যাতে সহবাস করা হয়েছে অথবা এক সঙ্গে তিন তালাক্ব দেয়াকে বিদয়ী তালাক্ব বলে। এ ধরনের তালাক্ব সুন্নাতের পরিপন্থী আর যে কর্ম সুন্নাতের বিপরীত সেটি বিদআত। এই জন্য এটিকে বিদয়ী তালাক্ব বলা হয়। (কিতাবুল ফিক্বহ,৯৭৪-৯৭৫পৃঃ)

عَنْ عَبْدِ بن عمر اللَّهِ قَال طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ (ابن ماجة ج 6 / ص178،صحيح ابن ماجة للألباني النسائي 11،68،البيهقي 7،323)

www.QuranerAlo.com

অর্থ ঃ আব্দুল্লাহ বিন উমার কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, সুন্নাতী তালাক্ব হচ্ছে সহবাস ছাড়া পবিত্রাবস্থায় স্ত্রীকে তালাক্ব দেয়া। (ইবনে মাজাহ,৬/১৭৮, সহীহ ইবনে মাজাহ ,আল-বানী ১ খন্ড, নাসায়ী,৬৮,বাইহাকী,৭৩২৩)

তালাক্ব বিদয়ী নিষিদ্ধ বা হারাম।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.(صحيح البخاري/ 16/ 292،مسلم7،408،أبوداود،6،93،الترمذي،4،411)

অর্থঃ আব্দুল্লাহ বিন উমার, রাসূল ﷺ এর যুগে নিজ স্ত্রীকে হায়েযের অবস্থায় তালাক্ব দেন,অতঃপর উমার বিন খাত্তাব রাসূল ﷺ কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, প্রত্যুত্তরে রাসূল ﷺ বলেন, আব্দুল্লাহকে তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে আদেশ করুন,অতঃপর সে যেন তাকে নিজের কাছে রাখে এ পযর্ন্ত যে সে যেন পবিত্র হয়ে যায়। অতঃপর হায়েয হয়,অতঃপর পবিত্র হয়। এরপর সে যদি চায় তাহলে তাকে স্থায়ীভাবে রাখতে পারে অথবা স্পর্শ করার পূর্বে তালাক্ব দিতে পারে। এটি হচ্ছে মেয়েদের তালাক্ব দেয়ার ইদ্দত আল্লাহ যা আদেশ দিয়েছেন। (বুখারী১৬/২৯২,মুসলিম,৭/৪০৮,আবু দাউদ,৬/৯৩,তিরমিযী,৪/৪১১)

عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ اَلطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ وَجْهَانِ حَلاَلٌ وَجْهَانِ حَرَامٌ فَأَمَّا اَللَّذَانِ هُمَا حَلاَلٌ: أَنْ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ طَاهِراً مِنْ غَيْرِ

www.QuranerAlo.com

جِمَاعٍ أَوْ يُطَلِّقُهَا حَامِلاً مُسْتَبِيْنًا حَمْلَهَا، وأَمَّا اَللَّذَانِ هُمَا حَرَامٌ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا أَوْ يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الْجِمَاعِ لاَيَدْرِى اِشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لاَ، (الدارقطني 5/4و نيل الأوطار ص 1325

অর্থঃ ইকরামাহ বলেন ইবনে আব্বাস বলেছেন,তালাক্ব হচ্ছে চার প্রকারের, তার মধ্যে দু'প্রকার বৈধ, যেমন;

১.সহবাস ছাড়া পবিত্রাবস্থায় তালাক্ব।

২.গর্ভবর্তী মহিলার তালাক্ব যার গর্ভ স্পষ্ট। আর দু'প্রকার হারাম। যেমন,

১.হায়েযের অবস্থায় তালাক্ব।

২. পবিত্রাবস্থায় সহবাসের পর তালাক্ব,অথচ (রাহেম সন্তান) ধারণ করেছে কি না জানা যায়নি। (দারাকুতনী,৪/৫, নাইনুল আওতার ১৩২৫ পৃঃ)

মাসআলা

মাসিক চলাকালীন তালাক্ব প্রদান বিদয়ী বা শরীয়ত বিরোধী ঠিক। কিন্তু কেউ যদি ঐ অবস্থায় তালাক্ব দিয়েই ফেলে তাহলে সেটি তালাক্ব বলে গণ্য হবে কি না? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে;

জমহুর ওলামা ও চার ইমাম বলেছেন তালাক্ব বলে গন্য করা হবে। দলীল';

عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا قُلْتُ تُحْتَسَبُ قَالَ فَمَهْ.(البخاري،16،294)

www.QuranerAlo.com

অর্থঃ আনাস বিন সীরীন কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন,আমি ইবনে উমারকে বলতে শুনেছি,ইবনে উমার নিজ স্ত্রীকে হায়েযের অবস্থায় তালাক্ব দিয়েছিলেন,অতঃপর উমার ﷺ বিষয়টি রাসূল ﷺ কে অবহিত করেন। তিনি বলেন, সে যেন স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করে নেয়। আমি (বর্ণনাকারী) বললাম,এ তালাক্বটি গণ্য করা হবে? তিনি বললেন,যদি তা না হয় তাহলে আর কি হবে? (বুখারী,১৬/২৯৪)

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়্যাহ ও তাঁর ছাত্র ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন,তালাক্ব হবে না সেটি বাতিল। দলীল;

عن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وأبو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا

(ابوداود،98/6،البيهقي،327/7).

অর্থঃ উরওয়ার দাস আব্দুর রহমান ইবনে আইমান কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু যুবায়ের আমাকে জানান যে,তিনি ইবনে উমারকে জিজ্ঞাসা করেন, যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে হায়েযের অবস্থায় তালাক্ব দিল এটি আপনি কি মনে করেন? ইবনে উমার বলেন, ইবনে ওমার নিজেই তো রাসূলের যুগে নিজ স্ত্রীকে হায়েযের অবস্থায় তালাক্ব দিয়ে ছিলেন। অতঃপর উমার এ বিষয়টি রাসূল ﷺ কে অবহিত করেন যে আব্দুল্লাহ নিজে স্ত্রীকে হায়েযের অবস্থায় তালাক্ব দিয়েছে। আব্দুল্লাহ বলেন,রাসূল ﷺ স্ত্রীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেন এবং কিছু গণ্য করেননি। (আবুদাউদ) এ বর্ণনাটি অন্যান্য বর্ণনার বিপরীত হওয়ায় জমহুর ওলামা এটিকে মুনকার বলেছেন। জমহুর ওলামার আর একটি যুক্তি

www.QuranerAlo.com

হচ্ছে যে "فليراجعها" (তাকে পুনঃগ্রহণ করে নাও) এটির দ্বারা (رجعي) "পুনঃগ্রহণ তালাক্ব" গণ্য হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ।

ইমাম ইবনে কাইয়েম তাদের যুক্তির উত্তর দিয়েছেন, (فليراجعها) বলতে এখানে (رجعي) তালাক্ব উদ্দেশ্য নয়। বরং তার অর্থ প্রথম অবস্থার ন্যায় জীবন-জাপনের দিকে ফিরে যাওয়া। কারণ বৈধ সময়ে তালাক্ব না দেয়ার জন্য সেটি শরীয়তের দৃষ্টিতে এমনই বাতিল।

قَالُوا : وَهَذَا مُقْتَضَى قَوَاعِد الشَّرِيعَة . فَإِنَّ الطَّلَاق لَمَّا كَانَ مُنْقَسِمًا إِلَى حَلَال وَحَرَام ، كَانَ قِيَاس قَوَاعِد الشَّرْع أَنَّ حَرَامه بَاطِل غَيْر مُعْتَدّ بِهِ ، كَالنِّكَاحِ وَسَائِر الْعُقُود الَّتِي تَنْقَسِم إِلَى حَلَال وَحَرَام .(عون المعبود - ج 5 / ص70)

তারা আরো বলেন, এটি অর্থাৎ তালাক্ব না হওয়া শরীয়তী নীতির চাহিদা। তালাক্ব যেহেতু হালাল-হারাম দু'ভাগে বিভক্ত, সেহেতু শরীয়তী নীতির যুক্তি মুতাবেক হারাম তালাক্ব বাতিল তা গণ্যের মধ্যে নয়। যেমন বিবাহের আক্বদ সহ অন্যান্য সমস্ত আক্বদ যা হালাল-হারাম দু'ভাগে বিভক্ত। (আওনুল মা'বুদ, ৫,৭০)আওনুল মা'বুদে এবিষয়ে ইবনে কাইয়েমের বিস্তারিত আলোচনা দেখুন।

ইমাম ইবনে হাযম তাঁর গ্রন্থ আল-মুহাললায় সহীহ সূত্রে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِيْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لاَ يُعْتَدُّ ذَلِكَ.

অর্থঃ ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত, যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে হায়েযের অবস্থায় তালাক্ব দিয়েছে তার সম্পর্কে তিনি বলেন, সেটি গন্য হবে না। ইমাম শওকানী এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন, তালাক্ব না হওয়ার বর্ণনাগুলি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। (নাইনুল আওতার ১৩২৭-১৩২৮ দারে ইবনে হাযম ১২১ বেইরুত) কিন্তু তাওযীহুল আহকামে

www.QuranerAlo.com

শায়েশ আব্দুল্লাহ বিন আব্দির রহমান আল-বাসসামী জমহুরের মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং শায়েখ আল-বাণীও ঐকথা বলেছেন। (তাওযীহুল আহকাম,১১-১২)

আমি ইমাম ইবনে কাইয়েম ও ইমাম শওকানীর মতকে সমর্থন করি। কারণ পবিত্রাবস্থায় তালাক্ব দেয়া, তালাক্বের কয়েকটি শর্তের মধ্যে একটি। আর শর্ত না পাওয়া গেলে মাশরুত অথাৎ যার জন্য শর্ত করা হয়েছে তা পাওয়া যায় না। যেমন নামাযের শর্ত হচ্ছে অযু, তা না থাকলে যেমন নামায বৈধ হয় না তেমনি পবিত্রতা তালাক্বের শর্ত, তা না থাকলে অর্থাৎ হায়েযের অবস্থায় তালাক্ব দিলে তালাক্ব না হওয়ার কথা।

সুন্নী তালাক্ব

শারয়ী বা সুন্নাত ভিত্তিক তালাক্ব, অর্থাৎ শরীয়ত ও সুন্নাত সম্মত তালাক্ব। ইমাম ইবনে কাইয়েম সুন্নী তালাক্বের সংজ্ঞা এ ভাবে দিয়েছেন;

فَإِنَّ الطَّلاَقَ اَلَّذِيْ شَرَعَهُ اللهُ سُبحَانَهُ : أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً. ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتهُ، إِنْ بَدَالَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فِيْ الْعِدَّةِ أَمْسَكَهَا، وإِنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّ اِنْقَضَتْ عِدَّتهُ، أَمْكَنَهُ أَنْ يَسْتَقْبَلَ اَلْعَقْدَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ زَوَاجٍ أَخَرَ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُ فِيْهَا غَرَضٌ لَمْ يَضُرُّهُ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ. (إغاثة اللهفان ج/1 ص 406. الدر المنثور 350/6 ، للسيوطي، والبيقهي.)

অর্থঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা যে তালাক্ব আমাদেরকে বিধান হিসেবে দিয়েছেন তা হলো; পবিত্রাবস্থায় এক তালাক্ব দেয়া। অতঃপর

www.QuranerAlo.com

তার ইদ্দত পর্যন্ত বিলম্ব করা। তার (স্বামীর) ফিরিয়ে নিতে মন হলে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিবে। আর যদি সে ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে না নেয় এবং ইদ্দত পূরণ হয়ে যায় তাহলে অন্য স্বামী ছাড়াও নিজের সঙ্গে বিবাহ নবায়ণ করে রেখে নিতে পারে। আর যদি স্বামী তাকে না চায় তাহলে অন্য লোকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তার কোন দোষ নেই। (ইগাসাতুল লাহফান ১/৪০৬পৃঃ, আদদুররুল মানসূর ৬/৩৫০লিসসূয়ূতী, আল-বাইহাক্বী)

ইমাম ইবনে কাইয়েমের সুন্নী তালাক্বের সংজ্ঞায় যা বুঝতে পারলাম তা হলো;

১.সহবাস ছাড়া পবিত্রাবস্থায় তালাক্ব প্রদান করা।

২. মাসিক চলাকালীন তালাক্ব দেয়া নিষিদ্ধ।

৩. এক মজলিসে কেবল এক তালাক্ব প্রদান করা।

৪. এক মজলিসে একাধিক তালাক্ব না দেয়া।

৫.ইদ্দত পূরণ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া বৈধ।

৬. ইদ্দত পূরণ হওয়ার পর বিবাহ নবায়ণের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া বৈধ।

৭.প্রথম স্বামী না চাইলে অন্য লোকের সাথে ঐ মহিলার বিবাহ বৈধ।

قَالَ الإِمَامُ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ : طلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيَشْهَدُ شَاهِدَيْنِ. (تحفة الأحوذي 285/4)

অর্থঃ ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে বলেছেন, সুন্নতী তালাক্ব হচ্ছে যে,পবিত্রাবস্থায় সহবাস ব্যতীত স্ত্রীকে কেবল এক তালাক্ব দেয়া এবং দু'জনকে সাক্ষী রাখা। (তুহফাতুল আহওয়াযী,৪/২৮৫)

قَالَ اِبْنُ مَاجَةَ : وطَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّىَ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. (المغني ج/325/10)

www.QuranerAlo.com

অর্থঃ ইবনে মাজাহ বলেন, সুন্নতী তালাক্ব হচ্ছে,পবিত্রাবস্থায় সহবাস ব্যবীত স্ত্রীকে কেবল এক তালাক্ব দেয়া এবং তার ইদ্দত পূরণ হওয়া পর্যন্ত তাকে বর্জন করা। তিনি আরো বলেন,

(حتى تنقضى عدته) (তার ইদ্দত পূরণ হওয়া পর্যন্ত) এর অর্থ হলো ঐ ইদ্দত কালে যেন একটি তালাক্ব ছাড়া অন্য তালাক্ব সংযোগ না করে। (আল-মুগণী ১০/৩২৫ পৃঃ) উল্লেখিত বিবরণের ভিত্তিতে সুন্নত বা শরীয়াত সম্মত তালাক্বের সংজ্ঞা এরূপঃ পবিত্রাবস্থায় সহবাস ব্যতীত কেবল একটি তালাক্ব প্রদান করে ইদ্দত কাল পূরণ হওয়া পর্যন্ত বর্জন করা এবং ইদ্দত কালে অন্য তালাক্ব সংযোজন না করা।

ইদ্দত পরিচিতি

ইদ্দত আরবী শব্দ, যার মূল ধাতু হচ্ছে, (عدد) এটি আরবী ব্যকরণ অনুযায়ী (عَدَّ) হয়েছে। যার অর্থ গণনা। যেমন বলা হয় (عَدَّ الدِّرْهَمَ ` عَدّاً، অর্থাৎ সে পয়সা গণনা করল। অনুরূপ বলা হয়;

(دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ فِيْ عِدَّتِهَا بَعْدَ طَلاَقِهَا أَوْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا) অর্থাৎ,মহিলা তালাক্ব প্রাপ্তা হওয়ার পর অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দতে প্রবেশ করল। (মু'জামুল অসীত ৫৮৭পৃঃ)

এর শরয়ী অর্থ হচ্ছে, মহিলা তালাক্ব প্রাপ্তা হওয়ার পর অথবা স্বামীর মৃত্যুর পর যে নিদিষ্ট সময় বা কাল গণনা করে অতিবাহিত করে তাকে ইদ্দত বলে। সকল মহিলার ইদ্দত এক নয় বরং তাদের অবস্থার প্রেক্ষিতে ইদ্দত ভিন্ন ভিন্ন হয়।

www.QuranerAlo.com

ইদ্দতের বিবরণ

* গর্ভবর্তী মহিলার ইদ্দত হচ্ছে, সন্তান প্রসব পর্যন্ত অর্থাৎ গর্ভবর্তী মহিলা যদি তালাক্ব প্রাপ্তা হয় অথবা তার স্বামী মরে যায় তাহলে তার পালন কাল হচ্ছে বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ বলেন,﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ অর্থাৎ, গর্ভবর্তী মহিলাগণের ইদ্দত হচ্ছে তাদের প্রসব করা পর্যন্ত। (তালাক্ব ৪)

* হায়েয বিহীন মহিলা,এটি দুটি কারণে হতে পারে; ১.বার্ধক্য জনিত কারণে হায়েয বন্ধ হয়ে গিয়েছে।২.নাবালিকা,এখনও হায়েযের বয়স হয়নি। কারণ যাই হোক ঐ ধরণের মহিলাদের ইদ্দত হচ্ছে, তিন মাস। আল্লাহ বলেন,

﴿اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق/4]

অর্থ,তোমাদের মহিলাদের মধ্যে যারা হায়েয থেকে নৈরাশ হয়েছে,তাদের ব্যাপারে তোমরা যদি সন্দেহ কর তাহলে (তোমরা জেনে রেখ) তাদের ইদ্দত কাল তিন মাস এবং যাদের এখনো হায়েয আরম্ভ হয়নি তাদের,আর গর্ভবতী মহিলাদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। (তালাক্ব ৪)

*- যে মহিলার স্বামী মারা গিয়েছে তার ইদ্দত, চার মাস দশ দিন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ البقرة:234)

www.QuranerAlo.com

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়,তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে (অর্থাৎ ইদ্দত পালন করবে।) বাকারাহ:২৩৪) ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন,ছোট-বড় সহবাসকৃতা,অসহবাকৃতা যেমনই মহিলা হোক সকলের ঐ একই হুকুম। কেবল গর্ভবর্তী মহিলা ঐ হুকুমের অর্ন্তভুক্ত নয়। কারণ কুরআনে তার হুকুম আলাদাভাবে বর্ণিত হয়েছে।

﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (الطلاق 4)

অর্থাৎ, গর্ভবর্তী মহিলাগণের ইদ্দত হচ্ছে তাদের প্রসব করা পর্যন্ত। (তালাক্ব ৪)

*হায়েয হয় এমন মহিলা তালাক্ব প্রাপ্ত হলে তার ইদ্দত কাল হলো;"তিন কুরু" আল্লাহ বলেন,

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.﴾ البقرة: 228

অর্থাৎ তালাক্ব প্রাপ্তা মহিলাগণ তিন করু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। "কুরু" এর অর্থে মতভেদ আছে;

১."কুরু" এর অর্থ, হায়েয। এটি প্রবীণ সাহবাগণের উক্তি যেমন,আবু বাকর,উমার, আলী, ইবনে মাসউদ,আবু মুসা,উবাদা বিন সামেত, আবু দারদা ইবনে আব্বাস, মুআয বিন জাবল ﷺ ,,,প্রমুখ। (যাআদুল মাআদ,৫/৫৩৩) এঁদের মতে "কুরু" এর অর্থ হায়েয,অর্থাৎ তৃতীয় হায়েয থেকে পবিত্র বা গোসল না করা পর্যন্ত ইদ্দত কাল পূরণ হবে না। মহিলা যে ইদ্দত পালন করবে কম পক্ষে সেটি হবে ৩৩ দিন ও কিছু সময়। ইমাম আবু হানীফার ও এই মত।

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِيْ حُبَيْشٍ أَنْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: دعِى الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ. (أبوداود، النسائي)

www.QuranerAlo.com

অর্থঃ ফাতেমাহ বিনতে আবী হুবাইয়েশ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ তাকে বলেন,কুরুর দিন গুলিতে নামায বর্জন করবে। (আবু দাউদ, নাসায়ী) ইবনে কাসীর বলেন, এই বর্ণনাটি যদি সহীহ হয় তাহলে কুরুর অর্থ হায়েয তা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আবু হাতেম বলেন এর পরম্পরায় মুনযের রয়েছে যে ব্যক্তি মুহাদ্দেসীনের নিকট অপরিচিত।

২."কুরু" এর অর্থ পবিত্রতা। এ মতটি মা আয়েশা, যায়েদ বিন সাবেত,আব্দুল্লা বিন উমার ﷺ ও ইমাম মালেক,ইমাম শাফেয়ী,আবান বিন উসমান, যুহরী ও ইমাম আহমাদের দুটি মতের মধ্যে একটি। (ইবনে কাসীর ১/৩৭৬-৩৭৭ পৃঃ, যাআদুল মাআদ ৫/৫৩৩) এই গুরুপের দলীলঃ فطلقوهن لعدتهن অর্থাৎ,তোমরা তাদের ইদ্দতে তালাক্ব দাও। আর তালাক্ব দেয়ার বৈধ সময় হচ্ছে পবিত্রাবস্থা।

وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِيْ الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَد بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا.

অর্থঃ ইমাম মালেক নাফে থেকে তিনি আব্দুল্লাহ বিন উমার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলতেন,যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক্ব দেয় অতঃপর সে তৃতীয় হায়েযে প্রবেশ করে তখন স্ত্রী স্বামী থেকে আর স্বামী স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যায়। সুতরাং "করু" এর অর্থ হচ্ছে তোহর বা পবিত্রতা। কারণ পবিত্রাবস্থায় তালাক্ব দেয়া হয়, তারপর হায়েয তারপর পবিত্রতা, তারপর হায়েয,তারপর পবিত্রতা,তারপর হায়েয, এভাবে তিন তোহর (পবিত্রাবস্থা) পূরণ হবে। (ঐ)

* খোলাঃ যে মহিলা মোহর ফিরত দিয়ে স্বামীর সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে খুলা বলে। এধরণের মহিলার ইদ্দত কাল হচ্ছে এক হায়েয। তবে এতে মতভেদ আছে, সে কথা পরে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

www.QuranerAlo.com

*-সহবাসহীন তালাক্ব প্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত নেই।

তালাক্ব সংখ্যা

স্ত্রীর সম্পর্ক খতম করার জন্য সর্বোচ্চ তালাক্ব সংখ্য হলো তিন। কিন্তু এক তালাক্ব দ্বারা সম্পর্ক ইতি করণে শরীয়তের নিদিষ্ট পদ্ধতি আছে। আর দ্বিতীয়, তৃতীয় তালাক্ব কখন দিতে হয় তার আলোচনা পরে আসবে। তালাকের সংখ্যা তিন হলেও তার নাম বা বৈশিষ্ট আলাদা হতে পারে। তালাক এই তিন অবস্থা থেকে খালি নয়। যেমন,

(ক) প্রথম, রাজয়ী (পুনঃ গ্রহণ) তালাক্ব।
দ্বিতীয়, রাজয়ী (পুনঃ গ্রহণ) তালাক্ব।
তৃতীয়, তালাক্ব বায়েনাহ কুবরা (বিহৎ পার্থক্যকারী অর্থাৎ সম্পর্ক খতমকারী) তালাক্ব।

(গ) প্রথম, তালাক্ব রাজয়ী (পুনঃ গ্রহণ তালাক) ।
দ্বিতীয়, তালাক্ব বায়েনাহ সুগরা (ছোট পার্থক্যকারী তালাক্ব)।
তৃতীয়, তালাক্ব বায়েনাহ কুবরা (বৃহৎ পার্থক্যকারী অর্থাৎ সম্পর্ক খতমকারী) তালাক্ব।

(ঘ) প্রথম, তালাক্ব বায়েনা সুগরা (ছোট পার্থক্যকারী) তালাক্ব ।
দ্বিতীয়, তালাক্ব বায়েনা সুগরা (ছোট পার্থক্যকারী) তালাক্ব।
তৃতীয়, তালাক বায়েনা কুবরা (বৃহৎ পার্থক্যকারী অর্থাৎ সম্পর্ক খতমকারী)তালাক।

এর বিস্তারিত বিবরণঃ

www.QuranerAlo.com

১.প্রথমঃ তালাক্বে রাজয়ী; রাজয়ী আরবী শব্দ এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। স্বামীর নিজ স্ত্রীকে পবিত্রাবস্থায় সহবাস ব্যতীত তালাক্ব দেয়া অতঃপর ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নেয়াকে তালাক্বে রাজয়ী বলে। যেমন, স্বামী পবিত্রাবস্থায় তালাক্ব দিলো,হায়েয হলো ফিরত নিলো না,পবিত্র হলো-হায়েয হলো ফিরত নিলো না। পবিত্র হলো- হায়েয হলো, হায়েয শেষ হওয়ার পূর্বে ফিরত নিলো। এতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হবে না। এটি প্রথম তালাক্বে রাজয়ী।

২.দ্বিতীয়. তালাক্বে রাজয়ীঃ প্রথম তালাকের পর স্বামী-স্ত্রী কিছু দিন অথবা কয়েক মাস অথবা কয়েক বছর সংসার করল,অতঃপর স্বামী তার স্ত্রীকে পবিত্রাবস্থায় সহবাস ব্যতীত দ্বিতীয় তালাক্ব দিল, স্ত্রীর হায়েয হলো ফিরত নিলো না। পবিত্র হলো-হায়েয হলো ফিরত নিলো না। পবিত্র হলো, হায়েয হলো, কিন্তু হায়েয শেষ হওয়ার পূর্বে ফিরত নিলো, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হবে না। দু'বার ফিরত নেয়ার সুযোগ ইসলামী বিধানে আছে। এটিকে কুরআনে বলা হয়েছে الطلاق مرتان (البقرة: 230) অর্থাৎ, (রাজয়ী) "তালাক্ব হচ্ছে দু'বার" এর বেশী রাজয়ী তালাক্বের সুযোগ নেই। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ; ইসলামের প্রথম দিকে তালাক্বের নিয়ম ছিল এ রকম; স্বামী তার স্ত্রীকে একশো বার তালাক্ব দিলেও ইদ্দতের মধ্যে স্বামীর ফিরত নেয়ার অধিকার থাকত। এ নিয়মে স্ত্রীদের ক্ষতি হওয়ায় আল্লাহ তালাক্বের সংখ্যা তিনের মধ্যে সীমিত করে দিয়েছেন। তার মধ্যে প্রথম-দ্বিতীয়বার স্বামীর ফিরত নেয়ার অধিকার থাকবে। তৃতীয় তালাক্বে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্পূর্ণ রূপে ছিন্ন হয়ে যাবে।

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،"أَنَّ رَجُلا قَالَ لامْرَأَتِهِ: لا أُطَلِّقُكِ أَبَدًا، وَلا أُؤَيِّدُكِ أَبَدًا وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ ، قَالَ: أُطَلِّقُكِ، حَتَّى إِذَا دَنَا أَجَلُكِ رَاجَعْتُكِ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ

www.QuranerAlo.com

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: " الطَّلاقُ مَرَّتَانِ " (تفسير ابن أبي حاتم – (ج 2 / ص ، وابن جرير في تفسيره،145)

অর্থঃ হিশাম বিন উরওয়াহ তাঁর পিতা কর্তৃক বর্ণনা করেন জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে, আমি তোমাকে কখনো তালাক্ব দিব না আবার স্থান দিব না,মহিলা বলল, এটি কেমন করে? লোকটি বলল, তোমাকে তালাক্ব দিব, যখন তোমার ইদ্দত কাল শেষ হওয়ার নিকটবর্তী হবে তখন ফেরত নিব। এরপর মহিলা রাসূল ﷺএর নিকট বিষয়টি উস্থাপন করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা (الطلاق مرتان) অর্থাৎ (পুনঃগ্রহণ) তালাক্ব দু'বার। আয়াতটি অবর্তীণ করেন। (তাফসীর ইবনে আবি হাতেম, ১/ ইবনে জারীর,১৪৫) এছিল রাজয়ী তালাক্বের পদ্ধতি।

রাজয়ী তালাক্বের দলীলঃ

আল্লাহ বলেন,

﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾

অর্থাৎ, তাদের পুনঃগ্রহণে তাদের স্বামীগণ অধিক হকদার। হাদীস থেকে দলীলঃ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلاَ يَشْهَدُ؟ فَقَالَ: أَشْهِدُوْا عَلَى طَلاَقِهَا وَرَجْعَتِهَا. (أبوداود موقوفا وسنده صحيح،سبل السلام. ج/271/2 جمعية التراث الإسلامي 1418هـ-1917 م .)

অর্থঃ ইমরান বিন হুসাইন কর্তৃক বর্ণিত, তাঁকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তালাক্ব দেয় ও পুনঃগ্রহণ করে এবং সাক্ষী রাখে না। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, তালাক্ব প্রদানে ও পুনঃগ্রহণে সাক্ষী রাখ। (আবু দাউদ মাউকুফ পরম্পরা শুদ্ধ। সুবুলুস্‌সালাম ২/২৭১)

www.QuranerAlo.com

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاأَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.(صحيح البخاري ج 16 / ص292)

অর্থঃ আব্দুল্লাহ বিন উমার কর্তৃক বর্ণিত,তিনি রাসূল ﷺ এর যুগে নিজ স্ত্রীকে হায়েযের অবস্থায় তালাক্ব দেন। অতঃপর উমার ﷺ এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, তাকে (আব্দুল্লাহকে) তার স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করতে আদেশ করুন। এরপর সে তাকে নিজের কাছে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রাখুক তারপর হায়েয হোক, হায়েয থেকে পবিত্র হোক, তারপর সে রাখতে চাইলে রাখুক অথবা সহবাস করার পূর্বে তালাক্ব দিক। আর এটিই হচ্ছে তালাক্বের উদ্দত আল্লাহ যার মধ্যে মহিলাদেরকে তালাক্ব দেয়ার কথা বলেছেন। (সহীহ বুখারী,১৬/২৯২)

عنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً .(صحيح مسلم - (ج9 / ص 402).

অর্থঃ ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত, তিনি নিজ স্ত্রীকে মাসিকের অবস্থায় তালাক্ব দেন অতঃপর উমার ﷺ নবী ﷺ কে জানান,অতঃপর নবী ﷺ বলেন,তাকে (ইবনে উমারকে) আদেশ করুন সে যেন স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করে। অতঃপর পবিত্রাবস্থায় অথবা গর্ভাবস্থায় তালাক্ব দেয় (বুখারী-মুসলিম)

www.QuranerAlo.com

عَنْ عُمَرَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا. (سنن أبي داود - (ج 6 / ص 206،صححه الألباني)

অর্থঃ উমার ﷺ কর্তৃক বণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হাফসাকে তালাক্ব দেন অতঃপর তাকে পুনঃগ্রহণ করেন। (আবুদউদ৬/২০৬ ইমাম আল-বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

এ ছাড়া জ্ঞানীগণ এক মত পোষণ করেছেন যে স্বাধীন ব্যক্তি যদি নিজ স্বাধীন স্ত্রীকে তিনের কম তালাক্ব দিয়ে থাকে অথবা কোন দাস নিজ স্ত্রীকে দু' তালাক্ব না দিয়ে থাকে তাহলে তাকে তার ইদ্দতের মধ্যে পুনঃগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। ইবনে মুনযের এ কথা বলেছেন। (আল-মুগনী,ইবনে কুদামাহ ১০/ ৫৪৭পৃঃ)

উক্ত বর্ণনা গুলিতে রাজয়ী তালাক্বের দলীল সুস্পষ্ট। তার সঙ্গে জানা গেল যে স্ত্রীকে তালাক্ব দেয়া ও পুনঃগ্রহণের সময় সাক্ষী রাখা প্রয়োজন।

রাজয়ী তালাক্ব প্রাপ্তার ইদ্দত স্থলঃ

রাজয়ী তালাক্ব প্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত স্থল স্বামীর ঘর। সে স্বামীর বাড়ীতেই ইদ্দত পালন কারবে। এ সময় স্বামী যেন তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে,কষ্ট না দেয় ও বাড়ী থেকে বের করে না দেয়। এ ইদ্দত পালনকালে স্বামীর তিনটি মৌলিক করণীয়ঃ

১.নিজ বাড়ীতে অবস্থান করতে দেয়া।

২. পরিধান বস্ত্র প্রদান করা।

৩. পানাহার প্রদান করা। (আল-ফিকহু আলাল মাযাহেবিল আরবা' ১১১৪)

ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন, রাজয়ী তালাক্ব প্রাপ্তা মহিলা স্বামীর ঘরে অবস্থান করবে ও তার খচর স্বামীকে বহন করতে হবে। এ বিষয়ে

www.QuranerAlo.com

আল্লাহর আদেশ রয়েছে এবং মুসলিমদের ঐক্যমত রয়েছে। (যাদুল মাআদ ৫/৫১)

স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালন করার দর্শন হচ্ছে যে,স্বামীর ঘরে থাকলে,ওঠা-বসা করলে আন্তরিকতার সৃষ্টি হবে এবং স্বামী পুনঃগ্রহণ করার সুযোগ পাবে। আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا .﴾ (الطلاق:1)

অর্থঃ হে নবী (উম্মতকে বলে দিন) তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক্ব দিবে তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তালাক্ব দাও ও ইদ্দতের হিসাব রাখ এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে বাসগৃহ থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়। যদি না তারা স্পষ্ট কুকর্মে লিপ্ত হয়। এটি হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা,যে আল্লাহর সীমা লংঘন করে সে নিজের উপর অত্যাচর করে। তুমি জানোনা হয়তো আল্লাহ এরপর কোন পথ বের করবেন। (তালাক্বঃ১) আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ،،،،،﴾(الطلاق:6)

অর্থঃ তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যে রূপ গৃহে বাস কর তাদেরকে সেরূপ গৃহে বাস করতে দিবে। তাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে না তাদেরকে কষ্টে ফেলার জন্যে।

www.QuranerAlo.com

عَنِ الشَعْبِي قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ : إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا اَلْبتِةَ فَخَاصَمْتُهُ فِيْ السُكْنَى وَالنَّفَقَةِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ سكْنَي وَلاَ نَفْقَةَ وَقَالَ يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَن كَانَتْ لَهُ رَجْعَةٌ.(مسند الإمام أحمد (ج 28 / ص101) تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح دون قوله : " يا بنت آل قيس إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة "

অর্থঃ শা'বী কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন,ফাতেমা বিন কায়েস আমাকে সংবাদ দেন যে,তাঁর স্বামী তাঁকে তিন তালাক্ব দেন,অতঃপর বাসস্থান ও খাদ্য বিষয়ে রাসূল ﷺ এর নিকট অভিযোগ জানান। তিনি বলেন,রাসূল ﷺ আমার জন্য স্থান-খাদ্য কিছুই নির্ধারণ করেননি এবং বলেন,হে আলে কায়েসের কন্যা স্থান ও খাদ্য রয়েছে রাজয়ী তালাক্বে। (মুসনাদে আহমাদ,২৮/ ১০১পৃঃ) তা'লীকক্ব শুআয়েব আরনাউত,হাদীস সহীহ,কেবল (,হে আলে কায়েসের কন্যা স্থান ও খাদ্য রয়েছে রাজয়ী তালাক্বে। অংশ ব্যতীত।)

এ পযর্ন্ত আলোচনায় রাজয়ী তালাক্ব প্রাপ্তা মহিলার স্বামীর বাড়ীতে ইদ্দত পালন ও স্বামীর দায়িত্বে খচর বহনের কথা জানতে পারলাম। যেমন জানতে পেরেছি তার হিকমত বা দর্শন।

পুনঃগ্রহণের পদ্ধতিঃ

পুনঃগ্রহণের পদ্ধতিতে বহুমুখি কথা রয়েছে;

*-শাফেয়ীদের নিকট রাজয়ী তালাক্ব প্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর মিলা-মিসা,সহবাস হারাম যতক্ষণ না কথা দ্বারা পুনঃগ্রহণ করছে। তাদের এই উক্তি থেকে জানা যায় যে কথা ও বুঝা পারার মধ্যে পুনঃগ্রহণ করা যায়।

www.QuranerAlo.com

*- হানাফীগণ কলেন, রাজয়ী তালাক্ব প্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস ইত্যাদি দ্বারা তৃপ্তি লাভ করতে পারে। তাঁরা বলেন,খাহেশের সঙ্গে তৃপ্তি লাভ মূলত পুনঃগ্রহণ,যদিও পুনঃগ্রণের নিয়ত না থাকে। তবে এটি ঘৃণিত।
*- মালেকীগণের নিকট পুনঃগ্রণের নিয়তে সহবাস বৈধ নচেৎ হারাম। সুতরাং এদের নিকট পুনঃগ্রহণের পদ্ধতি হচ্ছে সহবাস বা স্বাদ গ্রহণ,তবে পুনঃগ্রহণের নিয়ত অবশ্যই থাকতে হবে।
*- হাম্বালীদের নিকট সহবাস করলেই পুনঃগ্রহণ হয়ে যাবে যদিও তাতে পুনঃগ্রহণের নিয়ত না থাকে আর এটি ঘৃণিতও নয়। (কিতাবুল ফিক্বহ: ১০৬৪) পুনঃগ্রহণের সময় স্ত্রীর সম্মতির কোন প্রয়োজন নেই এবং তা স্ত্রীকে জানানোও জরুরী নয়। এ বিষয়ে ইমাম ইবনে কুদামাহ যা বলেছেন তা নিম্ন রূপঃ
" স্বামী স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করার পরও যদি স্ত্রী না জানে তবুও তা শুদ্ধ। কারণ পুনঃগ্রহণের সময় স্ত্রীর সম্মতির প্রয়োজন নেই,আর যার সম্মতির প্রয়োজন নেই তাকে জানানো প্রয়োজন নেই। যদি এ রকম হয় যে স্বামী নিজ স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করল কিন্তু স্ত্রী তা জানলো না,ইদ্দত (তিন হায়েয অথবা তোহর পেরিয়ে) গেল এবং তালাক্বে বায়েনা (পার্থক্যকারী তালাক্ব) হয়ে গেল এবং মহিলার অন্য ব্যক্তির সাথে বিবাহ হয়ে গেল,এরপর প্রথম স্বামী এসে দাবী করল আমি তাকে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে পুনঃগ্রহণ করেছি এবং তার প্রমাণ দিল তাহলে সে প্রথম স্বামীর স্ত্রী বলে গণ্য হবে। দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে অন্যের স্ত্রীকে বিবাহ করেছে,মহিলা প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাবে যদিও দ্বিতীয় স্বামী সহবাস করে থাকে। এই মতটি সহীহ। এটি অধিকাংশ ফাক্বহীগণের মত। এর বিপরীতে অন্য মত রয়েছে তা হলো,যদি দ্বিতীয় স্বামী সহবাস করে থাকে তাহলে দ্বিতীয় স্বামীর স্ত্রী বলে গণ্য হবে এবং প্রথম বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে। মোট

www.QuranerAlo.com

কথা পুনঃগ্রহণের সময় স্ত্রীর সম্মতি ও তাকে জানানো জরুরী নয়। (মুগনী /১০/৫৭৩, নাইনুল আওতার ১৩৪৬পৃঃ)

৩. তালাক্বে বায়েনাহঃ

বায়েনাহর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পার্থক্যকারী,অর্থাৎ এমন তালাক্ব যা স্বামীর-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করে বা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে। তালাক্বে বায়েনাহ দু'প্রকারঃ

ক) **তালাক্বে বায়েনা সুগরাঃ** এটি তিন সংখ্যার কম; যেমন, বিবাহের পর দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মত বিরোধ সৃষ্টির কারণে স্বামী স্ত্রীকে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর সহবাস ব্যতীত পবিত্রাবস্থায় তালাক্ব দিল এবং ইদ্দতের (তিন হায়েয অথবা তিন তোহরের) মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করল না,তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এটি প্রথম তালাক্ব, কিন্তু নতুন করে মোহর প্রদানে বিবাহ নবায়ণের মাধ্যমে ঐ মহিলাকে দ্বিতীয়বার গ্রহণ করা স্বামীর অধিকার আছে, এই জন্যে এটিকে তালাক্বে বায়েনা সুগরা বলা হয়। অনুরূপ কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর সহবাস ব্যতীত পবিত্রাবস্থায় দ্বিতীয় তালাক্ব দিল এবং ইদ্দতের (তিন হায়েয অথবা তিন তোহরের) মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করল না,তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এ তালাক্বের নতুন করে মোহর প্রদানে বিবাহ নবায়ণের মাধ্যমে ঐ মহিলাকে দ্বিতীয় বার গ্রহণ করা স্বামীর অধিকার আছে, এই জন্যে এটিকেও তালাক্বে বায়েনা সুগরা বলা হয়।

খ) **তালাক্বে বায়েনা কুবরাঃ**

এটি তালাক্বের তিন সংখ্যার মধ্যে তৃতীয়। অর্থাৎ উক্ত দু'তালাক্বের কিছু দিন পর স্বামী নিজ স্ত্রীকে হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর সহবাস ব্যতীত পবিত্রাবস্থায় তৃতীয় তালাক্ব দিলে সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক

www.QuranerAlo.com

চিরতরে ছিন্ন হয়ে যাবে। এ তালাক্বের পর নতুন করে মোহর প্রদানে বিবাহ নবায়ণের মাধ্যমে ঐ মহিলাকে দ্বিতীয় বার গ্রহণ করা স্বামীর অধিকার থাকবে না। এ জন্যে এটিকে তালাক্বে বায়েনা কুবরা বলা হয়। মহিলা তার স্বামীর জন্য হালাল থাকবে না। মাত্র একটি পথ ব্যতীত,তা হলো;ঐ মহিলার যদি শরীয়ত সম্মত পথে এবং স্থায়ীভাবে সংসার করার উদ্দেশ্যে অন্য কোন লোকের সঙ্গে বিবাহ হয় এবং মিলামশা হয়,অতঃপর দ্বিতীয় স্বামী যদি মারা যায় অথবা প্রথম স্বামীর সাথে যোগাযোগ ছাড়া কোন কারণে তালাক্ব দেয় তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামী ঐ মহিলাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারে নচেৎ নয়। যার জন্য আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.﴾(البقرة:230)

অর্থঃ অতঃপর যদি সে তাকে তালাক্ব দেয় তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সহিত সংগত না হবে। (বাকারাঃ২৩০) তবে শর্ত হচ্ছে যে তাদের উভয়কে সঠিকভাবে জীবন-জাপনের নিয়ত রাখতে হবে, যাতে আল্লাহর বিধান নিজদের জীবনে বাস্তবায়ণ করতে পারে,আল্লাহ প্রদত্ত দিপাক্ষিক অধিকার আদাই করতে পারে। যা আল্লাহ এভাবে বলেছেন,

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (البقرة:230)

অর্থঃ অতঃপর সে যদি তালাক্ব দেয় আর তারা উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে সক্ষম হবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোন অপরাধ হবে না। এ গুলো আল্লাহর বিধান,জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ ইহা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

www.QuranerAlo.com

(বাকারাঃ২৩০) (ফিক্বহুল মারআতিল মুসলিমাহ ইব্রাহীম মুহাম্মাদ আল-জামাল,পৃঃ ৩১১-৩১২)

উক্ত আলোচনার আলোকে আমরা যা বুঝতে পারলাম তার সহজ ও সংক্ষেপ রূপঃ

তালাক্বের সর্বোচ্চ সংখ্যা তিন। তিন তালাক্বের ধারাবাহিকতার রূপ ও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অবস্থা;

১. প্রথম রাজয়ীঃ (পুনঃগ্রহণ) তালাক্ব। এ তালাক্বে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হবে না।

দ্বিতীয় রাজয়ীঃ (পুনঃগ্রহণ) তালাক্ব। এ তালাকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হবে না।

তৃতীয় বায়েনাহ কুবরাঃ (বৃহৎ পার্থক্যকারী) তালাক্ব। এ তালাক্বে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে যাবে। যেহেতু এটি তৃতীয় তালাক্ব,তৃতীয় তালাক্বের পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়, স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করার কোন পথ বাকী থাকে না,একটি পথ ছাড়া যা ইতি পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

২. প্রথম রাজয়ীঃ (পুনঃগ্রহণ) তালাক্ব। এ তালাক্বে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হবে না।

দ্বিতীয় বায়েনাহ সুগরাঃ (ছোট পার্থক্যকারী) তালাক্ব। এ তালাক্বে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হবে। কিন্তু নতুন করে মোহর প্রদানে বিবাহ নবায়ণের মাধ্যমে ঐ মহিলাকে দ্বিতীয় বার গ্রহণ করা স্বামীর অধিকার থাকবে, এই জন্যে এটিকে তালাক্বে বায়েনা সুগরা বলা হয়।

তৃতীয় বায়েনাহ কুবরাঃ (বৃহৎ পার্থক্যকারী) তালাক্ব। এ তালাক্বে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে যাবে। যেহেতু এটি তৃতীয় তালাক্ব,তৃতীয় তালাক্বের পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়, স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করার কোন পথ বাকী থাকে না,একটি পথ ছাড়া।

www.QuranerAlo.com

৩.প্রথম বায়েনাহ সুগরাঃ (ছোট পার্থক্যকারী) তালাক্ব। এ তালাক্বে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হবে। কিন্তু নতুন করে মোহর প্রদানে বিবাহ নবায়ণের মাধ্যমে ঐ মহিলাকে দ্বিতীয় বার গ্রহণ করা স্বামীর অধিকার থাকবে, এই জন্যে এটিকে তালাক্বে বায়েনা সুগরা বলা হয়।

দ্বিতীয় বায়েন সুগরাঃ (ছোট পার্থক্যকারী) তালাক্ব।এ তালাক্বেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হবে। কিন্তু নতুন করে মোহর প্রদানে বিবাহ নবায়ণের মাধ্যমে ঐ মহিলাকে দ্বিতীয় বার গ্রহণ করা স্বামীর অধিকার থাকবে, যেহেতু এটি তৃতীয় তালাক্ব নয়। এই জন্যে এটিকেও তালাক্বে বায়েনা সুগরা বলা হয়।

তৃতীয় বায়েনাহ কুবরাঃ (বৃহৎ পার্থক্যকারী) তালাক্ব। এ তালাক্বে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন হয়ে যাবে। যেহেতু এটি তৃতীয় তালাক্ব,তৃতীয় তালাক্বের পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়, স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করার কোন পথ বাকী থাকে না,একটি পথ ছাড়া,সেটি হচ্ছে; ঐ মহিলার যদি শরীয়ত সম্মত পথে এবং স্থায়ীভাবে সংসার করার উদ্দেশ্যে অন্য কোন লোকের সঙ্গে বিবাহ হয় এবং মিলামিশা হয়,অতঃপর দ্বিতীয় স্বামী যদি মারা যায় অথবা প্রমথ স্বামীর সাথে যোগাযোগ ছাড়া কোন কারণে তালাক্ব দেয় তাহলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামী ঐ মহিলাকে পুনরায় বিবাহ করতে পারে নচেৎ নয়।

এই হলো তিন তালাক্বের নিয়ম যা ধাপে ধাপে দিতে হয়। তালাক্বের এই ধারাবাহিকতার মধ্যে যে দর্শন গুলো জানতে পারলাম তা হলো; তিন মাস ইদ্দত পালন, তাও আবার স্বামীর ঘরে,তিন তালাক্বের পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করার স্বামীর সুযোগ থাকে। এই দর্শনের পেছনে লুকিয়ে আছে; স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মজবুত,সেটি হুট করে এক কথায় কাঁচের গ্লাসের ন্যায় ভেঙ্গে যাক ইসলাম তা চায় না, ইসলাম চায় গঠন, ধবংস নয়। তবে এ অধ্যায়ে

www.QuranerAlo.com

এক মসলিসে তিন তালাক্বের কথাও রয়েছে। পাঠকগণের সমীপে বিষয়টি সঠিকভাবে উপস্থান করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

একদফায় ও এক মজলিসে তিন তালাক্ব

যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে এক মজলিসে এক শব্দে তিন তালাক্ব দিল অর্থাৎ বলল,(طَلَّقْتُكِ ثَلاَثاً) অর্থাৎ আমি তোমাকে তিন তালাক্ব দিলাম অথবা তিন শব্দে তালাক্ব দিল অর্থাৎ বলল,(أَنْتَ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ) অর্থাৎ তোমাকে তালাক্ব,তালাক্ব,তালাক্ব। এর পূর্বে কোন রকম তালাক্বে রাজয়ী,বায়েনা সুগরা, বিবাহ নবায়ণ কিছুই ঘটেনি,তাহলে তিন তালাক্ব পড়ে যাবে? দ্বিতীয় বিবাহ ব্যতীত স্ত্রী স্বামীর জন্য বৈধ হবে? না কি তা এক তালাক্ব পরিগণিত হবে,ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বামীর পুনঃগ্রহণের সুযোগ থাকবে? এ মসলায় ওলামাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আমি আপনাদের সমীপে বিভিন্ন গ্রন্থাদীর মন্থন সার পেশ করছি;

*-জমহুর ওলামা তার মধ্যে চার ইমাম,সাহাবা এবং তাবেয়ীগণ বলেন,এক মজলিসে এক শব্দে তিন তালাক্ব দিলে তালাক্ব হয়ে যাবে। যদিও তার মাঝে রাজয়ী তালাক্ব অথবা বিবাহ নবায়ণ না হয়ে থাকে। দলীল হিসেবে তারা রুকানার বর্ণনাটি পেশ করেছেন;

عَنْ نَافِعِ بْنِ عُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ ، أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْمُزَنِيَّةَ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ ، وَوَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ وَاحِدَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرُكَانَةَ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً ؟ ، فَقَالَ رُكَانَةُ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلاَّ

www.QuranerAlo.com

وَاحِدَةً ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ (السنن الصغرى – (2 / 297)

অর্থঃ নাফে বিন উজায়ের বিন আব্দে ইয়াযিদ কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন, রুকানা বিন আব্দে ইয়াযিদ নিজ স্ত্রী সুহাইমাহ আল-মুযানিয়্যাহকে আল-বিত্তা (তিন তালাক্ব) দিয়েছে,অতঃপর তাকে নবী ﷺ এর নিকট নিয়ে আসা হয়,অতঃপর তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমি আমার স্ত্রী সুহাইমাহকে আল-বিত্তা তালাক্ব দিয়েছি,আল্লাহর কসম আমি তাতে এক তালাক্ব নিয়ত করেছি,তিনি বললেন, আল্লাহর কসম তুমি এক তালাক্বের নিয়ত করেছো? রুকানা বললেন, আল্লহর কসম আমি একটি তালাক্বের নিয়ত করেছি,অতঃপর রাসূল ﷺ রুকানার কাছে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি তাকে ওমার ﷺ এর যুগে দ্বিতীয় তালাক্ব দেন এবং উসমান ﷺ এর যুগে তৃতীয় তালাক্ব দেন। (সুনানে সুকগরা ২/ ২৯৭)

তাদের যুক্তি হচ্ছে রুকানা যদি একের অধিক বা তিন তালাক্বের ইচ্ছা করত তাহলে তালাক্ব হয়ে যেত। এ হাদীসে জমহুরের স্পষ্ট দলীল প্রমাণিত হচ্ছে না বরং ধারণার আশ্রয় নিতে হচ্ছে। বিপক্ষে এও তো ধারণা করা যেতে পারে যে হে রুকানাহ প্রকৃত পক্ষে তুমি যদি এক তালাক্বের নিয়ত করে থাক তাহলে ঠিক আছে এক তালাক্ব হয়েছে, আর যদি এর অধিক নিয়ত করে থাক তাহলে তা একটিই হত। কারণ এক মজলিসে তিন তালাক্ব হয় না। তা ছাড়া ইমাম আল-বানী বর্ণনাটিকে দুর্বল বলেছেন। রুকানার অন্য বর্ণনায় এক মজলিসে তিন তালাক্ব প্রদানকে এক তালাক্ব বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত করা হয়েছে।

عن عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ.(البخاري)

www.QuranerAlo.com

অর্থঃ আয়েশা রাঃ কর্তৃক বর্ণিত,জনৈক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দেয় অতঃপর মহিলাটি দ্বিতীয় বিবাহ করে এবং পুনরায় দ্বিতীয় স্বামীর নিকট তালাক্ব প্রাপ্তা হয়,অতঃপর এবিষয়ে রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি বললেন, না। যথক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তার যৌন স্বাদ গ্রহণ করেছে, যেমন করেছে প্রথমস্বামী। (বুখারী) তারা বলেন,তিন তালাক্ব না হয়ে থাকলে দ্বিতীয় স্বামীর স্বাদ গ্রহণ ছাড়াই প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়া বৈধ হত। এ হাদীসে তিন তালাক্ব প্রদানের কথা স্পষ্ট, কিন্তু এক মজলিসে তিন তালাক্ব দেয়া হয়েছে এটি স্পষ্ট নয়। হাদীসের শব্দ "সালাসান" অর্থাৎ তিন,"সালাসান"শব্দে এক মজলিসে বা এক মুহূর্তে তিন তালাক্ব স্পষ্ট নয়। যেমন কারোর জন্য যদি বলা হয় অমুক তার স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দিয়েছে, এর অর্থ নিশ্চিত নয় যে সে এক মজলিসে তিন তালাক্ব দিয়েছে। বরং তার সংবাদ দেয়া হয়েছে যে সে সুন্নতী তারীকায় তিন ইদ্দতে তিন তালাক্ব দিয়েছে। আরো যেমন কোন ব্যক্তির জন্য যদি বলা হয় যে সে তিন হজ্জ করেছে তাহলে শ্রতা এমনিই জেনে নিবে যে সে তিন বছরে তিন হজ্জ করেছে এক বছরে নয়। কারণ এক বছরে তিন হজ্জ শুদ্ধ নয়। তালাক্বের বিষয়টি অনুরূপ।

عنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَىْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ « لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ». صحيح مسلم – (ج 9 / ص445) وجاء تفسير هذه البتة في الحديث الآخر الصحيح: أنه طلقها ثلاثا (البخاري)

অর্থঃ ফাতেমা বিনতে কায়েস কর্তৃক বর্ণিত,আবু হাফস বিন মুগীরা তাকে আল-বিত্তা তালাক্ব দেন সে সময় তিনি অনুপুস্থিত ছিলেন।

www.QuranerAlo.com

অতঃপর তার প্রতিনিধীকে মহিলার নিকট কিছু জব দিয়ে পাঠান। মহিলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। অতঃপর নবী ﷺ এর নিকট এসে তা উল্লেখ করেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, তোমাকে খাদ্য দেয়া তার কর্তব্য নয়। (মুসলিম,৯/৪৪৫,) অন্য সহীহ বর্ণনায় (আল-বিত্তা) এর ব্যাখ্যা এসেছে যে তাকে তিন তালাক্ব দিয়েছে। তাহলে এ বর্ণনা থেকে জানা গেল যে তিন তালাক্ব সাব্যস্ত হয়েছে বলেই তার খাদ্য ও বাসস্থানের অধিকার বিলুপ্ত হয়েছে। তিন তালাক্ব ও তিন তালাক্ব পতিত হলে খাদ্য ও বাসস্থনের অধিকার বিলুপ্ত হওয়ায় দ্বিমত নেই। কিন্তু এক মজলিসে তিন তালাক্ব প্রদান করা হলে তা পতিত হয়ে যাবে বলে জমুহুর যে বর্ণনা পেশ করেছেন তাতে এক মজলিসের কথা উল্লেখিত নেই।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.(صحيح مسلم ، (ج 9 / 423،البيهقي 336/7،الحاكم،6،413 ،الطبراني9,236)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসূল ﷺ,আবুবাকর,ও উমার ﷺ এর খেলাফতের প্রথম দু'বছর তিন তালাক্বকে এক তালাক্ব বলে গণ্য করা হত। অতঃপর উমার বিন খাত্তাব বলেন, মানুষ এমন একটি বিষয়ে তাড়াহুড়া শুরু করেছে যাতে তাদের ধির-স্থিরতা অবলম্বনের অবকাশ ছিল অতএব যদি আমরা তাদের উপর তা জারী করেই দেয় (তাহলে হয় তো ভালই হত) অতঃপর তিনি তা (অর্থাৎ এক সাথে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন বলে) তাদের উপর জারী করে দিলেন। (মুসলিম,৭/৪২৩বাইহাক্বী,৭/৩৩৬,হাকেম,৬/৪১৩,তাবারানী,৯/২৩৬)

www.QuranerAlo.com

এক মজলিসে তিন তালাক্ব দিলেও এক তালাক্ব

কতিপয় সাহাবা ,তাবেয়ীন এবং আলেম বলেন, এক মজলিসে এক শব্দে অথবা তিন শব্দে তিন তালাক্ব, যার মধ্যে রাজয়ী তালাক্ব এবং বিবাহ নবায়ণ নেই সেটি এক তালাক্ব বলে গণ্য হবে তিন তালাক্ব নয়। সাহাবাগণের মধ্যে রয়েছেন;ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস,আলী, আব্দুর রহমান বিন আউফ যুবয়ের বিন আওয়াম ﷺ প্রমুখ। তাবেয়ীগণের মধ্যে রয়েছেন,তাউস,আতা,জাবির বিন যায়েদ প্রমুখ। প্রসিদ্ধ ইমামগণের মধ্যে রয়েছেন;ইমাম আবু হানীফার কতিপয় সঙ্গী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদের সঙ্গীগণ,যেমন আব্দুসসালাম বিন তাইমিয়াহ (রাহেমাহুমুল্লাহু)। তিনি এ ফতওয়া গোপনে দিতেন। তার পোতা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ প্রকাশ্যে দিতেন। এর মধ্যে ইমাম ইবনে কাইয়েম রয়েছেন। এঁদের দলীল;

প্রথম দলীলঃ

عن ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتْ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ.(صحيح مسلم ، ج 7 /424،أبوداود،116/6البيهقي،114/6،الحاكم،5/19،الطبراني،237/9) فهذا نص صحيح صريح لايقبل التأويل والتحويل.

অর্থঃ আবু সাহবা কর্তৃক বর্ণিত,তিনি ইবনে আব্বাসকে বলেন, আপনি কি জানেন? রাসূল ﷺ আবু বাকর এবং উমার ﷺ খেলাফতের প্রথম দিকে তিন তালাক্ব কি এক তালাক্ব ছিল? তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, হাঁ ।

www.QuranerAlo.com

(মুসলিম,৭/৪২৪,আবু দাউদ,৬/১১৬,বাইহাক্বী,৬/১১৪, হাকেম, ৫/১৯,তাবারনী,৯/২৩৭,) এটি এমন সহীহ এবং স্পষ্ট নাস বা বাণী যাতে কোন রকম ব্যাখ্যা ও পরিবর্তনের অবকাশ নেই।

দ্বিতীয় দলীলঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَرَوَاهُ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ (مسند الصحابة في الكتب الستة – (463 / 27)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, যদি কেউ (তার স্ত্রীকে) এক বাক্যে বলে, তোমাকে তিন তালাক্ব তাহলে সেটি এক তালাক্ব। (ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম আইয়ূব থেকে বর্ণনা করেছেন,মুসনাদে সাহাবা কুতুবে সিত্তা,২৭/৪৬৩)

তৃতীয় দলীলঃ

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ.(سنن أبي داود ،ج 6/ ص 113، هذا الإسناد على شرط البخاري)

অর্থঃ ইকরামা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, যখন কেউ এক শব্দে বলবে,(أنت طالق ثلاثا) তোমাকে তিন তালাক্ব, তাহলে সেটি হবে এক তালাক্ব। (আবু দাউদ,৬/১১৩, এটির সানাদ বুখারীর শর্ত মুতাবিক।

চুর্তথ দলীলঃ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي مُطَّلِبٍ امْرَأَتَهُ ثَلاَثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْناً شَدِيداً – قَالَ – فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « كَيْفَ طَلَّقْتَهَا » قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلاَثاً. قَالَ فَقَالَ « فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ». قَالَ نَعَمْ.

www.QuranerAlo.com

قَالَ « فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ ». قَالَ فَرَاجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّمَا الطَّلاَقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ.(266/1، معتلى3672،أحمد مسند أحمد - (ج 5/ ص455)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন, রুকানাহ বিন আব্দে য়্যাযীদ ﷺ বানী মুত্তালেবের ভাই, তিনি নিজ স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক্ব দেন এবং তার জন্য অতি দুঃখিত হন। অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন;তুমি তাকে কেমন করে তালাক্ব দিয়েছো? তিনি বললেন,তিন তালাক্ব, তিনি বললেন, এক মজলিসে? তিনি বললেন, হাঁ। রাসূল ﷺ বললেন, সেটি এক তালাক্ব,যদি চাও তাহলে তাকে পুনঃগ্রহণ কর। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি (রুকানাহ) নিজ স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করেন। ইবনে আব্বাস মনে করেন তালাক্বের নিয়ম প্রতি পবিত্রাবস্থায় একটি করে তালাক্ব প্রদান। (আহমাদ, ৫/৪৫৫, মু'তালী, ১/২৬৬)

জমহুর ওলামার দলীলের জওয়াব.

১.রুকানার বর্ণনাকে ইমাম বুখারী "মুযতারাব" বলেছেন. কারণ তাতে কখনো তিন তালাক্ব কখনো এক তালাক্ব আবার কখনো আল-বিত্তা শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। শব্দের মধ্যে স্থিরতা নেই। ইমাম আহমাদ বলেন,বর্ণনাটি যত পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে তা সবই দুর্বল। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, হাদীস শাস্ত্রের পন্ডিতগণের নিকট (রুকানা) এর হাদীস দূর্বল। ইমাম বুখারী, ইমাম আহমাদ,ইমাম ইবনে হাযম বর্ণনাটিকে এই জন্য দুর্বল বলেছেন যে সেটির বর্ণনাকারীগণ স্মৃতি ও

www.QuranerAlo.com

ন্যায়গুণের অধিকারী নন। (তাওযীহুল আহকাম, ৫/১৯পৃঃ,যাদুলমাআদ ৫/২৪১পৃঃ)

২. আয়েশা ﷺ এর বর্ণনায় (طلق امرأته ثلاثا) অর্থাৎ,সে নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দিয়েছে) বাক্য দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে রুকানা এক মজলিসে তিন তালাক্ব দিয়েছে। তাতে এই সম্ভাবনা থেকে যায় যে তালাক্ব প্রদানকারীর এটি তৃতীয় তালাক্ব। অর্থাৎ নিয়মিত তিন তোহরে অথবা হায়েযে তিন তালাক্ব প্রদান করা করেছে। (طلق امرأته ثلاثا) (নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দিয়েছে) এই বাক্যে এক মজলিসে তিন তালাক্বের কথা অকাট্য বা স্পষ্ট নয়। আর যেখানে সংশয় থাকে সেখানে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় না। (ঐ)

আমিও একথার সর্মথন করি। কারণ (ثلاثا) শব্দ ব্যবহার হলেই সেখানে এক মজলিস হওয়া জরুরী নয়। প্রকাশ্য শব্দের প্রয়োজন। যেমন কারোর জন্য বলা হয় (إنه حج ثلاثا) (সে তিন হজ্জ করেছে) এর অর্থ এই নয় যে সে এক বছরে তিন হজ্জ করেছে বরং তিন বছরে তিন হজ্জ করেছে। সেই জন্য এক মজলিসে তিন তালাক্ব না কি তিন হায়েযে অথবা তোহরে তিন তালাক্ব হয়েছে তার সংশয় থেকেই যায়। আর সংশয় দ্বারা দলীল কায়েম হয় না।

৩. ফাতেমা বিনতে কাইসের বর্ণনাটিও আয়েশা রাঃ বর্ণনার ন্যায় البتة শব্দ ও طلقها ثلاثا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর উত্তর উল্লেখিত উত্তের ন্যায়।

ইমাম ইবনে কাইয়েম এভাবে উত্তর দিয়েছেন; ফাতেমা বিনতে কায়েসের বর্ণনায় যে (طلقها ثلاثا) (তাকে তিন তালাক্ব দিয়েছে) বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে তা কিন্তু এক মজলিসে বা এক দফায় তিন তালাক্ব

www.QuranerAlo.com

ছিল না বরং তার পূর্বে দু'তালাক্ব দেয়া হয়ে ছিল,অতঃপর তাকে তৃতীয় তালাক্ব দেয়া হয়। এভাবে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْن حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلاَقِهَا وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالاَ لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَامِلاً. فَأَتَتِ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا. فَقَالَ « لاَ نَفَقَةَ لَكِ. (صحيح مسلم - (ج 9/ ص)452

অর্থঃ উবাইদুল্লাহ বিন আব্দিল্লাহ বিন উৎবা কর্তৃক বর্ণিত,আবু আমর হাফস বিন মুগীরা, আলী বিন আবী তালেবের সাথে ইয়ামানের অভিমুখে রওনা হন। এসময় তিনি নিজ স্ত্রী ফাতেমা বিনতে কায়েসকে এক তালাক্ব দিয়ে পাঠান যেটি তিন তালাক্বের মধ্যে বাকী ছিল। তিনি হারেস বিন হিশাম ও আইইয়াশ বিন রাবী'কে তার খরচের জন্য বলেন। এরা দু'জনে তাকে বলেন, আল্লাহর কসম (স্বামীর) কাছে কোন রকম খরচ পাওয়ার অধিকার তোমার নেই,একমাত্র গর্ভাবস্থা ছাড়া। একথা শ্রবণ করে তিনি নবী ﷺ এর নিকট এসে তাদের উভয়ের কথা জানান। অতঃপর তিনি বললেন,খরচ গ্রহণ করার কোন অধিকার তোমার নেই। (মুসলিম,৯/৪৫২)

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصٍ وَكَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَّرَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - يَعْنِي عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ - فَخَرَجَ مَعَهُ زَوْجُهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا (سنن أبى داود - (ج 9/ ص)54

অর্থঃ উবাইদুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত,তাকে মারওয়ান ফাতেমার নিকট প্রেরণ করেন অতঃপর তিনি ফাতেমাকে জিজ্ঞাসা করেন,তিনি তাকে জানান

www.QuranerAlo.com

যে তিনি আবু হাফসা বিন মুগীরার অধীনে ছিলেন-নবী ﷺ আলী ﷺ কে কতিপয় ইয়ামানী লোকের আমীর নির্ধারণ করে (ইয়ামান পাঠান) তার সঙ্গে ফাতেমার স্বামীও রওয়ানা হন। এ সময় তিনি নিজ স্ত্রীকে বাকী এক তালাক্ব দিয়ে পাঠান। (আবু দাউদ,৭/৫৪) উক্ত বর্ণনা দ্বারা জানা গেল যে তিন তালাক্ব এক মজলিসে ছিল না বরং তিন হায়েয অথবা তোহরে ছিল।

ইমাম ইবনে কাইয়েম রহঃ এর আলোচনা

ইমাম ইবনে কাইয়েম তাঁর গ্রন্থ যাদুল মাআদে লেখেছেন, কেউ যদি একবাক্যে তিন তালাক্ব দিয়ে দেয় তাতে কটি তালাক্ব পড়বে এবিষয়ে মতভেদ রয়েছে;

১.তিন তালাক্ব পড়ে যাবে। এটি চার ইমাম,তাবেয়ী,এবং কিছু সাহাবার ﷺ এর মত।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ قَالَ « لاَ ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ » .

صحيح البخارى – (ج 17 / ص415)

অর্থঃ আয়েশা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,জনৈক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দেয় অতঃপর মহিলাটি দ্বিতীয় বিবাহ করে ও দ্বিতীয় স্বামীর নিকট তালাক্ব প্রাপ্তা হয়,অতঃপর এবিষয়ে রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি বললেন, না। যতক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তার যৌন স্বাদ গ্রহণ করেছে, যেমন করেছে প্রথম স্বামী। (বুখারী,১৭/৪১৫)

www.QuranerAlo.com

২. এভাবে তালাক্বই হবে না। কারণ বিদআত ও হারাম পদ্ধতিতে তালাক্ব দেয়া হয়েছে,বিদআতী পদ্ধতিতে আমল রাসূলের ভাষায় অগ্রহণ যোগ্য।

عن عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.(صحيح مسلم – (ج11 / ص403)

অর্থঃ আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কর্ম করল যাতে আমার আদেশ নেই সেটি প্রত্যাখ্যাত। (মুসলিম,১১/৪০৩)

৩.কেবল একটি "রাজয়ী" পড়বে। এটি ইবনে আব্বাসের বর্ণনা যা ইমাম আবু দাউদ উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, এটি ইবনে ইসহাক্বের মাযহাব। দলীল;

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا قَالَ « أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا ». بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِىَ وَاحِدَةٌ

(سنن أبي داود – (ج 6/ ص 432 هذا الإسناد على شرط البخاري)

অর্থঃ ইকরামা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন,যখন কেউ এক শব্দে বলবে (أنت طالق ثلاثا তোমাকে তিন তালাক্ব, তাহলে সেটি এক তালাক্ব হবে। (আবু দাউদ,৬/৪৩২, এটি বখারীর শর্ত অনুযায়ী।)

عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاَثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَأَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمْ.(مسلم ،سنن النَسائى – (ج 11/ ص)154

অর্থঃ তাওউস নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে আবু সাহবাআ ইবনে আব্বাসের নিকট এসে বলেন,আপনি কি জানেন না যে রাসূল ﷺ এর যুগে,আবুবাকের যুগে এবং উমারের (رضي الله عنه). খেলাফতের প্রথম দিকে

www.QuranerAlo.com

তিন তালাক্বকে এক তালাক্ব গণ্য করা হত? তিনি বললেন, হাঁ। (মুসলিম,নাসায়ী,১১/১৫৪)

৪.সহবাসকৃতা অসহবাসকৃতা মহিলার আলাদা আলাদা হুকুম,যদি সহবাসকৃতা হয় তাহলে তিন তালাক্ব পড়বে, আর যদি অসহবাসকৃতা হয় তাহলে এক তালাক্ব পড়বে।

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ أَبُو الصَّهْبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ. (سنن أبى داود - (ج 6 / ص)434 .

অর্থঃ তাউস কর্তৃক বর্ণিত,জনৈক ব্যক্তি যাকে বলা হত আবু সাহবাআ, তিনি ইবনে আব্বাস ﷺ কে অধিক প্রশ্ন করতেন,তিনি ইবনে আব্বাসকে বললেন,আপনি কি জানেন না যে, কোন ব্যক্তি সহবাসের পূর্বে তার স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দিলে সেটিকে রাসূল ﷺ ,আবুবাকের যুগে এবং উমারের খেলাফতের প্রথম দিকে এক তালাক্ব বলে গণ্য করা হত? তিনি বললেন, হাঁ,রাসুল ﷺ এর যুগে আবু বাকর ও উমার ﷺ এর যুগে কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তিন তালাক্ব দিলে সেটিকে তাঁরা এক তালাক্ব বলে গণ্য করেছেন। অতঃপর উমার ﷺ যখন লোকদের অধিক তালাক্ব দিতে দেখেন তখন তিনি বলেন, তা তাদের জন্য বহাল করে দাও। (আবু দাউদ,৬/৪৩৪)

www.QuranerAlo.com

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ:كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ:إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِم.(مسلم، المعجم الكبير للطبراني ،ج 9 / ص236)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন,রাসূল ﷺ ,আবুবাকর,ও উমার ﷺ এর খেলাফতের প্রথম দু'বছর তিন তালাক্বকে এক তালাক্ব বলে গণ্য করা হত। অতঃপর উমার বিন খাত্তাব বলেন মানুষ এমন একটি বিষয়ে তাড়াহুড়া শুরু করেছে যাতে তাদের ধির-স্থিরতা অবলম্বনের অবকাশ ছিল অতএব যদি আমরা তাদের উপর তা জারী করেই দেয় (তাহলে হয়তো ভালই হত) অতঃপর তিনি তা (অর্থাৎ এক সাথে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন বলে) তাদের উপর জারী করে দিলেন। (মুসলিম,মু'জামুল কাবীর,৯/২৩৬)

উমার ﷺ এর উক্ত বর্ণনার উত্তর তাওযীহুল আহকামে এভাবে দেয়া হয়েছে; প্রথম উত্তর হলো এটি উমার বিন খাত্তাবের ইজতিহাদ বা প্রচেষ্টা। লোকেরা তালাকের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করত বলে তাদের উপর শাস্তিমূলক একদফায় তিন তালাক্ব বাস্তবায়ণের আদেশ দেন,যাতে লোকেরা এক মজলিসে তিন তালাক্ব না দেয়। এটি তাঁর ফতওয়া বা প্রচেষ্টা ছিল। ইজতিহাদ পরিবর্তনশীল আজ প্রয়োজন আছে কাল নাও থাকতে পারে। কিন্তু অপরিবর্তনশীল জরুরী ভিত্তিতে আমল যোগ্য হচ্ছে কুরআন-হাদীসের বাণী। প্রকৃত পক্ষে এই বর্ণনায় এক মজলিসে তিন তালাক্ব বন্ধ করা কথা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। দ্বিতীয় কথা হলো রাসূলের আদর্শ আমাদের জন্য উত্তম নমুনা অন্য কারোর আদর্শ নয়। (তাওযীহুল আহকাম,২০পৃঃ) সুতরাং উক্ত বর্ণনাটি তাদের

www.QuranerAlo.com

উপযোগী দলীল যারা এক তালাক্বের কথা বলেছেন, তাদের নয় যারা তিন তালাক্বের কথা বলেছেন।

قال عمربن الخطاب رضى الله عنه ما ندمت على شيئ ندامتي على ثلاث: أن لاأكون حرمت الطلاق. وعلى أن لاأكون أنكحت الموالي، وعلى أن لاأكون قتلت النوائح.(الحافظ أبوبكر الإسماعيلي في مسند عمر،إغاثة اللهفان لابن قيم)

অর্থঃ উমার বিন খাত্তাব ﷺ বলেন,তিনটি জিনিসের উপর আমি যে রকম লজ্জিত হয়েছি,আর কিছুতে সে রকম লজ্জিত হইনি; আমি যদি (রাজয়ী) তালাক্ব হারাম না করতাম,আমি যদি দাসীদের বিবাহ না করাইতাম,আমি যদি মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বানিয়ে বানিয়ে ক্রন্দকারীনীদের হত্যা না করতাম। (হাফেয,আবু বাকর আল-ইসমাঈলী,মুসনাদে উমার, এটিকে কেউ কেউ দুর্বল বলেছেন,(উইগাসাতুল লাহফান,ইবনে কাইয়েম)। এছিল ইমাম ইবনে কাইয়েমের আলোচনা।

ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনে উল্লেখিত তালাক্বকে একটু খেয়াল করবে সে তালাক্বের নিম্ন লেখিত প্রকার জানতে পারবে;

১. অসহবাসকৃতা মহিলা প্রথম তালাক্ব দ্বারা বায়েন অর্থাৎ স্বামী থেকে আলাদ হয়ে যাবে,তার কোন ইদ্দত নেই। এতে মোহর ও বিবাহ নবায়ণের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীকে পুনঃগ্রহণ করতে পারে।

২.ফিদয়া অথাৎ কিছুর পরির্বতে তালাক্ব গ্রহণ, যাকে খোলাআ বলা হয়।

৩. দুটি তালাক্ব প্রাপ্তা হওয়ার পর তৃতীয় তালাক্ব যা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চিরতরে শেষ হয়ে যায়।

৪.তালাক্বে রাজয়ী। এ তালাক্বে স্বামী এমনিতে পুনঃগ্রহণ করতে পারে অথবা ছেড়ে দিতে পারে। এই হচ্ছে কুরআনে উল্লেখিত তালাক্ব। এর

www.QuranerAlo.com

মধ্যে এক বাক্যে অথবা এক মজলিসে তিন বাক্যে তিন তালাক্ব পতিত হওয়ার কথা নেই। (ইগাসাতুল লেহফান;১/৪২৭-২৮ যাদুল মাআদ ৫/২২৪-২২৫)

শায়েখ মুহাম্মাদ ইব্রাহীম আল-জামালের আলোচনা

তিনি বলেন, এ বিষয়ে মর্ম কথা হচ্ছে তিনটি পয়েন্টের উপর;

১.রাসুল ﷺ ,আবু বাকর ﷺ এবং উমার ﷺ এর খেলাফতের দু'বছর পর্যন্ত সুন্নাতী তালাক্ব প্রচলিত ছিল,যা কুরআনে এবং রাসূলের সুন্নাত পরিস্কার ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

২.উমার ﷺ এর খেলাফতের দু'বছর পর যখন এক শব্দে তিন তালাক্ব দেয়ার প্রবনতা ছড়িয়ে যায় তখন উমার ﷺ তা লোকদের উপর চাপিয়ে দেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ:كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ:إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِم.(مسلم، المعجم الكبير للطبراني ،ج 9 / ص236)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন,রাসূল ﷺ ,আবুবাকর,ও উমার ﷺ এর খেলাফতের প্রথম দু'বছর তিন তালাক্বকে এক তালাক্ব বলে গণ্য করা হত। অতঃপর উমার বিন খাত্তাব বলেন,মানুষ এমন একটি বিষয়ে তাড়াহুড়া শুরু করেছে যাতে তাদের ধির-স্থিরতা অবলম্বনের অবকাশ ছিল অতএব যদি আমরা তাদের উপর তা জারী করেই দেয় (তাহলে হয়তো ভালই হত) অতঃপর তিনি

www.QuranerAlo.com

তা (অর্থাৎ এক সাথে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন বলে) তাদের উপর জারী করে দিলেন।

৩.জমহুর, তাবেয়ীন, চার মাযহাবের ইমামগণ ও অন্যান্য ইমামগণ দ্বিতীয় মত গ্রহণ করেন অর্থাৎ তাদের নিকট এক কথায় তিন তালাক্ব পতিত হয়ে যাবে। কিন্তু অন্যান্য ওলামা (সাহাবা,তাবেয়ীগণ) এর বিপরীত বলেছেন,এক কথায় তিন তালাক্ব দিলেও এক তালাক্ব পতিত হবে তিন তালাক্ব নয়। এদের সমর্থনে এক দল আলেম বলেন, উমারের ﵁ কর্মটি ছিল সাময়িক। সেই জন্য এখন রাসূলের যামানায় যা চালু ছিল সেই মূলের দিকে আমাদেরকে প্রতাবর্তন করতে হবে।

আমি (মুহাম্মাদ ইব্রাহীম) বলি,দুটোই ঠিক কিন্তু আমাদের জীবনের জন্য ঐ কর্ম গ্রহণ করা উত্তম যা রাসূল ﷺ করেছেন। (ফিহুল মারআতিল মুসলিমাহ,৩১৩-৩১৫) তিনি দুটোই ঠিক বললেও,রাসূল ﷺ এর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার উপদেশ দিয়েছন।

শাইখুল ইসলাম রাহঃ এর ফাতওয়া

শাইখুল ইসলাম বলেন, যদি স্ত্রীকে এক পবিত্রাবস্থায় এক দমে অথবা শব্দে তিন তালাক্ব দেয়, যেমন, আনতি তালেক্বুন,তালেক্বুন,তালেক্বুন অথবা বলে, আনতি তালেক্বুন, সুম্মা আনতি তালেক্বুন,সুম্মা আনতি তালেক্বুন। অর্থাৎ, তুমি তালাক্ব,তালাক্ব,তালাক্ব অথবা তুমি তালাক্ব, অতঃপর তুমি তালাক্ব অতঃপর তুমি তালাক্ব। তাহলে এতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলমাদের তিন রকম কথা আছে যদিও মহিলা সহবাসকৃতা হোক অথবা অসহবাসকৃতা।

www.QuranerAlo.com

১.আবশ্যক ও বৈধ তালাক্ব। এটি ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদের প্রথম উক্তি এছাড়া ইমাম বুখারী ও এমতটি গ্রহণ করেছেন।
২.আবশ্যক তালাক্ব কিন্তু হারাম। এটি ইমাম মালেক,ইমাম আবুহানীফা, ইমাম আহমাদের দ্বিতীয় উক্তি। এটি অনেক সাহাবা,তাবেয়ী এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামাদের মত।
৩. এরূপ তালাক্ব হারাম, মাত্র একটি তালাক্ব পতিত হবে। এ মতটি বর্ণিত হয়েছে একদল সাহাবাগণের পক্ষ হতে এবং এটি অনেক তাবেয়ী ও তাদের পরে বিদ্যানদের মত এবং ইমাম মালেক,ইমাম আহমাদ,আবুহনীফা এর কতিপয় সঙ্গীর মত।

অবশেষে তিনি বলেন, এই তৃতীয় মতটি হচ্ছে কুরআন-হাদীস সংগত। এক মজলিসে এক বাক্যে অথবা তিন বাক্যে তালাক্ব প্রদান করলে তা অবশ্যই পতিত হয়ে যাবে এরূপ কোন কিছু কুরআন-সুন্নাতে নেই। বরং কুরআন-সুন্নায় যে ভাবে তালাক্ব দেয়ার কথা বলা আছে কেবল সেভাবে তালাক্ব প্রদান করলে তা পতিত হবে। আর এটি যুক্তি ও শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী গ্রহণীয় কথা। (তাওযীহ ৫/২০-২১)
ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়াহতে এ ভাবে বর্ণিত হয়েছে;

وَأَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا " الثَّلَاثَ " طَلَاقًا مُحَرَّمًا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةً جُمْلَةً وَاحِدَةً : فَهَذَا فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ " أَحَدُهُمَا " يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ . و " الثَّانِي " لَا يَلْزَمُهُ إلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ وَيَنْكِحَهَا بِعَقْدِ جَدِيدٍ بَعْدَ الْعِدَّةِ . وَهَذَا قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ابْنِ حَنْبَلٍ ؛ وَهَذَا أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ ؛ لِدَلَائِلَ كَثِيرَةٍ : مِنْهَا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَاحِدَةً . وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَد وَغَيْرُهُ

www.QuranerAlo.com

بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ركانة بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَرَدَّهَا عَلَيْهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ ثَبَّتَهُ أَحْمَد بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ . وَضَعَّفَ أَحْمَد وَأَبُو عُبَيْدٍ وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُمْ مَا رُوِيَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ وَقَدْ اسْتَحْلَفَهُ مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً ؟ فَإِنَّ رُوَاةَ هَذَا مَجَاهِيلُ لَا يُعْرَفُ حِفْظُهُمْ وَعَدْلُهُمْ ؛ وَرُوَاةُ الْأَوَّلِ مَعْرُوفُونَ بِذَلِكَ . وَلَمْ يَنْقُلْ أَحَدٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْنَادِ مَقْبُولٍ أَنَّ أَحَدًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِكَلِمَةِ وَاحِدَةٍ فَأَلْزَمَهُ الثَّلَاثَ ؛ بَلْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ كُلُّهَا كَذِبٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ وَلَكِنْ جَاءَ فِي أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ : أَنَّ فُلَانًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا . أَيْ ثَلَاثًا مُتَفَرِّقَةً . وَجَاءَ أَنَّ الْمُلَاعِنَ طَلَّقَ ثَلَاثًا ، وَتِلْكَ امْرَأَةٌ لَا سَبِيلَ لَهُ إلَى رَجْعَتِهَا ؛ بَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ سَوَاءٌ طَلَّقَهَا أَوْ لَمْ يُطَلِّقْهَا كَمَا لَوْ طَلَّقَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ إذَا ارْتَدَّتْ ثَلَاثًا . وَكَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ؛ أَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ الْمُشْرِكَةِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا . وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ الشَّرْعِيُّ أَنْ يُطَلِّقَ مَنْ يَمْلِكُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا أَوْ يَتَزَوَّجَهَا بِعَقْدِ جَدِيدٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (مجموع فتاوى ابن تيمية – (ج 8 / ص 240)

অর্থঃ যদি নিজ স্ত্রীকে একবারে তিন তালাক্ব দেয়, যা হারাম। যেমন, (أنت طالق ثلاثة جملة واحدة) অর্থাৎ তোমাকে একবারে তিন তালাক্ব। তাহলে এতে ওলামগণের দুটি মত আছে;(১) তিন তালাক্ব পতিত হয়ে যাবে। (২) মাত্র একটি তালাক্ব হবে। স্বামীর পুনঃগ্রহণের সুযোগ থাকবে। ইদ্দত শেষ হলে নতুন করে মোহর প্রদান ও বিবাহ নবায়ণের মাধ্যমে তাকে বিবাহ করা বৈধ। এটি অনেক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিদ্যানগণের মত এবং ইমাম আহমাদ,ইমাম আবু হানীফাহ,ও ইমাম মালেকর একদল সঙ্গীর মত। এই মতটি অধিক দলীলের ভিত্তিতে

www.QuranerAlo.com

সুস্পষ্ট। যেমন, সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছ; ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন,রাসূল ﷺ ও আবুবাকারের যুগে এবং উমার এর খেলাফতের প্রথম দিকে তিন তালাক্বকে এক তালাক্ব গণনা করা হত। এর সমর্থনে আরো বর্ণনা রয়েছে যা ইমাম আহমাদ সহীহ পরম্পরায় ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন; রুকানা বিন আব্দে ইয়াযিদ তার স্ত্রীকে এক মাজলিসে তিন তালাক্ব দিয়ে নবী ﷺ এর কাছে এসে জানান। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, সেটি এক তালাক্ব হয়েছে,এই বলে তিনি তার কাছে মহিলাকে ফেরত পাঠান। এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল সাব্যস্ত করেছেন। অন্য দিকে রুকানা নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দেন এবং নবী ﷺ তাকে একটি তালাক্বের নিয়তের হলফ করিয়েছেন বলে,যে বর্ণনা রয়েছে, (তা না হলে তিন তালাক্ব হয়ে যেত বলে জমহুর ওলামা যে দলীল পেশ করেছেন) সেটিকে ইমাম আহমাদ,আবু উবাইদাহ,ইবনে হাযম এবং অন্যরা দুর্বল বলেছেন। এই বর্ণনার বর্ণনাকারীগণ অজ্ঞাত,তাদের স্মৃতি শক্তি,সত্যতা মুহাদ্দেসীনদের অজানা। পক্ষান্তরে প্রথম বর্ণনাটির বর্ণনাকারীগণ সুপরিচিত। কেউ তার স্ত্রীকে এক বাক্যে তিন তালাক্ব দিল আর নবী ﷺ সেটিকে বাধ্যতামূলক তিন তালাক্ব গণ্য করেছেন,এরকম কেউ নবী ﷺ হতে গ্রহণযোগ্য সানাদে বর্ণনা করেনি। বরং এবিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে গুলি জ্ঞানীদের সর্ব সম্মতিক্রমে মিথ্যা। এর বিপরীতে সহীহ হাদীস সমূহ বর্ণিত হয়েছে। যেমন, أن فلانا طلق امرأته ثلاثا (أي ثلاثا متفرقا.

অথাৎ অমুক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে (আলাদা আলাদ) তিন তালাক্ব দিয়েছে। তাছাড়া মুলায়িন (লিয়ানকারী) তিন তালাক্ব দিয়েছে, ঐ লেআনকৃতা মহিলাকে ফিরত নেয়ার কোন পথ নেই,যে বর্ণনা রয়েছে, তার প্রসঙ্গ

www.QuranerAlo.com

আলাদা। বরং সে লেআনের কারণে স্বামীর জন্য হারাম,তাকে তালাক্ব দেক বা না দিক। এটি ঠিক ঐ রকম যখন মুসলিম তার স্ত্রীকে মুরতাদ হওয়ার জন্য তিন তালাক্ব দিল। অনুরূপ কোন ইয়াহুদী মহিলার ইসলাম গ্রহণে তার স্বামী তাকে তিন তালাক্ব দিল অথবা কোন মুশরিক ইসলাম গ্রহণ করে নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দিল। শরীয়ত সম্মত তালাক্ব হচ্ছে, তালাক্ব ঐ ব্যক্তি দিবে যে রাযাআতের (পনুঃগ্রহণের) মালিক অথবা যে বিবাহ নবায়ণের মাধ্যমে ঐ মহিলাকে বিবাহ করতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন। (মাজমুআ ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ৮/৪২০)

এক মজলিসে এক বাক্যে অথবা তিন বাক্যে তিন তালাক্ব এক তালাক্ব বলে গণ্য। এটি রাসূল ﷺ এর সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবা,তাবেয়ী এবং যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তির বর্গের গৃহীত মত।

সউদী আরবের ওলামা পরিষদের ফাতওয়া

এ বিষয়ে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করলেও সউদী আরবের ততকালিন মুফতী প্রধান শায়েখ ইবনে বায, (রহ) শায়েখ আব্দুর রায্যাক, (রহ) শায়েখ আব্দল্লাহ খাইয়্যাত,শায়েখ রাশেদ বিন হানীন,শায়েখ মুহাম্মাদ বিন যুবায়ের প্রমুখ বলেন, এক মজলিসে এক বাক্যে তিন তালাক্ব দিলেও এক তালাক গণ্য হবে। (ফতওয়া নং ১৮ তারিখ,১২/১১/১৩৯৩ হিঃ)

،،،،،لَوْ طَلَّقَ ثَلاَثاً فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ هَلْ يَقَعُ ثَلاَثاً أَوْ وَاحِدة ؟

www.QuranerAlo.com

لِلْعُلَمَاءِ فِيْ ذَلِكَ قَوْلاَنِ مَعْرُوْفَانِ، وَجُمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى وَقُوْعِهِ ثَلاَثاً، وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ -كَابْنِ عَبَّاسٍ وَعِكْرَمَةَ وَطَاوُوْسٍ-وَنصَرَهُ اِبْنُ تَيمِيةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ وَشَيْخُنَا الْعَلاَّمَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ وَغَيْرُهُمْ- إِلَى أَنَّهُ لاَ يَقَعُ إِلاَّ وَاحِدَةً؛ لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِيْ صَحِيْحِهِ (1472) عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رِضيَ الله عَنْهُمَا- أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رسُوْلِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبِيْ بِكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اِسْتَعْجَلُوْا فِيْ أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (ج 16 / ص 283)

অর্থঃ কেউ যদি এক মজলিসে তিন তালাক্ব দেয় তাহলে তিন তালাক্ব হবে না এক তালাক্ব? ওলামদের এবিষয়ে দু'টি প্রসিদ্ধ মত রয়েছে;(১) জমহুর ওলামার মত তিন তালাক্ব পতিত হওয়ার দিকে। (২) কতিপয় সাহাবা যেমন,ইবনে আব্বাস,ইকরামাহ এবং ওলামা যেমন,তাওউস, ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ,ইবনে কাইয়েম,শায়েখ ইবনে উসাইমীন (রাহেমাহুমূল্লাহু) প্রমুখ বলেন,মাত্র একটি তালাক্ব পতিত হবে। দলীল, যা ইমাম মুসলিম ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, " রাসূল ﷺ, আবুবাকর ﷺ এর যুগে এবং উমার ﷺ এর খেলাফতের প্রথম দু'বছর এক সঙ্গে তিন তালাক্বকে এক তালাক্ব বলে গণ্য করা হত। অতঃপর উমার বিন খাত্তাব বলেন, বলেন মানুষ এমন একটি বিষয়ে তাড়াহুড়া শুরু করেছে যাতে তাদের ধির-স্থিরতা অবলম্বনের অবকাশ ছিল অতএব যদি আমরা তাদের উপর তা জারী করেইদি (তাহলে হয়তো ভাল হত) অতঃপর তিনি তা (অর্থাৎ এক সাথে প্রদত্ত তিন তালাককে তিন বলে) তাদের উপর জারী করে দিলেন। (ইসতাশারুল ইসলামিল ইয়াওম,১৬/২৮৩)

www.QuranerAlo.com

এক মজলিসে এক বাক্যে তিন তালাক্ব প্রদানে রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের প্রতিক্রিয়া

এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম যে এক মজলিসে তিন তালাক্ব দেয়া হলেও তা এক তালাক্ব বলে গণ্য। এটি হচ্ছে শুদ্ধ ও কুরআন-সুন্নাহর সর্মথিত কথা। রাসুলের যুগে কেউ এক সঙ্গে তিন তালাক্ব দিলে তিনি ও তাঁর সাহাবগণ উত্তপ্ত হয়ে যেতেন।

مَحْمُود بْن لَبِيَدٍ ، قَالَ : " أُخْبِر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُل طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاث تَطْلِيقَات جَمِيعًا ، فَقَامَ غَضْبَان ، ثُمَّ قَالَ : أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّه وَأَنَا بَيْن أَظْهُرِكُمْ ؟ حَتَّى قَامَ رَجُل فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه أَلَا أَقْتُلهُ ؟ " (رَوَاهُ النَّسَائِيّ تَهْذِيْبُ سُنَنِ أَبِي دَاوِدَ وَإِيضاحِ مُشكِلاتِهِ، ج 1 / ص 363،رواته ثقات، إسناده على شرط مسلم)

অর্থঃ মাহমুদ ইবনে লাবীদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কে সংবাদ দেয়া হয় যে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক্ব দিয়ে দিয়েছে। এ সংবাদ শ্রবণে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকতে আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলা করা হচ্ছে!!! এমনকি জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল আমি কি তাকে কতল করে দিব? (নাসায়ী, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভযোগ্য,পরম্পরা ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী।

www.QuranerAlo.com

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَانِى رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَمِّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَقَالَ إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ اللَّهُ وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا قَالَ : أَفَلاَ يُحَلِّلُهَا لَهُ رَجُلٌ؟ فَقَالَ : مَنْ يُخَادِعِ اللَّهَ يَخْدَعْهُ. سنن البيهقى (ج 2 / ص493)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল,আমার চাচা নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দিয়েছে,অতঃপর তিনি বললেন, তোমার চাচা আল্লাহর না ফরমানি করেছে,আল্লাহ তাকে লজ্জিত করেছেন,তার কোন পথ খোলা রাখেননি। তোমার চাচা শয়তানের আনুগত্য করেছে, লোকটি বলল,মহিলাকে তার জন্য হালাল করা যায় না? তিনি বললে, যে আল্লাহকে ধোকা দেয় সে নিজে ধোকা খায়। (বাইহাক্বী,২/৪৯৩ ইরওয়াউলগালীল,আল-বাণী)

এ বর্ণনাদ্বয় দ্বারা তিন তালাক্ব প্রদানকারীর প্রতি রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের বিরুপ প্রতিক্রিয়া আমরা জানতে পারলাম। কিন্তু (আল্লাহ তার জন্য কোন পথ খোলা রাখেননি) এ বাক্যে এক সঙ্গে তিন তালাক্ব হয়ে যাওয়ার প্রশ্ন জাগতে পারে, সেই জন্য পরিস্কার করে দিতে চাই যে ইবনে আব্বাস ﷺ, উমার ﷺ এর মত সাহাবা ক্রোধে এক সঙ্গে তিন তালাকের্ব রাস্তা বন্ধের কথা বলেছেন, তালাক্ব হয়ে যাওয়ার তাঁর উদ্দেশ্য নয় অথবা সাহাবাদের মধ্যে কেউ কেউ তিন তালাক্ব হয়ে যাওয়ার মত গ্রহণ করেছেন,(যে কথার উত্তর পূর্বে আলোচিত হয়েছে) তাদের মত শুনিয়েছেন মাত্র। কিন্তু ইনবে আব্বাস ঐ সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত যাঁরা এক তালাক্বের কথা বলেছেন।

www.QuranerAlo.com

উক্ত বিবরণের সার সংক্ষেপ

এক মজলিসে এক বাক্যে অথবা তিন বাক্যে কেউ যদি নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দেয় তাহলে এক তালাক্ব হবে না তিন তালাক্ব ? এ বিষয়ে মতভেদের কথা সংক্ষেপে দলীল সহ বর্ণনা করেছি এবং ওলামাদের ফাতওয়া উল্লেখ করেছি। এই আলোচনার ভিত্তিতে আমি যা বুঝতে পেরেছি তা হলো এক দফায় তিন তালাক্ব দিলেও তা এক তালাক্বে রাজয়ী হবে যদি ইদ্দতের মধ্যে পুনঃগ্রহণ করে। আর যদি ইদ্দত পেরিয়ে যায় তাহলে তালাক্বে বায়েনা সুগরা হবে। এটি ওলামায়ে সালাফগণের শিরমনি ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ও তাঁর ছাত্র ইমাম ইবনে কাইয়েম (রাহঃ) এবং অন্যান্য আলেমগণের সিদ্ধান্ত। এটি হচ্ছে কুরআন-হাদীসের আলোকে অগ্রধিকার প্রাপ্ত। আমিও এই সিদ্ধান্তকে সর্মথন করি। তার কারণ;

১.যারা তিন তালাক্বের কথা বলেছেন তাদের উচিত উত্তর দেয়া হয়েছে।

২.এ অবস্থায় তিন তালাক্ব পতিত হওয়ার কথা বলা হলেও তা হারাম বা বিদআত বলা হয়েছে।

وعند أبي حنيفة :إن طلاق الثلاث واقع لكنه حرام مبتدع. (المجموع شرح المهذب / النووي /18)

অর্থঃ ইমাম আবু হানীফার নিকট তিন তালাক্ব পতিত হয়ে যাবে কিন্তু তা হারাম ও বিদআত। (আল-মাজমু'শারহুল মুহায্যাব নওবী ১৮,খন্ড) কিন্তু এক তালাক্ব পতিত হওয়ার ব্যাপারে কেউ হারাম বা

www.QuranerAlo.com

বিদআত বলেলনি। সুতরাং ঘুনে খাওয়া দুর্বল ডাল না ধরে শক্ত ডাল ধরা কর্তব্য। রাসূল ﷺ বলেছেন,

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَىَ مَا يَرِيبك ،(سنن الترمذى، ج 9 / ص433)

অর্থাৎ, যা সন্দেহ যুক্ত তা বর্জন কর আর যা সন্দেহ মুক্ত তা গ্রহণ কর।

৩.এক মজলিসে তিন তালাক্ব দেয়াতে আল্লাহর না ফারমানী ও শয়তানের অনুসরণ করা হয়। উল্লেখিত ইবনে আব্বসের বর্ণনায় আমরা জেনেছি।

৪. কুরআনী আয়াতের সরাসরি পরিপন্থী।

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ﴾

1، سورة الطلاق.

অর্থঃ হে নবী আপনারা যখন আপনাদের স্ত্রীগণকে তালাক্ব দিতে ইচ্ছা করবেন তখন তাদের ইদ্দতে দিন ও ইদ্দত গণনা করুন এবং আপনাদের রব আল্লাহকে ভয় করুন। (তালক্বঃ১) এই আয়াতে নবী ﷺ কে সংবোধন করে বলা হয়েছে, আপনারা যখন মহিলাদের তালাক্ব দিবেন তখন তাদের ইদ্দতে দিন ও ইদ্দত গণনা করুন এবং আপনাদের রব আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ﴾ (228 سورة البقرة)

অর্থঃ এবং তালাক্ব প্রাপ্তাগণ তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। (বাকারাহঃ ২২৮) এক দফায় বা এক মজলিসে তিন তলাক্ব দেয়া অবস্থায় ইদ্দত গণনা ও তিন করু (তিন তোহর বা তিন হায়েয) অপেক্ষা করার কোন প্রশ্নই থাকছে না যা কুরআনের আদেশ।

www.QuranerAlo.com

৫. আল্লাহ প্রদত্ত সুযোগ নষ্ট,শরীয়ত ইদ্দত পালনের মধ্য দিয়ে ধাপে-ধাপে তালাক্বের বিধান দিয়েছে; কারণ ইসলাম চায় না যে একটি দাম্পত্য কাঁচের পাত্রের ন্যায় হুট করে ভেঙ্গে যাক অথবা মোম বাতির ন্যায় হঠাৎ করে নিভে যাক।

৬. এক মজলিসে তিন তালাক্ব রাসূল ﷺ এর ক্রোধের কারণ। রাসূল ﷺ এর ক্রোধের কারণ থেকে বেঁচে থাকা সকল মুসলিমের কর্তব্য।

مَحْمُود بْن لَبِيَدٍ ، قَالَ : " أُخْبِر رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُل طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاث تَطْلِيقَات جَمِيعًا ، فَقَامَ غَضْبَان ، ثُمَّ قَالَ : أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّه وَأَنَا بَيْن أَظْهُرِكُمْ ؟ حَتَّى قَامَ رَجُل فَقَالَ : يَا رَسُول اللَّه أَلَا أَقْتُلهُ ؟ " (رَوَاهُ النَّسَائِيّ تَهْذِيْبُ سُنَنِ أَبِي دَاودَ وَإِيضاحِ مُشكِلاتِهِ، ج 1 / ص 363،رواته ثقات، إسناده على شرط مسلم)

অর্থঃ মাহমুদ ইবনে লাবীদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ কে সংবাদ দেয়া হয় যে এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক্ব দিয়ে দিয়েছে। এ সংবাদ শ্রবণে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত থাকতে আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেলা করা হচ্ছে!!! এমনকি জনৈক ব্যক্তি দাড়িয়ে গিয়ে বলল,হে আল্লাহর রাসূল আমি কি তাকে কতল করে দিব? (নাসায়ী,এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভযোগ্য,পরম্পরা ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী।) সাহেবে তাফসীরে ফাতহুল কাদীর বলেন,

وَقَد اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْ إِرْسَالِ الثَّلاَثِ دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ هَلْ يَقَعُ ثَلاَثاً ، أَوْ وَاحِدَةً فَقَطْ؟ فَذَهَبَ إِلَى الأَوَّلِ اَلْجُمْهُوْرُ ، وَذَهَبَ إِلَى الثَّانِيْ مَنْ عَدَاهُمْ ، وَهُوَ الْحَقُّ . وَقَدْ قَرَّرْتُهُ فِيْ مُؤَلَّفَاتِيْ تَقْرِيْراً بَالِغاً ، وَأَفْرَدْتُهُ بِرِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ .(تفسير فتح القدير في تفسير230)

অর্থঃ, এক সঙ্গে তিন তালাক্ব দিলে তিন তালাক্ব হবে না কেবল এক তালাক্ব? এ ব্যাপারে জ্ঞানীগণ মতভেদ করেছেন। জমহুর ওলামা তিন

www.QuranerAlo.com

তালাক্বের কথা বলেছেন, এ ছাড়া অন্যরা এক তালাক্ব পতিত হওয়ার কথা বলেছেন। আর এটিই হক বা সঠিক। আমি আমার লেখায় পূর্ণমাত্রায় তা ব্যক্ত করেছি এবং আলাদা পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেছি। (তাফসীরে ফাতহুল কাদীর সূরা বাকারা ২৩০ আয়াতের তাফসীর)

কতিপয় ওলামার উক্তি

এমন কিছু ওলামার উক্তি, যাঁরা এক সঙ্গে তিন তালাক্বকে এক তালাক্ব বলেছেন। এ সম্পর্কে হাফেয সালাহুদ্দীস ইউসুফ তাঁর (এক মাজলিস মেঁ তিন তালাক্ব আউর উসকা শরয়ী হাল) কিতাব থেকে কিছু উক্তি পেশ করা হলঃ (পৃঃ ৫৬,৭৮, ১১২)

১. মাওলানা শামস পীর যাদা মোম্বাইঃ তিনি বলেন,পরিস্কার এবং সোজা কথা হলো,একই সঙ্গে তিন তালাক্ব পতিত হওয়ার না আছে কুরআনের স্পষ্ট বাণী না আছে সহীহ হাদীস,আছে এজমা' (ঐক্যমত),,,,,,।

২.মাওলানা সাঈদ আহমাদ আকবার আবাদীঃ তিনি এক মজলিসে তিন তালাক্বে এক তালাক্ব বলে প্রবন্ধ লেখেছেন।

৩.মাওলানা অহীউদ্দীন খানঃ তিনি এক মজলিসে তিন তালাক্বের দু'টি সমাধান দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে আহলে হাদীসগণ যা বলেছেন তাই।

৪.কাযী সানাউল্লাহ হানাফী পানিপথীঃ তিনি বলেন, কিয়াসের চাহিদা হচ্ছে যে এক সঙ্গে দু'তালাক্ব শরীয়তে গন্য নয়,তাহলে এক সঙ্গে তিন তালাক্ব গন্য হওয়ার প্রশ্নই থাকে না। ,,,,,

www.QuranerAlo.com

৫.ইমাম নিযামুদ্দীন নিশাপুরীঃ তিনি বলেন,এমন লোক আছে যারা বলে, যদি এক সঙ্গে দু'ই অথবা তিন তালাক্ব দিয়ে দেয় তাহলে একটিই হবে,আর এটিই বিবেকের কাছাকাছি।

৬. ইমাম তাহাবী হানাফী,রাহঃ তিনি বলেন,,,,,, পুরুষ যখন নিজ স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক্ব দিবে তখন এক তালাক্ব পতিত হবে।

অসহবাসকৃতা মহিলা

অসহবাসকৃতা মহিলার বিষয়ে বহুমুখী বর্ণনা রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি যেমন,

عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالاَ : إِذاَ طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ. مصنف ابن أبي شيبة – (ج 4 / ص21

অর্থঃ তাওউস ও আতা কর্তৃক বর্ণিত, তাঁরা বলেন, কোন লোক যখন নিজ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করার পূর্বে তিন তালাক্ব দিবে সেটি হবে এক তালাক।

عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَجَابِرِ بنِ زَيْدٍ أَنَّهُمْ قَالُوْا : إِذاَ طَلَّقَهَا ثَلاَثاً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ. مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص21)

অর্থঃ তাওউস আতা,জাবের বিন যায়েদ কর্তৃক বর্ণিত, তারা বলেন, যখন কোন লোক নিজ (স্ত্রীকে) সহবাসের পূর্বে তিন তালাক্ব দিবে তখন সেটি এক তালাক্ব হবে।

www.QuranerAlo.com

قَالَ سُفْيَانُ وَأَصْحَابُ الرَّأى وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَ أَبُوْ عُبَيْدٍ : إِذاَ قِيْلَ لِغَيْرِ الْمَدْخُوْلِ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ. بَانَتْ مِنْهُ بِالأُوْلَى ، لَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْئٍ، لأَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُوْلِ بِهَا تُبَيِّنُ بِوَاحِدَةٍ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهاَ.(إغاثة اللفهان)

অর্থঃ যখন কোন অসহবাসকৃতা স্ত্রীকে বলা হবে; তুমি তালাক্ব, তুমি তালাক্ব, তুমি তালাক্ব। এক্ষেত্রে ইমাম সুফয়ান, আসহাবুররাই শাফেয়ী, আহমাদ, আবু উবাইদাহ বলেন, তালাক্বের প্রথম শব্দে একটি তালাক্ব বায়েনা সুগরা হয়ে যাবে। বাক্বী দুটি কিছুই নয়, আর অসহবাসকৃতা মহিলার ইদ্দত নেই।

عَنْ شَقِيقٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : هِىَ ثَلاَثٌ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَكَانَ إِذَا أُتِىَ بِهِ أَوْجَعَهُ.(سنن البيهقى ج 2 / ص469)

অর্থঃ শাক্বীক্ব আনাস ﷺ বিন মালেককে বলতে শুনেছেন যে,ওমার বিন খাত্তাব ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে বলেন, যে ব্যক্তি সহবাসের পূর্বে নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দিবে সেটি তিন তালাক্ব হবে,অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ না করা পর্যন্ত (প্রথম স্বামীর জন্য) হালাল হবে না। তাঁর নিকট যখন এরকম ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া হত তখন তিনি তাকে আঘাত করতেন। (বাইহাক্বী,২/৪৬৯)

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ : إِذاَ قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَنْتَ طَالِقٌ أَنْتَ طَالِقٌ أَنْتَ طَالِقٌ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَسَقَطَتْ اِثْنَتَانِ.(مصنف ابن أبي شيبة - (ج 4 / ص20)

অর্থঃ ইব্রাহীম কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন,কেউ যখন তার স্ত্রী কে সহবাসের পূর্বে বলে, তুমি তালাক্ব, তুমি তালাক্ব,তুমি তালাক্ব" তাহলে একটি তালাক্বে বায়েনা সুগরা (ছোট পার্থক্যকারী) পতিত হবে, দুটি বাতিল হয়ে যাবে। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ,৪/২০পৃঃ) তালাক।

www.QuranerAlo.com

عَنْ عَلِّيٍ فِيْ مَنْ طَلَّقَ ثَلاَثاً قَبْلَ الدُّخُوْلِ قَالَ : لاَتَحِلُّ حَتىَّ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. (السنن الكبرى البيهقي)

অর্থঃ আলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, যে ব্যক্তি সহবাসের পূর্বে নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দিল তার সম্পর্কে তিনি বলেন,অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ না করা পর্যন্ত তার জন্য হালাল হবে না। (বাইহাক্বী)

এ বিষয়ে আমরা দ্বন্দ্ব মুখোর বর্ণনা লক্ষ্য করলাম। কিন্তু অধিকাংশ বর্ণনায় এক তালাক্বের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তবে যে বর্ণনায় তিন তালাক্বের কথা রয়েছে তার উত্তর ইতি পূর্বে দেয়া হয়েছে। মহিলা সহবাসকৃতা হোক অথবা অসহবাসকৃতা,এক মসলিসে তিন তালাক্ব পতিত হবে না, হবে একটি। পূর্ণ হারাম হতে হলে তিন তালাক্ব পূরণ হতে হবে। এটিই হচ্ছে সঠিক তথ্য।

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ عَطَاءٌ فَقُلْتُ إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.(المؤطا كتاب الطلاق)

অর্থঃ আতা ইবনে ইয়াসার কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন,জনৈক ব্যক্তি এসে আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনিল আস ﷺ কে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যিনি সহবাস করার পূর্বে নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দিয়েছেন, আতা বলেন, আমি বললাম,অসহবাসকৃতা মহিলার তালাক্ব একটি,অতঃপর আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনিল আস ﷺ আমাকে বলেন,তুমি হচ্ছো বর্ণনাকারী মুফতী নও, এক তালাক্ব তাকে *"বায়েন" (স্বামী থেকে আলাদা) করবে এবং তিন তালাক্ব তাকে*

www.QuranerAlo.com

(স্বামীর জন্য) হারাম করবে যতক্ষণ না অন্য পুরুষকে বিবাহ করছে। (মুআত্তা,কিতাবুত্তালাক্ব)

তবে সহবাসকৃতা ও অসহবাসকৃতা মহিলার মধ্যে পার্থক্য হলো;

১.সহবাসকৃতা মহিলাকে এক মজলিসে তিন তালাক্ব দিলে এবং স্বামী ইদ্দতের মধ্যে পুনঃগ্রহণ করলে একটি রাজয়ী তালাক্ব পতিত হবে। তারা সংসার করতে পাববে।

২. অসহবাসকৃতা মহিলাকে এক মজলিসে এক তালাক্ব দিক অথবা তিন তালাক্ব, সাথে সাথে একটি ছোট তালাক্বে বায়েনা পড়ে যাবে। সে ইচ্ছা করলে ইদ্দত পালন ছাড়াই অন্য পরুষকে বিবাহ করতে পারে অথবা প্রথম স্বামীর সঙ্গে মোহর ও বিবাহ নবায়ণের মাধ্যমে সম্পর্ক কায়েম করতে পারে। কারণ অহসবাসকৃতা মহিলার ইদ্দত নেই।

সহবাসকৃতা মহিলার জন্য তালাক্বে রাজয়ীর সুযোগ আছে। কিন্তু অসহবাসকৃতা মহিলার রাজয়ী তালাক্বের সুযোগ নেই সরাসরি তালাক্বে বায়েনা পড়ে যাবে।

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.﴾ (49) سورة الأحزاب

অর্থঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা মু'মিন নারীগণকে বিবাহ করবার পর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক্ব দিলে তেমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে। তোমরা তাদেরকে কিছু সামগ্রী দিবে এবং সৌজন্যের সাথে তাদেরকে বিদায় করবে। (আহযাবঃ ৪৯)

কিন্তু সহবাস কারার পূর্বে স্বামী মরে গেলে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

www.QuranerAlo.com

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .﴾ (سورة البقرة 234) .

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যু মুখে পতিত হয় তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষায় থাকবে,যখন তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে তখন যথাবিধি নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত। (বাকারাঃ ২৩৪)

কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় আমাদের সমাজে কেউ যদি তালাক্ব বলে ফেলে তাহলে আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে বিবি হারাম হয়ে যায় এবং মুফতী সাহেবের ফাতওয়ার ভিত্তিতে হিল্লা করানো হয় অর্থাৎ এক রাতের জন্য অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে বিবি হালাল করা হয়। এ ভাবে কত মা,বোনের ইজ্জত নষ্ট হচ্ছে আল্লাহই ভালো জানেন!!!

হিল্লা কি?

হিল্লা, আরবী শব্দ, এর অন্য রূপ হালাল,যার অর্থ বৈধ। হালালের বিপরীত হারাম। যে হালাল করে তাকে মুহাললিল বলে। যার জন্য হালাল করা হয় তাকে মুহাললাল্লাহু বলা হয়।

আমাদের সমাজে এক প্রকার লোক যারা চিন্তা ভাবনা না করে এক মজলিসে এক বাক্যে তিন তালাক্ব দিয়ে স্ত্রী হারাম করে দেয়, ও হালালা করার উদ্দেশ্যে তালাক্বের চুক্তিতে এক রাতের জন্য অন্য ব্যক্তির সাতে বিবাহ দেয়!!! ইসলামে এ ধরণের কোন বিধান নেই।

www.QuranerAlo.com

এই অসভ্য কর্ম ইসলামী বিধান হওয়া দুরের কথা,বরং ইসলাম তা হারাম করেছে এবং তা থেকে মুসলিদের সতর্ক করেছে,কারণ ঐ কর্ম ব্যভিচার।

ইসলামের দৃষ্টিতে হিল্লা

ইসলামের দৃষ্টিতে হিল্লা ব্যভিচার এবং হারাম। হালাল-হারাম আমার-আপনার কথায় প্রমানিত হবে না, চাই কুরআন অথবা হাদীসের বাণী। আসুন দেখি এ সম্পর্কে কি বাণী রয়েছে;

عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (الترمذي 319/4 وقال حديث صحيح، وصححه الألباني)

অর্থঃ আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ মুহাললিল (হালালকারী) এবং মুহাললালাহু (জার জন্য হালাল করা হচ্ছে) এর উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (তিরমিযী,৪/৩১৯,ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আল-বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِسْمَعِيلُ وَأُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.(أبوداود 467/5)

অর্থঃ আলী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন,আমার মনে হচ্ছে ইসমাঈল বর্ণনাটি রাসূল ﷺ এর সাথে সমপৃক্ত করেছেন,নবী ﷺ বলেছেন,আল্লাহ মুহাললিল (হালালকারী) এবং মুহাললালাহু (জার জন্য হালাল করা হচ্ছে) এর উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (আবুদাউদ ৫/৪৬৭)

www.QuranerAlo.com

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمُحَلِّلِ، قَالَ:لا نِكَاحَ إِلا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، لا نِكَاحَ دَلْسَةٍ، وَلا مستهزئٍ بِكِتَابِ اللَّهِ لَمْ يَذُقِ الْعُسَيْلَةَ.(المعجم الكبير للطبراني 9/3)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,রাসূল ﷺ কে মুহাললিল (হালালকারীর) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন, স্থায়ী সংসারের উদ্দেশ্য ব্যতীত বিবাহ নেই। প্রতারনার বিবাহ নেই এবং আল্লাহর কিতাবের সাথে বিদ্রুপকারীর (অর্থাৎ হালালাকারীর) যৌন তৃপ্তি নেই। (মু'জামুল কাবীর, তাবারানী,৩/৯)

نَافِعٍ عَنْ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ عَنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ لِيُحِلَّهَا لأَخِيهِ هَلْ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ : لاَ إِلاَّ نِكَاحَ رَغْبَةٍ كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سِفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم (سنن البيهقى - (ج2 / ص 48،الحاكم،1/3 النسن الصغرى 247/2

অর্থঃ নাফে' ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন জনৈক ব্যক্তি তার কাছে এসে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন যিনি তার স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দিয়েছেন,অতঃপর ঐ মহিলাকে তার (স্বামীর) ভাই কোন প্রতারনা ছাড়া নিজ ভায়ের জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করেছে, সেকি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি বললেন, না। স্থায়ী সংসারের নিয়ত ব্যতীত বিবাহ নেই। এটি আমরা রাসূলের যুগে বেভিচার মনে করতাম। (সুনানুল কুবরা বাইহাক্বী ৭/৭)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنَ اللهُ الَمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (مسند أحمد323/3، البيهقي 208/7، ابن الجارود في المنتقى684، البزار في مسند،1242 ، ابن أبي شيبة 1/45/7 ، الهيثمي في مجمع الزوايد 267/4، و حسنه الباري)

www.QuranerAlo.com

অর্থঃ আবু হুরাইরাহ ﷺ বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ মুহাললিল (হালালকারী,) মুহাললাললাহু (জার জন্য হালাল করা হচ্ছে) এর উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (মুসনাআোহমাদ,৩/৩২৩, বাইহাক্বী,৭/২০৪,ইবনে জারুদ ফিল মুনতাক্বা ৬৮৪, ইবনে আবী শাইবা ৭/৪৫/১, আল-হাইসামী, মাজমুআয্যাওয়ায়েদ ৪/২৬৭) এবং বুখারী এটিকে উত্তম বলেছেন।

হিল্লাকারী রাসূল ﷺ এর ভাষায় ভাড়টে পাঁঠা

عن عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

(بن ماجة 61/6)

অর্থঃ উক্ববা বিন আমের ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদের কে ভাড়াটে পাঠার সংবাদ দিব না? তাঁরা বললেন, হাঁ আল্লাহর রাসূল, রাসূল ﷺ বললেন, সে হচ্ছে হালালকারী,আল্লাহ হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হচ্ছে তার উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (ইবনে মাজাহ ৬/৬১)

এ বিষয়ে সাহাবাগণের উক্তি

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لاَ أُوْتِيَ بِمُحَلِّلٍ وَلاَ مُحَلَّلٍ لَهُ إِلاَّ رَجَمْتُهُماَ.(مصنف ابن أبي شيبة 45/7)

www.QuranerAlo.com

অর্থঃ উমার বিন খাত্তাব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট মুহাললিল ও মুহাললাললাহু কে উপস্থিত করা হলে তাদের উভয়কে রজম (পাথর মেরে হত্যা করতাম)। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা৭/৪৫)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيْكٍ العَامِرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يسْئَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِبنَةَ عَمٍّ لَهُ ، ثُمَّ رَغِبَ فِيْهاَ وَنَدِمَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ يُحِلَّهَا لَهُ ، فَقَالَ اِبْنُ عُمَرَ : كِلاَهُمَا زَانٍ وَإِنْ مَكَثَا كَذَا وَكَذاَ ، ذَكَرَ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكِ ، إِذاَ كَانَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَرِيْدُ أَنْ يُحِلِّهَا له.(مصنف عبد الرزاق، ج6 / ص266)

আব্দুল্লাহ বিন শারীক আল-আ-মেরী কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন,আমি ইবনে উমার ﷺ কে বলতে শুনেছি, তাকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তার চাচার মেয়েকে (নিজ স্ত্রীকে) তালাক্ব দেয়,অতঃপর সে লজ্জিত হয় ও স্ত্রীর পুনঃগ্রহণে আগ্রহী হয়,এ জন্য এক ব্যক্তি মহিলাকে তার স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করার ইচ্ছা করে। প্রত্যুত্তরে ইবনে উমার বলেন,উভয়ে ব্যভিচারী যদিও তারা কুড়ি বছর অথবা অনুরূপ কাছা-কাছি সময় ধরে সংসার করে যদি সে হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে থাকে যা আল্লাহ জানেন। (মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক,৬/২৬৬)

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: رُفِعَ رَجُلٌ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لِيُحِلِّهَا لِزَوْجِهَا فَفَرَّقَ بَيْنُهُماَ،وَقَالَ لاَ تَرْجِعُ إِلَيهِ إِلاَّ بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ غَيْرِ دَلْسَةٍ. (البيهقي الدر، المنثور 507/1)

অর্থঃ সালমান বিন ইয়াসার বলেন, উসমান বিন আফ্ফান ﷺ এর কাছে ঐ ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হয়, যে জনৈক মহিলাকে এই উদ্দেশ্যে বিবাহ করে যাতে সে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায়। অতঃপর

www.QuranerAlo.com

তিনি দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বলেন,এ ভাবে সে প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাবে না বরং প্রতারনা ব্যতীত স্থায়ীভাবে সংসার করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করলে (এবং সে সেচ্ছায় তালাক্ব দিলে) প্রথম স্বামীর কাছে বিবাহ নবায়ণের মাধ্যমে ফিরে যাবে।(বাইহাক্বী,দুররুল মানসূর ১/৫০৭)

عَنْ عَلِيِ ابْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فِيْ الْمُحَلِّلِ: لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ غَيرِ دَلْسَةٍ،وَلاَ اِسْتِهْزَاءٍ بِكِتَابِ اللهِ .(أبوبكر الطرطوشي)

অর্থঃ আলী ইবনে আবী তালেব ﷺ হালালকারীর জন্য বলেন, (হিল্লা বিবাহ দ্বারা স্ত্রী প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাবে না। বরং প্রতারনা ও আল্লাহর কিতাবের অবজ্ঞা ব্যতীত স্থায়ীভাবে সংসার করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করলে। (আবু বাকর আততারতুশী)

এ বিষয়ে তাবেয়ীগণের উক্তি

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذاَ نَوَى النَّاكِحُ أَوْالمُنْكِحُ أَوْ المرْأَةُ أَوْ أَحَدٌ مِّنْهُمُ التَّحْلِيْلَ فَلاَ يَصِحُّ.
(إغاثة اللهفان398)

অর্থঃ কাতাদাহ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলে,বিবাহকারী বিবাহ প্রদানকারী, মহিলা অথবা তাদের মধ্যে কেউ একজন যদি হিল্লার নিয়ত করে তাহলে বিবাহ শুদ্ধ হবে না। (ইগাসাতুল লাহফান,ইবনে কাইয়েম,৩৯৮)

قال أَبُوْبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَلْمُزَنِّي فِيْ الْمُحَلِّلِ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ: أَوْلَئِكَ كَانُوْا يُسَمُّوْنَ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ التَّيْسَ الْمُسْتَعَارَ.(المصدر السابق)

অর্থঃ আবু বাকর বিন আব্দুল্লাহ আল-মুযানী মুহাললিল ও মুহাললাললাহুর জন্য বলেন,তাদেরকে জাহিলী যুগে ভাড়াটে পাঁঠা বলা হত। (ঐ)

عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرأَةً كَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثاً قَبلَ ذَلِكَ، أَيُطَلِّقُهاَ لِتَرْجِعَ إِلىَ زَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ فَقَالَ : لاَ، حَتَّى يُحَدِّثُ نَفسَهُ أَنَّهُ يَعْمُرُ مَعَهاَ وَتَعْمُرُ مَعَهُ. (الجوزجاني،إغاثة اللهفان)

অর্থঃ শা'বী কর্তৃক বণির্ত, তাঁকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে এমন এক মহিলাকে বিবাহ করে যার স্বামী তাকে এর পূর্বে তিন তালাক্ব দেয়,তাকে কি তার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তালাক্ব দিবে? তিনি বললেন, না। যতক্ষণ পুরুষ মহিলার সাথে এবং মহিলা পুরুষের সাথে জীবন কাটানোর উদ্দেশ্যে বিবাহ না করবে। (আল-জুরজানী, ইগাসাতুল লাহফান)

عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ اَلْحَسَنَ يَقُوْلُ: فِيْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً يُحَلِّلُهَا وَلاَ يَعْلَمُهاَ؟ فَقَالَ: اَلْحَسَنُ اِتَّقِ اللهَ ، وَلاَ تَكُنْ مِسْمَارَ نَارٍ فِيْ حدُوْدِ اللهِ .(إغاثة اللهفان399/1)

অর্থঃ মুআম্মার বর্ণনা করেন তাদের নিকট হতে যারা হাসানকে বলতে শুনেছে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে জনৈকা মহিলাকে তার স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে। অতঃপর তিনি বলেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহর সীমা লংঘনে জাহান্নামের পেরেক হয়ো না। (ইগাসাতুল লাহফান ১ম খন্ড,ইবনে কাইয়েম ৩৯৯/১ পৃঃ)

قَالَ إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُ: إِذاَ كَانَ نَيَّةُ أَحَدِ الثَّلاَثَةِ: اَلزَّوْجُ الأَوَّلُ، اَلزَّوْجُ الآخِرُ، أَوْ اَلمَرَأَةُ: أَنَّهُ مُحَلِّلٌ، فَنِكاَحُ الآخِرُ بَاطِلٌ، وَلاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ.(إغاثة اللهفان)

www.QuranerAlo.com

অর্থঃ ইব্রাহীম নাখায়ী বলেন,প্রথম স্বামী, দ্বিতীয় স্বামী, অথবা মহিলা,তিন জনের মধ্যে একজনেরও যদি এ নিয়ত থাকে যে সে হালালকারী তাহলে দ্বিতীয় বিবাহ বাতিল,প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। (ঐ)

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :إِنْ طَلَّقَهَا اَلْمُحَلِّلُ فَلاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ أَنْ يَقْرِبُهَا إِذاَ كَانَ نِكَاحُهُ عَلىَ وَجْهِ التَّحْلِيْلِ. (مصدرالسابق)

অর্থঃ কাতাদাহ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি হালালকারী তালাক্ব দেয় তাহলে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না এবং সে তার নিকটে যাবে না, বিবাহ যদি হালাল করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। (ঐ)

قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبَ: فِيْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لِيُحِلَّهاَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ وَلَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ وَلاَ الْمَرَأَةُ، قَالَ : إِنْ كَانَ إِنَّمَا نِكَاحُهَا لِيُحِلَّهاَ، فَلاَ يِصْلُحُ ذَلِكَ لَهُمَا، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ. (حرب في مسائله، إغاثة اللهفان.)

অর্থঃ সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব ঐ ব্যক্তির জন্য বলেন,যে ব্যক্তি জৈনক মহিলাকে বিবাহ করে যাতে সে তার প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যায় অথচ এ ব্যাপারে প্রথম স্বামী ও মহিলা কিছুই জানে না । তিনি বলেন, বিবাহ যদি হালাল করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তাহলে এ বিবাহ তাদের জন্য শুদ্ধ নয় এবং মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালালও হবে না।(ঐ)

www.QuranerAlo.com

তাবে তা-বেয়ীন ও তাদের পরের যুগে জ্ঞানীদের উক্তি

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُ: إِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يُرِيْدُ أَن يُحِلُّهَا لِزَوْجَهَا الأَوَّلِ، ثُمَّ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا، لاَيُعْجِبُنِي إِلاَّ أَنْ يُفَارِقَ، وَيَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيْداً.(إغاثة اللهفان ،ابن قيم الجوزي)

অর্থঃ সুফাইয়ান সওরী বলেন,যদি (মুহাললিল) মহিলাকে তার স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, অতঃপর সে নিজের কাছে রেখে নেয়ার ইচ্ছা করে তাহলেও এটি আমার কাছে পছন্দনীয় নয়, তাদের দু'জনকে আলাদা করতে হবে এবং নতুন করে বিবাহ করতে হবে। (ঐ)

قَالَ إِسْحَاقُ رحمه الله : لاَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا، لِأَنَّ الْمُحِلِّلَ لَمْ تَتِمَّ لَهُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ.

অর্থঃ ইসহাক্ব রাহেমাহুল্লাহ বলেন,(হালালাকারী যদি হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করে অতঃপর সে নিজের কাছে রেখে নেয়ার ইচ্ছা করে তাহলেও) তার জন্য তাকে ধরে রাখা বৈধ নয়,কারণ তার বিবাহ বন্ধন পূরণই হয়নি।

قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ : يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كلِّ حَالٍ، وَتَكُوْنُ الْفُرْقَةُ فَسْخًا بِغَيْرِ طَلاَقٍ.

অর্থঃ মালেক রাহেমাহুল্লাহ বলেন, যে কোন অবস্থায় তাদের মধ্যে পার্থক্য ঘটাতে হবে এবং তাদের এই পার্থক্য নেকাহ বাতিল করণ হিসেবে হবে, তালাক্ব নয়। (ইগা সাতুল লাহফান ইবনে কাইয়েম ১/৩৯২-৪০০)

www.QuranerAlo.com

وَقَالَ اَلْجَوْزَجَانِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ:سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ وَفِيْ نَفْسِهِ أَنْ يُحِلِّلَهَا لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ، وَلَمْ تَعْلَمِ اَلْمَرْأَةُ بِذَلِكَ؟ فَقَالَ:وَهُوَ مُحَلِّلٌ، إِذاَ أَرَادَ بِذَلِكَ الإِحْلاَلَ فَهُوَ مَلْعُوْنٌ.(إغاثة اللهفان ،ابن قيم الجوزي)

অর্থঃ আল-যাওযজানী বলেন, ইসমাঈল বিন সায়ীদ আমাদেরকে হদীস বর্ণনা করেন,তিনি বলেন,আমি আহমাদ বিন হাম্বলকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে এক মহিলাকে বিবাহ করে এই নিয়তে যে সে মহিলাকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করবে,অথচ মহিলা খবর জানে না? (তাহলে কি হবে।?) প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, সে মুহাললিল (হিল্লাকারী), আর যখন সে হালালার উদ্দেশ্যে বিবাহ করবে তখন সে মালউন অর্থাৎ অভিশপ্ত। (ঐ)

এ বিষয়ে কেবল দু'একটি বর্ণনা উল্লেখ করা আমি যথেষ্ট মনে করতাম। কিন্তু তা না করে রাসূল ﷺ এর হাদীস,সাহাবা,তাবেয়ী এবং তা-বেত'তাবেয়ীনদের অনেক উক্তি উল্লেখ করেছি,যাতে পাঠক-পাঠিকা উপলব্ধি করতে পারেন যে রাসুল ﷺ যুগ ও তার পরের যুগ পর্যন্ত মুসলিম মনিষীগণ প্রচলিত হিল্লাকে অবৈধ ও অভিশাপের কর্ম বলে সতর্ক করেছেন!!!

হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ কোন দিন ইসলামী বিবাহ হতে পারে না। ইসলামী বিবাহের অনেক শর্ত,বিধি-বিধান আছে,সে গুলো বাস্তবায়িত না হলে ইসলামী বিবাহ বলে বিবেচিত হবে না। যেমন,মোহর,অভিভাবক,প্রচার এবং জীবনভোর সংসার করার নিয়তে বিবাহ করা ইত্যাদি।

www.QuranerAlo.com

ইসলামী বিবাহ বনাম হিল্লা (হালাল করণ) বিবাহ

ইসলামী বিবাহ	হিল্লা (হালাল করণ বিবাহ
১.নিয়তঃ জীবনভোর সংসারের নিয়ত থাকে।	১.নিয়তঃ এক অথবা দু'রাত পর তালাক্ব দেয়ার নিয়ত থাকে।
২.উদ্দেশ্যেঃ সন্তান গ্রহণ।	২.উদ্দেশ্যঃ অন্য পরুষের জন্য হালাল করণ।
৩.সম্মতিঃ মেয়ের সম্মতি ওয়াজিব।	৩.সম্মতিঃ মেয়ের সম্মতির গুরুত্ব নেই।
৪.সমতাঃ দ্বিপাক্ষিক সমতার খেয়াল করা।	৪.সমতাঃ সমতার কোন প্রশ্নই নেই, যাকে পায় তাকেই ধরে বিয়ে পড়িয়ে দেয়।
৫.মোহরঃ মোহর দেয়া ফরয।	৫ মোহর নির্ধারণ করা হয় কিন্তু আদায় করা হয় না।
৬.প্রচারঃ প্রচার সুন্নাত।	৬.প্রচারঃ প্রচার না করে গোপনে কাজ সারা হয়।
৭.অলীমাঃ অলীমা করা হয় এবং দাওয়াত দেয়া হয়।	৭.অলীমা করাই হয় না।
৮.বিদায়ীঃ সম্মান ও শান্তির সাথে শ্বশুর বাড়ী পাঠানো হয়।	৮.বিদায়ীঃ এ সব হয় না মেয়েকে নিজেই যেতে হয়।
৯.জামাই-মেয়ের অনুভূতিঃ উভয়ের মন প্রেম ও আনন্দে	৯.জামাই মেয়ের অনুভূতিঃ মেয়ে লজ্জায় অন্ধকার দেখে।

www.QuranerAlo.com

পরিপূর্ণ থাকে।	
১০.সাজ গোছঃ বান্ধবী ও বোনরা আনন্দের সাথে সাজায়।	১০.সাজ গোছঃ বধূ সাজের কোন প্রশ্ন নেই।
১১.দুআঃ আত্মীয় স্বজনরা দোয়া করে, কাল্যাণ কামনা করে।	১১.দুআঃ দুআ তো নেই বরং লোকেরা অভিশাপ দেয়,খোচা মারে এবং ঘৃণা করে।
১২.বাসর ঘরঃ শ্বশুড়ালয়ে সকলে আনন্দিত হয়।	১২.বাসর ঘরঃ শ্বশুড়ালয়ের লোকেরা লজ্জিত হয়।
১৩. ভরণ পোষণঃ স্বামীর দায়িত্ব।	১৩.ভরন পোষনঃ হালালকারী কিছু দেয় না। বরং গ্রহণ করে।

এ ধরণের পার্থক্যের কথা ইমাম ইবনে কাইয়েম নিজ গ্রন্থ ইগাসাতুল লাহফানে উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে যথা সম্ভম শায়েখ মুহাম্মাদ ইকবাল কেলানী তার কিতাব " তালাক্ব কে মাসায়েল" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ২৩-২৪পৃঃ

নিকাহে মুতাআ' (নিদিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি বিবাহ)

নিদিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি বিবাহকে নেকাহে মুতআ' বলে। ইসলামের প্রথম দিকে এ ধরণের বিবাহ বৈধ ছিল। অতঃপর তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করা হয়। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ তুলনা করতে গিয়ে বলেন,নেকাহে মুতাআ'র চেয়ে হিল্লা বা হালাল করণ বিবাহ অধিক ঘৃণিত। এর কায়েকটি দিক নিম্নে উল্লেখ করা হলো;

www.QuranerAlo.com

১.নেকাহে মুতাআ' ইসলামের প্রথম দিকে বৈধ ছিল। কিন্তু হিল্লা (হালাল করণ) বিবাহ কোন সময়ের জন্য ইসলামী বিধানভুক্ত হয়নি।
২.রাসূলের যামানায় সাহাবাগণ নেকাহে মুতাআ করেছেন। কিন্তু তাঁরা কোন দিন হিল্লাকারী বা হালালকারী ছিলেন না।
৩.নেকাহে মুতাআর ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর পক্ষ থেকে "লা'নত" অভিশাপের শব্দ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু হালালকারীর ও যার জন্য হালাল করা হচ্ছে তার উপর অভিশাপ করা হয়েছে।
৪.নেকাহে মুতাআয় পরুষ-মহিলার আপশে কিছুকাল অতিবাহিত করার শুদ্ধ নিয়ত থাকে। কিন্তু হালাল করণ বিবাহে এ ধরণের কোন উদ্দেশ্য থাকে না। পাঁঠার ভূমিকা পালন করে।
৫.নেকাহে মুতাআয় বিবাহকারী নিজের জন্য বিবাহ করে। এটিই বিবাহের রহস্য। কিন্তু হালালকারী নিজের জন্য বিবাহ করে না অপরের জন্য করে।
৬.হিল্লাকারী মুনাফেক্বদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ মুনাফেক্ব ইসলামের বাহ্যিক-আভান্তরিন সব দিক মেনে চলার কথা প্রকাশ করে। কিন্তু বাতেনী অর্থাৎ আভ্যন্তরিন দিক থেকে তা আঁকড়ে ধরে না। অনুরূপ হিল্লাকারী বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করে যে সে নিজের জন্য বিবাহ করে। কিন্তু আভ্যন্তরিন দিক থেকে সবই বিপরীত। সে নিজের জন্য বিবাহ করে না, সে তার স্বামীও নয় এবং তার প্রতি সন্তুষ্টও থাকে না।
৭.সঠিক রুচি বোধ অন্তর-ফিৎরত, যাকে জেহালত এবং তাক্বলীদ কাবু করতে সক্ষম হয়নি এ ধরণের অন্তর ও ফিৎরত হিল্লা বা হালাল করণকে চরম ঘৃণা করে,,,অপর দিকে নেকাহে মুতাআ' হিল্লার মত ততটা বিবেক ও স্বভাব বিরোধী ছিল না, যদি তাই হত তাহলে ইসলামের প্রথম দিকে তা বৈধ হত না।

www.QuranerAlo.com

আমি বলি,হিল্লা করণ এমন জঘন্য প্রথা যা কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে পারবে না। সঠিক রুচি সম্পন্না মহিলাকে ঐ হালালা বা হিল্লার কথা বলা হলে লজ্জায় মুখ কালো হয়ে যায়। এ রকম "সংবাদ" প্রচার মাধ্যমে আমি শ্রবণ করেছি; যখন জনৈকা মহিলাকে হালাল করণের কথা বলা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন, আমি ঐ অমানবিক কর্ম করতে রাযী নই। আমিও ঐ মহিলার কথাকে সমর্থন করি। সত্যিকার অর্থে ইসলামে হিল্লাহর মত সভাব বিরোধী কোন বিধান নেই। বরং ইসলামের বিধানসমূহ মানুষের ফিতরৎ সম্মত।

এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা হিল্লা বা হালাল করণের বিবাহ ইসলামের দিষ্টিতে কি তা বুঝতে পারলাম। এরপরও এক শ্রেণীর লোকদের দেখা যায় যে তারা হিল্লার মত জঘন্যতম কর্মকে শরীয়তের কর্ম জ্ঞান করে ফতওয়া দেয় ও তা বাস্তবায়ণের হুকুম জারি করে! না করলে চাপ সৃষ্টি করে, তাতে রাযী না হলে তার সঙ্গে বইকট ঘোষণা করে!!! এর প্রমাণে মাসিক তাহরীক পত্রিকা (১১তম বর্ষ ৫ সংখ্যা,ফেব্রুয়ারী ২০০৮) এর প্রকাশিত জনৈক ব্যক্তির প্রশ্ন ও তার উত্তর পাঠকের সামনে তুলে ধরছিঃ

প্রশ্নঃ (৩১/১৯১) আমার জামাই এবং মেয়ের সংসার করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোন কারণ বসতঃ আমি জোরপূর্বক জামায়ের কাছ থেকে মেয়েকে তালাক্ব নিয়েনি। কাযীর সামনে জামাইও ১-২-৩ তালাক্ব প্রমাণ করে। এখন মেয়ে ও জামাই দু'জনে আমার অজান্তে অন্যখানে আবার কাযীর দ্বারা বিবাহ করে সংসার করছে। এখন সমাজের লোকেরা বলছে যে,তোমার মেয়েকে হিল্লা দিতে হবে। অন্যথায় আমরা তোমাকে সমাজে রাখব না। বিষয়টি সঠিকভাবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

www.QuranerAlo.com

উত্তরঃ পিতা যদি জোরপূর্বক তালাক্ব নিয়ে থাকে তাহলে তালাক্ব হয়নি কারণ জোরপূর্বক তালাক দিলে সেই তালাক্ব হয় না। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা,বাইহাক্বী,ইরওয়ালুল গালীল, হাদীস ৭/১১২) এ ছাড়া জামাই এক বৈঠকে তিন তালাক্ব দিলেও এক তালাক্ব হয়েছে। কারণ এক সঙ্গে তিন তালাক্ব এক তালাক্ব বলে গণ্য হবে। (মুসলিম,বুলুগুল মারাম,হা /১০৭০৭) এ মতাবস্তায় তার স্ত্রীকে ইদ্দত কালের মধ্যে এমনিতেই ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর ইদ্দত শেষ হলে শুধু নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। (মুসলিম ১৪৭২,ফিক্বহু,সসুন্নাহ ২/২৯৯।) প্রশ্নের বিবরণ সঠিক হলে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ ও ঘর সংসার বৈধ হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হিল্লা এক জঘন্য প্রথা। রাসূল ﷺ হিল্লাকারীকে ভাড়াটে ষাঁড়ের সাথে তুলনা করেছেন। (দারেমী,সনদ সহীহ, মিশকাত,হা ৩২৯৬,ইরওয়াউল গালীল,হা ১৮৯৭,৬/৩০৯ পৃঃ)

পাঠক এবার আপনি বিচার করুন আমাদের সমাজে যারা ঐ জঘন্য কর্ম করে আসছে,মা-বোনদের ইজ্জত নষ্ট করছে তারা কোন পথে চলছে? এটি হলো শয়তানের চক্রান্ত, যে আদম সন্তানের চির শত্রু।

হিল্লা সংশয়

উক্ত আলোচনায় আমরা হিল্লার সর্মথনে কোন প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিনি। করবো কেমন করে? হিল্লার দলীল কুরআন-হাদীসে নেই। যা পেয়েছি তা সবই তার বিপরীত। এক মুর্হূতে তিন তালাক্ব দিলে এক তালাক্ব হবে না তিন তালাক্ব? কুরআন-হাদীসের আলোকে এক তালাক্ব হবে তিন নয়, যা আমরা পূর্বে জেনেছি। যারা তিন তালাক্ব হবে বলেছেন

www.QuranerAlo.com

তারাও দলীল পেশ করেছেন, সে দলীল যেমনই হোক, কিন্তু হিল্লা করতে হবে এ কথা তারা কোন স্থানে বলেননি। যারা হিল্লার সংশয়ে পড়েছে তাদের সংশয় কুরআনের এই আয়াত ও হাদীস; (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.) অর্থাৎ, অতঃপর যদি সে তাকে তালাক্ব দেয় তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না,যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ করবে। (বাকারাহ ২৩০)

عن عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ.(البخاري)

অর্থঃ আয়েশা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক্ব দেয় অতঃপর মহিলাটি দ্বিতীয় বিবাহ করে এবং পুনরায় দ্বিতীয় স্বামীর নিকট তালাক্ব প্রাপ্তা হয়,অতঃপর এবিষয়ে রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে? তিনি বললেন, না। যথক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তার যৌন স্বাদ গ্রহণ করেছে, যেমন করেছে প্রথম স্বামী। (বুখারী) উক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা তারা সংশয়ে পরেছে। তাদের সংশয়;

১.হিল্লাকারীদের ধারণা,এক বাক্যে তিন তালাক্ব বলে দিলে একবারে বিবি হারাম হয়ে যায়। হাদীসে (সালাসান) শব্দের অর্থ এক বাক্যে তিন তালাক্ব বলে ধোকা খেয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়, তিন তোহরে অথবা তার চেয়ে অধিক বিভিন্ন সময়ে তিন তালাক্ব। এর ব্যখ্যা ইতি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

২. স্ত্রী হারাম ফতওয়া দেয়ার পর তারা হিল্লার মাধ্যমে অর্থাৎ এক রাতের জন্য চুক্তি বিবাহ দিয়ে সকালে তালাক্ব দিয়ে দেয় এবং প্রথম স্বামী বিবাহ করে। হাদীসের শব্দ; (যথক্ষণ না দ্বিতীয় স্বামী তার যৌন

www.QuranerAlo.com

স্বাদ গ্রহণ করেছে, যেমন করেছে প্রথম স্বামী।) এ দ্বারা ধোকা খেয়েছে। হাদীসে কিন্তু চুক্তি বিবাহের পর স্বাদ গ্রহণের কথা বলা হয়নি বরং শরীয়ত সম্মত বিবাহের পর স্বাদ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

কুরআন-হাদীসের আলোকে তিন তোহরে তিন তালাক্ব দেয়া হলে স্ত্রী একবারে হারাম হয়ে যায়, তাকে পাওয়ার জন্য প্রথম স্বামীর কোন রাস্তা বাকী থাকে না মাত্র একটি রাস্তা ছাড়া। সেটি হলো; কোন রকম চুক্তি ছাড়া সংসার করার উদ্দেশ্যে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ সম্পাদিত হওয়ার পর সে যদি সেচ্ছায় তালাক্ব দেয় অথবা সে যদি মারা যায় তাহলে প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করতে পারে। এই হলো আসল কথা।

তালাক্ব বা বিবাহ বিচ্ছেদের শব্দ

এটি মূলতঃ দু'প্রকারঃ

১.صريح (সারীহ) অর্থাৎ,প্রত্যক্ষ।

২.كناية (কেনায়াহ) পরোক্ষ।

* যদি পষ্টভাষায় তালাক্ব দেয়া হয় তাকে সারীহ বা প্রত্যক্ষ বলে, যেমন (طلقتك) অর্থাৎ,আমি তোমাকে তালাক্ব দিলাম। (أنت طالق) অর্থাৎ, তুমি তালাক্ব প্রাপ্তা। (كوني طالقة) তালাক্ব প্রাপ্তা হও। (خُذِيْ طَلاَقَكِ فَتَقُوْلُ أَخَذْتُهُ) তুমি তোমার তালাক্ব গ্রহণ কর, অতঃপর স্ত্রী বলবে আমি তা গ্রহণ করলাম, ইত্যাদি। যাতে তালাক্বের শব্দ

www.QuranerAlo.com

স্পষ্টভাবে থাকবে যা তালাক্ব ছাড়া অন্য কোন অর্থ বহন করবে না তাকে প্রত্যক্ষ তালাক্ব বলে।

*. আর যদি অস্পষ্ট ভাষায় তালাক্ব দেয়া হয় তাহলে তাকে (كناية) "কেনাইয়া" পরোক্ষ তালাক্ব বলা হয়। শাফেয়ীগণ বলেন,এমন শব্দ ব্যবহার করা যা তালাক্ব ও অন্য অর্থ বহন করে। যেমন, (أطلقتك) আতলাক্বতোকে,অর্থাৎ তোমাকে ছেড়ে দিলাম। এটির দু'টি অর্থ হতে পারে; ঘরে বন্দী না রেখে বাইরে যেতে অনুমতি দিলাম অথবা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে ছাড় দিলাম,এ অর্থও হতে পারে।

কেনাইয়া দু'ভাগে বিভক্তঃ

ক) (ظاهر) "যাহের" প্রকাশ্যঃ অর্থাৎ এমন শব্দ ব্যবহার করা যা তালাক্বের নিদিষ্ট অর্থ বহন না করলেও তাতে অনেকটা তালাক্বের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন,

১.أنت خلية "আনতি খালিয়াতুন" অর্থাৎ তুমি একাকী।

২.أنت بائن "আনতি বায়েনুন" অর্থাৎ তুমি আলাদা।

৩.أنت حر "আনতি হুররাতুন" অর্থাৎ তুমি স্বাধীন।

৪. تزوجي من شئت "তাজাও ওয়াযী মান শে'তি।" অর্থাৎ তুমি যাকে চাও তাকে বিবাহ কর।

৫. لا سبيل لي عليك " লা-সাবীলা লী আলাইকে" অর্থাৎ আমার জন্য তোমার কোন রাস্তা নেই।

৬. أمرك بيدك " আমরোকে বি ইয়াদিকে" অর্থাৎ তোমার ব্যাপার তোমার হাতে।

www.QuranerAlo.com

৭. حللت للأزواج " হাললালতু লিল আযওয়াজ" অর্থাৎ আমি অন্য স্বামীর জন্য হালাল করলাম।

উক্ত বাক্যগুলিতে তালাক্বের নিদিষ্ট অর্থ না বুঝা গেলেও তার স্পষ্ট ইঙ্গীত পাওয়া যাচ্ছে।

খ) **অপ্রকাশ্য কিনাইয়াঃ** অর্থাৎ এমন শব্দ প্রয়োগ করা যা তালাক্বের স্পষ্ট অর্থ বহন করে না বরং অস্পষ্ট ইঙ্গীত পাওয়া যায়। যেমন,

১.أخرجي "উখরুজী" তুমি বেড়িয়ে যাও।

২. اذهبي " ইযহাবী" তুমি যাও।

৩. ليست لي امرأة " লাইসাত লি ইমরাতুন" আমার স্ত্রী নেই।

৪. اعتدي " ই'তাদী" ইদ্দত পালন কর।

৫.الحقي بأهلك "ইলহেক্বী বিআহলেকে" তুমি তোমার পরিবারের চলে যাও।

৬.لا حاجة لي فيك " লা-হাজাত লি ফীকে" আমার তোমাকে প্রয়োজন নেই।

৭.أراحك الله مني " আরাহকিল্লাহু মিন্নী। আল্লাহ তোমাকে আমা হতে রেহায় দিন। (আল-ফিক্বহু আলাল মাযাহেবিল আরবা'আহ ,৯৯৩-৯৯৪)

www.QuranerAlo.com

তালাক্বের নিয়ত

তালাক্ব দেয়ার সময় নিয়তের প্রয়োজন আছে কি না? কেউ যদি নিয়ত না রেখে তালাক্ব দিলাম বলে অথবা তালাক্বের নিয়তে তালাক্ব শব্দ উচ্চারণ না করে অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে তাহলে তালাক্ব হবে কি না? এ বিষয়ে ফাক্বীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে; বিশাল মতভেদে না গিয়ে প্রিয় পাঠকের সমীপে কেবল সঠিক তথ্য উল্লেখ করছি; প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ যে কোন শব্দ ব্যবহার করুন না কেন তাতে তালাক্বের নিয়ত আবশ্যক।

ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন,

وَاللهُ سُبْحَانَهَ تعَالَى ذَكَرَ الطَّلاَقَ وَلَمْ وَيُعَيِّنْ لَهُ لَفْظًا، فَعُلِمَ أَنَّهُ رَدَّ النَّاسَ إِلَى مَا يَتَعَارَفُوْنَهُ طَلاَقاً، فَأَيُّ لَفْظٍ جَرَى عَرَفَهُمْ بِهِ وَقَعَ بِهِ الطَّلاَقُ مَعَ النِّيَّةِ.

অর্থঃ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা' তালাক্ব বা বিবাহ বিচ্ছেদের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার জন্য কোন একটি শব্দ নিদিষ্ট করেননি। সুতরাং জানা গেল যে, লোকেরা যা তালাক্ব বা বিবাহ বিচ্ছেদ বলে জানে আল্লাহ সে দিকে লোকদেরকে দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। সেই জন্য যে শব্দ প্রয়োগকে তারা তালাক্ব বলে জানে তা দ্বারা তালাক্ব দেয়ার সময় তালাক্বের নিয়ত থাকলে তালাক্ব শুদ্ধ হবে।

আসল উদ্দেশ্য শব্দ নয়, তা থেকে কি অর্থ বুঝা যাচ্ছে সেটিই আসল। সেই জন্য হিন্দী,তুর্কী,তথা অনআরবদের ভাষায় নিয়তের সাথে তালাক্ব হয়ে যাবে। অন্য দিকে তাদের মধ্যে কেউ যদি আরবীতে তালাক্ব শব্দ ব্যবহার করে এবং তার অর্থ না বুঝে তাহলে কখনও তালাক্ব হবে না।

www.QuranerAlo.com

কারণ সে এমন শব্দ ব্যবাহার করেছে যা সে বুঝে না এবং তা দ্বারা তালাক্বের ইচ্ছাও করে না।

তিনি আরো বলেন, সঠিক কথা হলো,(صريح)"সারীহ"স্পষ্ট শব্দ যেমন, "তালাক্ব" অথবা (كناية) "কিনাইয়া" শব্দ যেমন,"ইতক্ব" অর্থাৎ স্বাধীন যে কোন শব্দ ব্যবহার করুক না কেন, তাতে নিয়ত ছাড়া তালাক্ব শুদ্ধ হবে না। উদাহরণ স্বরূপ কেউ যদি বলে,(غلامي حر لا يأتى بالفواحش) "গোলামী হুররুন লা-ই'য়াতি বিল ফাওয়াহেশ" অর্থাৎ আমার দাস অশলীল কর্ম করে না সে স্বাধীন। এ কথা বলার সময় তার অন্তরে দাস স্বাধীন করার নিয়ত না থাকলে তার দাস মুক্ত হবে না। অনুরূপ কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর সঙ্গে পথ চলছিল কিছুক্ষণ পর দু'জনে দু'দিকে আলাদা হয়ে গেল। অতঃপর লোকটিকে জিজ্ঞাসা করা হলো তোমার স্ত্রী কোথায়? প্রত্যুত্তরে সে বলল,(فارقتها) অর্থাৎ তাকে আলাদা করে দিয়েছি। এবস্থায় লোকটি আলাদা বা তালাক্বের নিয়ত না করে থাকলে তালাক্ব হবে না। অনুরূপ কারোর স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হলে যাকে আরবীতে (طلق) (তালক্ব) বলে, আর তার স্বামী যদি এ অবস্থায় কাউকে খবর দিতে গিয়ে বলে; (إنها طالق) সে তা-লেক্ব অর্থাৎ সে প্রসব বেদনাভুক্ত। এ ক্ষেত্রে তালাক্ব হবে না। কারণ স্বামী তালাক্বের নিয়ত করেনি বরং প্রসব বেদনার সংবাদ দিয়েছে মাত্র। ,,,,, (যাদুল মাআদ,৫/২৯১)

মোট কথা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যে কোন শব্দ ব্যবহার করা হোক না কেন তাতে নিয়ত থাকা আবশ্যক নিয়ত ছাড়া তালাক্ব হবে না।

www.QuranerAlo.com

তালাক্ব কার হাতে

আমরা জানি যে তালাক্ব পরুষের হাতে,মহিলার হাতে নয়। এটি দু'টি কারণে;

১. স্ত্রী,ছেলে-মেয়ের যাবতীয় খরচ ইসলাম স্বামীর উপর অর্পন করেছে। অনুরূপ পুরুষের উপর মোহর ফরয করেছে। মোহর কখনো আদায় করা হয় আবার বাকী রাখা হয়। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের পর স্বামীকে স্ত্রীর হক আদায় করে দিতে হয়। এই কারণে স্বামীর হাতে তালাক্ব থাকা ন্যায়-ন্যায ও যুক্তি সংগত। কেন না সে যখন তালাক্ব দেয়ার ইচ্ছা করবে তখন স্ত্রীর সম্পদ পরিশোধ করার কথা স্মরণ হবে,যা সে আদায় করতে অক্ষম। যার ফলে স্ত্রীকে তালাক্ব দিতে উদ্যত হবে না বরং পরিবারটি ধবংস হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

২.মহিলারা অধিক আবেগী, তাদের ধর্য-সহ্য কম, অল্পতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। তালাক্ব যদি মহিলাদের হাতে থাকে, তাহলে তার অপব্যবহার হবে। কারণ মহিলারা পরুষের ন্যায় নিজদেরকে সংযোত রাখতে পারে না। তাই পরিবার ও দাম্পত্য সংরক্ষণের সার্থে পুরুষদের হাতে তালাক্বের চাবি থাকাই উচিৎ। (আল-ফিক্বহু আলাল মাযাহেবিল আরবাআ' ১০১৪ পৃঃ)

শায়েখ ইব্রহীম আল-জামাল বলেন,পুরুষরা যুগের সমস্যা,দুনিয়ার অবস্থায় অধিক জ্ঞাত,তারা ঘরের বাইরে অন্যের সাথে লেদ-দেন করে থাকে,সেই জন্য তারা আবেগ ব্যতীত চিন্তা-ভাবনা,দূরদর্শিতার সাথে কথা বলে,যা মহিলাদের বিপরীত। কারণ তাদের অধিকাংশ আবেগে প্রভাবিতা। তাই তাদের হাতে তালাক্বের অধিকার দেয়া হলে দাম্পত্য জীবন সমস্যায় পতিত হত। এর বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে;পশ্চিমারা যখন

www.QuranerAlo.com

পুরুষ-মহিলা উভয়ের হাতে তালাক্বের অধিকার সমানভাবে ন্যাস্ত করে তখন তাদের সমাজে তালাক্বের হার চরম পর্যায়ে পৌছে যায়। কেবল মহিলাদের হাতে তালাক্বের অধিকার ছেড়ে দেয়া হত তাহলে এক দিনে কুড়িবার তালাক্ব দিত। (ফিক্বহুল মারআতিল মসলিমাহ,২৯২-২৯৩)

খোলাআ'

খোলআ' এর শাব্দিক অর্থঃ ছাড়া,বর্জন করা। পারিভাষিক অর্থে খোলাআ হচ্ছে;সম্পদের বিনিময়ে স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করণ। মূলতঃ শরীর থেকে কাপড় ছাড়াকে খোলাআ' বলা হয় কেন না মহিলারা হচ্ছে পুরুষদের পোষাক। (নাইলুল আওতার ১৩৪২ পৃঃ)

খোলাআ দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় এটি একটি ইসলামী বিধান। এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী;

﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (البقرة229)

অর্থঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা দিয়েছো তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। অবশ্য যদি তাদের উভয়ে আশংকা হয় যে তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না,তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারোর কোন অপরাধ নেই। এটি আল্লাহর সীমা সেটি তোমরা লংঘন করো না যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লংঘন করবে তারাই অত্যাচারী। (বাকারাহ:২২৯)

www.QuranerAlo.com

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (البخاري)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,সাবেত বিন কাইসে বিন শাম্মাস এর স্ত্রী রাসূল ﷺ এর নিকটে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাবেত বিন কাইসের দ্বীন ও চরিত্রের কোন দোষ দিচ্ছি না,কিন্তু আমি ইসলামের মধ্যে থেকে স্বামীর অবাধ্যে চলা ঘৃণা করি। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি তার বাগান ফিরত দিবে? তিনি বললেন,হাঁ। রাসূল ﷺ সাবেত বিন কাইসেকে বললেন,তুমি বাগান গ্রহণ কর ও তাকে এক তালাক্ব দাও (বুখারী)

খোলাআ'র উদ্দেশ্যে নির্যাতন হারাম

কেউ যদি তার স্ত্রীকে খোলাআ'নিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে জ্বালাতন করে,অধিকার থেকে বনচিত করে, অতঃপর স্ত্রী তা সহ্য করতে না পেরে নিরুপায় হয়ে খোলাআ'নেয় তাহলে এটি স্বামীর জন্য হারাম।
ইমাম বাগোবী বললেন,যখন কেউ তার স্ত্রীকে অধিকার থেকে বনচিত করে,কষ্ট দেয় অতঃপর স্ত্রী তালাক্ব নেয় তাহলে এটি স্বামীর জন্য হারাম। (শারহুস সুন্নাহ ৯/১৯৪) আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ (النساء19)

www.QuranerAlo.com

অর্থঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে যা দিয়েছো তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে সংকীর্ণতায় ফেলো না। (নিসাঃ ১৯) তবে স্বামীর অত্যাচার ছাড়া স্ত্রী যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে স্বামীর কাছে থাকতে অপছন্দ করে এবং এটি এমন পর্যায়ে যে তার পক্ষে স্বামীর অধিকার আদায় করা সম্ভব নয়। তাহলে মহিলা খোলাআ' নিতে পারে এর প্রমাণে আল্লাহর বাণী;

﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (229)

অর্থঃ তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা দিয়েছো তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ তোমাদের জন্য বৈধ নয়। অবশ্য যদি তাদের উভয়ে আশংকা হয় যে তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না,তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিস্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারোর কোন অপরাধ নেই। এটি আল্লাহর সীমা সেটি তোমরা লংঘন করো না। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লংঘন করবে তারাই অত্যাচারী। (বাকারাহ:২২৯)

অকারণে খোলাআ'

অকারণে খোলাআ' করণে মতভেদ রয়েছে; সালাফ (পূর্ববর্তীগণ) ও খালাফ (পরর্বতীগণ) এর মধ্যে অনেকে অকারণে খোলাআ' কে হারাম বলেছেন। (ইবনে কাসীর, ১ম,৩৮১ পৃঃ)

www.QuranerAlo.com

عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.)

অর্থঃ সওবান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেছেন,যে মহিলা কোন কারণ ব্যতীত তার স্বামীর নিকট তালাক্ব চায় তার জন্য জান্নাতের গন্ধ পর্যন্ত হারাম। (তিরমিযী,হাসান)

তবে ইমাম শাফেয়ী বলেন,কারণে-অকারণে চুক্তির মাধ্যমে উভয় অবস্থায় খোলাআ' বৈধ। (ইবনে কাসীর,১/৩৮১পৃঃ)

খোলায় স্বামী কি পরিমাণ সম্পদ নিতে পারে

এর পূর্বে আমরা রাসূলের হাদীসে জেনেছি যে সাবেত বিন কাইসের স্ত্রী তার মোহর ফেফরত দিয়ে স্বামীর নিকট হতে খোলাআ' নিয়েছেন। তার মোহর ছিল একটি বাগান। এ হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে পরিমাণ সম্পদ দিয়েছে সেই পরিমাণ নিতে পারে, এতে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু স্বামী যা দিয়েছে তার চেয়ে বেশী নিতে পারে কি না এই মাসআলায় মতভেদ আছে; জমহুরের মতে অতিরিক্ত নিতে পারে। দলীল আয়াতের এই অংশ; (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) অর্থাৎ, স্ত্রী কোন কিছু দেয় তাতে তাদের উভয়ের কোন অপরাধ নেই। তাদের যুক্তি হচ্ছে যে আল্লাহ উক্ত আয়াতে কম-বেশী কোন কিছু উল্লেখ না করে সাধারণভাবে বলেছেন। (ইবনে কাসীর, ১/৩৮৩ পৃঃ, আররাওযাতুন্নাদীয়াহ ২/১২৫)

ইমাম আহমাদ,ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহওয়ায় বলেন,বেশী নেয়া বৈধ নয়। মা'মার এবং হাকাম বলেন, আলী ﷺ বলতেন,স্বামী যা দিয়েছে

www.QuranerAlo.com

তার চেয়ে বেশী নেয়া বৈধ নয়। ইমাম ইবনে কাসীরও একথা বলেছেন,তিনি দলীল হিসেবে এই বর্ণনা পেশ করেছেন;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَاد. (ابن ماجة)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, জামীলা বিনতে সালুল রাসূল ﷺ এর নিকটে এসে বলেন, আল্লাহর কসম সাবেতের দ্বীন ও চরিত্রের কোন দোষ দিচ্ছি না,কিন্তু আমি ইসলামের মধ্যে থেকে স্বামীর অবাধ্যে চলা ঘৃণা করি। অন্তরে তার কিনা রেখে চলি এ শক্তি আমি রাখি না। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি তার বাগান ফিরত দিবে? তিনি বললেন,হাঁ। রাসূল ﷺ সাবেতকে বাগান গ্রহণ করার আদেশ দেন এবং বেশী নিতে নিষেধ করেন।

عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ أَنَّ ثَابِتَ ابْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ لَمَّا أَرَادَ خُلْعَ اِمرأَتِهِ قَالَ النَّبِيَّ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَزِيَادَةً، فَقَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الزِّيَادَةَ فَلاَ. (البيهقي 7/314 والدارقطني وإسناده صحيح)

অর্থঃ আবু যুবায়ের কর্তৃক বর্ণিত,সাবেত বিন কাইস বিন শাম্মাস যখন তার স্ত্রীকে খোলাআ'করার ইচ্ছা করেন তখন নবী ﷺ বলেন,তুমি তার বাগান ফেরত দিবে? সে বলল,হাঁ তার সঙ্গে আরো বেশী দিব। অতঃপর নবী ﷺ বলেন কিন্তু বেশী নয়।

আমি মনে করি বেশী নেয়া বৈধ নয়। জমহুর যে যুক্তি দিয়েছেন তা খুব একটা সংগত নয়। তারা বলেছেন,আল্লাহ বিষয়টি সাধারণভাবে উল্লেখ

www.QuranerAlo.com

করেছেন কম-বেশী নির্ধারণ করেননি। প্রতিবাদে এ কথা বলবো,কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যা সাবেত বিন কাইসের স্ত্রীর ঘটনায় জানতে পেরেছি। দ্বিতীয় কথা হলো বেশী নেয়ার দরজা খুলা থাকলে নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পাবে। এমনিতেই পণ প্রথার জন্য নারীগণ নাজেহাল,এরপর শরয়ীতের নামে বেশী পাওয়ার ফতওয়া পেলে খোলার উদ্দেশ্যে নির্যাতন বৃদ্ধি পাবে,অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌছে যাবে। ইসলাম কারোর উপর যুলম-অত্যাচার পছন্দ করে না। তবে খোলাআ' পেয়ে স্ত্রী যদি খুশী হয়ে কিছু বেশী দেয় তাহলে হাদীয়া হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। এখানে যেমন স্ত্রী উদারতা দেখিয়েছে তেমনি স্বামীকেও উদারতা দেখানো উচিৎ যেমন, স্ত্রী খোলাআ' নিতে চায় কিন্তু তার কাছে মোহর নেই,অন্য সম্পদ নেই,অল্প যা আছে তা মোহরের সমপরিমাণ নয়, এ ক্ষেত্রে যা আছে তাই গ্রহণ করে স্বামীর উদারতা দেখানো উচিৎ। যাদে উভয়ের কল্যণ সাধিত হয়।

رُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اِمْرَأَةٌ نَشَزَتْ عَنْ زَوْجِهاَ، فَقَالَ: اِخْلَعْهَا وَلَوْبِقُرْطِهَا.(البيهقي 315/7، المحلى 240/10،المصنف،7/1185)

অর্থঃ স্বামীর অবাধ্যা জনৈকা মহিলাকে উমার বিন খাত্তাব ﷺ এর নিকট হাযির করা হয়। অতঃপর তিনি (স্বামীকে উদ্দেশ্য করে) বলেন,তাকে খোলা করে দাও যদিও তা কানের বালি দ্বারা হয়। (বাইহাক্বী,৭/৩১৫,আল-মুহাল্লা ১০/২৪০,আল-মুসান্নাফ,১১৮৫১)

www.QuranerAlo.com

ইদ্দত

কত দিন ইদ্দত পালন করবে এ নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ আছে; ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন, লোকেরা এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন। তিনি বলেন,ইমাম ইসহাক্ব,ও আহমাদ এর দু'টি বর্নণার মধ্যে শুদ্ধ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে,খোলার ইদ্দত এক হায়েয। এটি উসমান,বিন আ্ফ্ফান ও আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের মত, দলীল সাবেতের স্ত্রীর হাদীস ﷺ;

أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِىَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ « خُذِ الَّذِى لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيلَهَا ». قَالَ نَعَمْ. فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا. (سنن النسائى،ج 11 ص 290 وصححه الألباني)

অর্থঃ সাবেত বিন কায়েস বিন শাম্মাস নিজ স্ত্রীকে আঘাত করে তার হাত ভেঙ্গে দেন। মহিলা হচ্ছেন; জামীলা বিনতে আব্দিল্লাহ বিন উবাই,তার ভাই রাসূল ﷺ এর নিকটে এসে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তারপর রাসূল ﷺ সাবেতের নিকট কাউকে পাঠান এবং বলেন, তুমি তাকে যা দিয়েছো তা গ্রহণ কর এবং তার রাস্তা ছেড়ে দাও সে বলল,হাঁ। অতঃপর রাসূল ﷺ মহিলাকে এক হায়েয অপেক্ষা্ করে নিজ বাড়ী যেতে আদেশ করেন। (নাসায়ী) শায়েখ আল-বাণী বলেন, হাদীসটি সহীহ।

www.QuranerAlo.com

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.(سنن البيهقى (ج 2 / ص وصححه الألباني247)

অর্থঃ আররাবী'বিনতে মুআউওয়ায ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি রাসূলের যুগে নিজ স্বামী হতে খোলা' করে নেন অতঃপর আদেশ দেয়া হয় অথবা রাসূল ﷺ তাকে এক হায়েয ইদ্দত পালন করতে বলেন। (বাইহাক্বী,২/২৪৭) শায়েখ আল-বাণী বলেন, হাদীসটি সহীহ।

পুনঃগ্রহণ

খোলাআ' হয়ে যাওয়ার পর পুনঃগ্রহণ করা যায়? এ বিষয়ে এখতেলাফ রয়েছে; চার ইমাম সহ আরো অনেকে বলেন,খোলার পর পুনঃগ্রহণ নিষিদ্ধ। কারণ খোলা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। সেই জন্য নতুন করে বিবাহের প্রস্তাব ও বিবাহ নবায়ণ করে পুনঃগ্রহণ বৈধ হবে না। কিন্তু সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব বলেন, দু'টি শর্তে পুনঃগ্রহণ করতে পারে।

১.স্বামী যা নিয়েছে তা স্ত্রীর কাছে ফেরত দিতে হবে।

২.ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে ইদ্দতের মধ্যেই পুনঃগ্রহণ করলে বৈধ হবে। মা'মার বলেন,ইমাম যুহরীও এই কথা বলেছেন।

ইমাম ইবনে কাইয়েম,সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের কথা সমর্থন করে বলেন,উক্তিটি খুব সুন্দর, ফিক্বহের নিয়ম ও মূল নীতির সমর্থন করে। ইদ্দতকালে মহিলা স্বামীর অধীনে থাকে, এই জন্য তারা উভয়ে যদি

www.QuranerAlo.com

রাযি হয়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ফিরাতে চায় তাহলে তা করতে পারে। এটি শরীয়তী নীতির পরিপন্থী নয়। (যাদুল মাআদ.৫/১৭৮)

খোরাক-পোশাক

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে খোরাক-পোশাকের দায়িত্ব স্বামীর উপর থাকে না। রাসূল ﷺ বলেছেন:

عن أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ. فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِى نَفَرٍ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَقَالُوا إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ(صحيح مسلم – (4 (196 /

অর্থঃ আবু সালমাহ কর্তৃক বর্ণিত,যাহাক বিন কাইসের বোন ফাতেমাহ বিন বিনতে কাইস তাঁকে সংবাদ দেন যে তার স্বামী আবু হাফস তাকে তিন তালাক্ব দিয়ে ইয়ামান চলে গিয়েছেন। আর তার পরিবারের লোকেরা বলে দিয়েছেন যে তার খরচ বহন আমাদের দায়িত্বে নেই। অতঃপর খালেদ বিন অলীদ কিছু লোকের সাথে মাইমুনার ঘরে রাসূল ﷺ এর খেদমতে আসেন। তারপর তারা বলেন, আবুহাফস তার স্ত্রীকে তালাক্ব দিয়েছেন, এর জন্য তাকে খোরাক-পোশাক দিতে হবে? তিনি বললেন, না,তার জন্য খোরাক-পোশাক নেই,বরং তার উপর আছে ইদ্দত। (মুসলিম ৪/১৯৬)

তবে কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে,

www.QuranerAlo.com

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة :241)

অর্থ,তালাক্ব প্রাপ্তা নারীদের জন্য রয়েছে প্রথামত ভরণ-পোষণ,এটি মুত্তাকীদের কর্তব্য। (বাকারাহ, ২৪১)

এই আয়াতকে কেন্দ্র করে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলেও স্বামীকে ভরণ-পোষণ বহন করতে হবে। কিন্তু এটি ঠিক নয়,কারণ সম্পর্ক শেষ হওয়ার পরও খরচের বোঝা চাপিয়ে দেয়া অবিচার। আসলে এই আয়াতটি তালাকে রাজি' অর্থাৎ পুনঃগ্রহণের ইদ্দত পালন কালে স্ত্রীকে ঘর হতে বের না করার আদেশ দেয়া হয়েছে যাতে করে মনমালিন্য দুর হয়ে যায়, স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং সংসার করতে আরম্ভ করে। আল্লাহ বলেন,

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1الطلاق)

অর্থাৎ,তুমি জানোনা হতে পারে আল্লাহ এরপর নতুন কিছু ঘটাতে পারেন। (তালাক্বঃ১)

সুতরাং সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলে স্বামী আর কোন দায়িত্ব নেই। এ কথা রাসূলের হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

খোলা-তালাক্বের মধ্যে পার্থক্য

খোলা তালাক্ব না ফাসখ (বিবাহ বাতিল করণ)?

ইবনে আব্বাস,উসমান,ইবনে উমার ﷺ,সাহাবীগণ বলেন, খোলাআ' তালাক্বের অন্তর্গত নয়। সেটি সরাসরি বিবাহ বাতিল করণ। ইমাম ইবনে কাইয়েম ঐ কথাই বলেছেন। (রাওযাতুন্নাদীয়াহ ,২/১২৬) খোলাআ' যে তালাক্ব নয় তার প্রমাণে ইবনে কাইয়েম কিছু দিক উল্লেখ করেছেন;

www.QuranerAlo.com

তালাক্ব	খোলা
১.স্বামী নিজ স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণের অধিকার রাখে।	১.কতিপয় আলেমের মতে খোলাআয়.পুনঃগ্রহণ জায়েয নয়।
২.তিন তালাকের পর স্ত্রী পূর্ণ হারাম।	২.এক বারেই পূর্ণ হারাম।
৩.তিন হায়েয ইদ্দত পালন।	৩.এক হায়েয ইদ্দত পালন।

আমার মতে আরো একটি পার্থক্য হচ্ছে;তালাক্বে স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছে তা ফেরত পাই না। আর খোলা কোন কিছুর বিনিময়ে স্ত্রী, স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। তাই ইবনে আববাস বলেছেন, ما أجازه (ما بالمال فليس بطلاق) অর্থাৎ,যে সম্পদের বিনিময়ে (স্বামী- স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করা) বৈধ সেটি তালাক্ব নয়। (খোলাআ') ।

তালাক্বের ইদ্দত তিন হায়েয (তিনমাস) এই জন্য করা হয়েছে যাতে "রাজাআত" বা পুনঃগ্রহণের সময় দীর্ঘ হয়, স্বামী-স্ত্রী চিন্তা করার সময় পায় এবং ইদ্দতের মধ্যে পুনঃগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু খোলার অবস্থায় পুনঃগ্রহণের বা তার সময় দীর্ঘ করণের উদ্দেশ্য থাকে না। উদ্দেশ্য থাকে "বারাআতে রাহেম" অর্থাৎ মহিলার জঠোরে সন্তান আছে কি না, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। আর এটি জানার জন্য এক হায়েয যথেষ্ট। (যাদুল মাআদ ৫/১৭৯) এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে খোলা ও তালাক্ব এক নয়, তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

www.QuranerAlo.com

লেআন

اَللِعَانُ : مُشْتَقٌّ مِنَ اللِعَنِ وَ هُوَالطَّرْدُ الإِبْعَادُ فَسَمِّيَ (اللعان) بِهَذَا الإِسْمِ أَمَّا مُرْعَاةً لِلأَلْفَاظِ، لأَنَّ الرَّجُلَ يَلْعَنُ نَفْسَهُ فِي الْخَامِسَةِ مِنَ الشَّهَادَاتِ عَلَىَ صِدْقِ دَعْوَةٍ وَ إِمَّا مُرْعَاةً لِلْمَعْنَي وَهُوَ الطَّرْدُ وَالإِبْعَادُ لأَنَّ الزَّوْجَيْنِ يَفْتَرِقَانِ فِرْقَةً مُؤَكَّدَةً لاَ اِجْتَمَاعَ بَعْدَهَا.

অর্থঃ লেআন" শব্দটি লা'ন" শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ,বিতারিত করা এবং দূর করা। শব্দের দিকে লক্ষ করে লেআনের নাম করণ করা হয়েছে। কেননা লেআন করার সময় পুরুষ পঞ্চম বারে নিজের উপর লা'নত দিয়ে নিজ দাবী সত্য বলে সাক্ষ্য দিবে। অথবা লেআনের অর্থের দিকে লক্ষ করে লেআন নাম করণ করা হয়েছে। যার অর্থ,বিতারিত এবং দূর করা। কেননা স্বামী-স্ত্রী তাতে চিরতরে এক অপর থেকে দূরে চলে যায় যারপর একত্রিত হবে না।
(তাওযীহুল আহকাম,৫/৫১)

লেআনের শরয়ী অর্থ

تَعْرِيْفُهُ شَرْعًا:إِنَّهُ شَهَادَاتٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِأَيْمَانٍ مِّنَ الزَّوْجَيْنِ مَقْرُوْنَةٌ بِلَعْنٍ أَوْغَضَبٍ.

অর্থঃ শারয়ী পরিভাষায় লেআন হচ্ছে;স্বামী-স্ত্রীর অভিশাপ অথবা ক্রোধ যুক্ত কসম ও নিশ্চিত সাক্ষ্য।
রাওযাতুন্নাদীয়ায় ১৩৯ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে;
লেআনের অর্থঃ অভিশাপ, (লেআন) বিশেষ্য। এর ক্রিয়াপদ (لعن)অর্থাৎ সে অভিশাপ দিল। পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে; আল্লাহকে

www.QuranerAlo.com

সাক্ষী রেখে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নিজদের উপর অভিশাপ সহ দৃঢ় কসম,যা তারা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্য করে থাকে। এটি আরবীতে মুলাআনাহ বলা হয়।

লেআনের শরয়ী বিধান

লেআন দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করা যায়। এটি একটি শরয়ী বিধান। এর প্রমাণ কুরআন-হাদীসে রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ.﴾ (نور9-6)

অর্থঃ এবং যারা নিজদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোন সাক্ষী নেই,তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হবে যে,সে আল্লাহর নামে চারবার শপথ করে বলবে যে অবশ্যই সত্যবাদী, এবং পঞ্চমবারে বলবে যে,সে মিথ্যাবাদী হলে তার উপর নেমে আসবে আল্লাহর লা'নত। তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে যদি সে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামীই মিথ্যাবাদী,এবং পঞ্চমবারে বলবে যে,তার স্বামী সত্যবাদী হলে তার নিজের উপর নেমে আসবে আল্লাহর গযব।(নূর ৬-৯)

মুলাআনার পূর্বে স্বমী-স্ত্রীকে এই বলে উপদেশ দেয়া উচিৎ যে রাসূল ﷺ উপদেশ দিয়ে বলতেন,দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তির চেয়ে তুচ্ছ। মহিলা স্বীকার করলে বিবাহিত ব্যভিচারীর দন্ডে দন্ডিত করা

www.QuranerAlo.com

হবে, অর্থাৎ পাথর মেরে হত্যা করা হবে। আর স্বামী স্বীকার করে নিলে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার যে শাস্তি তা তার উপর বাস্তবায়িত হবে।

লেআনের পদ্ধতি

স্বামী তার স্ত্রীকে ব্যাভিচারের অপবাদ দিলে নিজ দাবীর সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে চারবার কসম খেয়ে বলবে,আমি আমার দাবীতে সত্য এবং পঞ্চমবারে বলবে, আমি আমার দাবীতে মিথ্যুক হলে আমার উপর আল্লাহর অভিশাপ। যদি কসম না করে দলীল ও কায়েম না করতে পারে তাহলে তার উপর ব্যাভিচারের অপবাদ দেয়ার শাস্তি বাস্তবায়িত হবে। মহিলা ঐ দাবী স্বীকার করলে দুনিয়ার শাস্তি তার উপর জারি করা হবে। আর যদি মহিলা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে চারবার কসম খেয়ে বলে যে আমার স্বামীর দাবী মিথ্যা তাহলে পঞ্চমবারে বলবে,সে যদি নিজ দাবীতে সত্য হয় তাহলে আমার উপর আল্লাহর গযব। এভাবে লেআন পূর্ণ হবে। কে সত্যবাদী কে মিথ্যাবাদী এ বিচার আল্লাহ করবেন। কারণ তারা উভয়ে কসম খেয়েছে। শাসক বাহ্যিক বর্ণনার ভিত্তিতে শরীয়তের বিধান বাস্তবায়ণ করবেন। মুসলিমকে এর বেশী হস্তক্ষেপ করার অধিকার দেয়া হয়নি। (তাওযীহুল আহকাম,৫/৫৬)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي عَلَى

www.QuranerAlo.com

نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ. (البخاري 91/22)

অর্থঃ উম্মে সালামাহ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,তোমরা আমার কাছে বিচার নিয়ে এসো,কিন্তু এও হতে পারে যে তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যের চেয়ে দলীল কায়েমে অধিক বাক পটু, আর আমি যা শ্রবণ করবো সেই মুতাবিক বিচার করব,সুতরাং আমি যার জন্য তার ভায়ের হক থেকে কিছু বিচারে দিয়ে দিব, তা যেন সে গ্রহণ না করে, আমি তার জন্য আগুনের খন্ড কেটে দিব। (বুখারী,২২/৯১) লেআনের বিষয়টিও অদৃশ্যের ব্যাপার,যে যেমন বিবৃতি দিবে সেই মুতাবিক ফাইসালা হবে, কারণ রাসূল ﷺ অদৃশ্য জগতের খবর জানেন না। সুতরাং কে মিথ্যুক কে সত্যবাদী এর ফাইসালা আল্লাহই করবেন।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا. (البخاري 424/16)

অর্থঃ ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ (স্বামী-স্ত্রী) দু'ই লেআনকারীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমাদের হিসাব আল্লাহর উপর। তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজন মিথ্যুক। তোমার স্ত্রীর জন্য তোমার কোন রাস্তা নেই। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল আমার মাল (মোহর)? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, তুমি যদি তার উপর সত্য বলেছো (তোমার অভিযোগ যদি সত্য হয়) তাহলে তুমি সেটির দ্বারা তার সংগম স্থল হালাল করেছো। (ফেরত পাবে না।) আর যদি মিথ্যা বলেছো, তাহলে

www.QuranerAlo.com

তা ফেরত পাওয়া তোমার জন্য আরো দুরের ব্যাপার। (বুখারী-মুসলিম)

লেআনের পর স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক

সঠিক পদ্ধতিতে লেআন সম্পূর্ণ হয়ে থাকলে,স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চিরতরের জন্য ছিন্ন হয়ে যাবে,আর কখনও একত্রিত হবে না। যদি অন্য ব্যক্তির সাথে বিবাহ হয় এবং দ্বিতীয় স্বামী মারা যায় অথবা তালাক্ব দেয় তাহলেও বিবাহের মাধ্যমে প্রথম স্বামীর সাথে একত্রিত হবে না, যেমন একত্রিত হয়ে থাকে তালাক্বের ক্ষেত্রে।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْمُتَلاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا (السنن الصغرى ،ج 2 / ص321)

অর্থঃ ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,দু'জন লেআনকারী যখন বিছিন্ন হয়ে যাবে তখন আর কখনও একত্রিত হবে না। (আস্‌সুনানুল কুবরা,২/৩২১)

লেআনে স্বামী মোহর ফেরত পাবে না

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ

www.QuranerAlo.com

كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا. البخاري 424/16)

অর্থঃ ইবনে ওমার কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ (স্বামী-স্ত্রী) দু'ই লেআনকারীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, তোমাদের হিসাব আল্লাহর উপর। তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজন মিথ্যুক। তোমার স্ত্রীর জন্য তোমার কোন রাস্তা নেই। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল আমার মাল (মোহর) ? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, তুমি যদি তার উপর সত্য বলেছো (তোমার অভিযোগ যদি সত্য হয়) তাহলে তুমি সেটির দ্বারা তার সংগম স্থল হালাল করেছো। (ফেরত পাবে না।) আর যদি মিথ্যা বলেছো, তাহলে তা ফেরত পাওয়া তোমার জন্য আরো দুরের কথা। (বুখারী-মুসলিম)

স্থান ও খরচ

লেআন সম্পূর্ণ হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চিরতরের জন্য শেষ যায় যা আমরা ইতি পূর্বে জেনেছি। সেই জন্য স্ত্রী স্বামীর নিকটে স্থান ও খরচ কিছুই পাবে না। এটি রাসূল ﷺ এর ফাইসালা।

عن ابن عباس في قصة الملاعنة وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا.(أبوداود، أحمد)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত,নবী ﷺ লেআনের ঘটনায় ফাইসালা করেন যে, (স্বামীর কাছে) মহিলার খাদ্যও নেই স্থানও নেই। কারণ স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সম্পর্ক হারা হয়েছে তালাক্ব ব্যতীত এবং স্বামীর মৃত্যু ব্যতীত।

www.QuranerAlo.com

গর্ভাবস্থায় লেআন

গর্ভাবস্থায় লেআন বৈধ।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لاَعَنَ بَيْنَ الْعَجْلاَنِىِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلاً وَكَانَ الَّذِى رُمِيَتْ بِهِ ابْنَ السَّحْمَاءِ.

(سنن البيهقى – ج 2 / ص431)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস বলেন, রাসূল ﷺ আল-আজলানী ও তার স্ত্রীর মধ্যে লেআন করে দিয়েছেন। আজলানী বলেন, এ সময় সে গর্ভবতী ছিল। ইবনে সামহার নামে চরিত্র হীনতার তির ছুরা হয়ে ছিল (বাইহাকী,২/৪৩১পৃঃ আহদমাদ,তা'লীক শুআয়েব আরনাউত,বর্ণনাটিকে বুখারী-মুসলিমের শর্ত অনুপাতে সহীহ বলেছেন।) কিন্তু কেউ কেউ এতে দ্বিমত পোষণ করেছেন।

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– لاَعَنَ بِالْحَمْلِ. (مسند أحمد ج 7 / ص423)

অর্থঃ ইমরান ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেন যে নবী ﷺ গর্ভবতী মহিলার লেআন করেছেন।

www.QuranerAlo.com

লেআনের পর সন্তান থাকবে কার কাছে?

সঠিক পদ্ধতিতে লেআন দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হলে ছেলে থাকবে মায়ের সাথে পিতার কাছে নয়। কারণ ছেলের সম্পর্ক বজাই থাকবে মায়ের সঙ্গে পিতার সঙ্গে নয়।

عَنْ ابْنِ عُمَرَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَة.(البخاري)

অর্থঃ ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ জনৈক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে লেআন বাস্তবায়ণ করেন, লোকটি মহিলার সন্তানকে অস্বীকার করে। রাসূল ﷺ তাদের দু'জনকে আলাদা করেদেন এবং ছেলেকে মহিলার সাথে সম্পৃক্ত করেন। (বুখারী,মুসলিম,যাদুল মাআদ৫/৩২০)

عن ابن عباس ،،،،، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ وَلَا تُرْمَى وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا،،،.(ابوداود 175/6)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ তাদের দু'জনের (হিলাল বিন উমায়ইয়া ও তার স্ত্রীর) মধ্যে লেআন দ্বারা সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং এই ফাইসালা দেন যে তার ছেলেকে পিতার সম্পর্ক ধরে ডাকা যাবে না,মহিলাকে ও তার ছেলেকে কথার তির নিক্ষেপ করা যাবে না। যে ব্যক্তি তাকে অথবা তার ছেলেকে অপবাদ দিবে তার উপর হাদ কায়েম করা হবে বা শাস্তি দেয়া হবে এবং ফাইসালা দিয়েছেন মহিলা

www.QuranerAlo.com

স্বামীর কাছে স্থান-খরচ কিছুই পাবে না। কারণ স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তালাক্ব ব্যতীত ও স্বামীর মৃত্যু ব্যতীত সম্পর্ক হারা হয়েছে (আবু দাউদ,আহমাদ ১/২৩৮)

ছেলে কার সম্পদে ওয়ারিস হবে?

ছেলের যেহেতু পিতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, সেহেতু মায়ের সম্পদে ওয়ারিস হবে।

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فِي وَلَدِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمُّهُ وَمَنْ قَفَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِينَ وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زِنًا جُلِدَ ثَمَانِينَ. (معلق 5184 مجمع 280/6، مسند أحمد،ج 15 / ص 254 تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف.)

অর্থঃ আমর ইবনে শুআইয়েব তিনি নিজ পিতা হতে তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করে বলেন,রাসূল ﷺ দু'ই লেআনকারীর ছেলের ফাইসালা দিয়েছেন যে সে তার মায়ের ওয়ারিস হবে এবং তার মা ছেলের ওয়ারিস হবে। আর যে ব্যক্তি তাকে ছেলেটির সূত্রে অপবাদ দিবে,জারজ সন্তান বলে ডাকবে তাকে ৮০ কোরা মারা হবে। (আহমাদ,৭/৭১,এ বর্ণনাটির পম্পরা দুর্বল, তা'লীক্ব শুআইয়েব আরনাউত)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِّي فِيْ بِنِيْ زُرَيْقٍ : لِمَنْ قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَابَ الْمُلاَعَنَةِ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ لأُمِّهِ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيْهِ وَمَنْزِلَةِ أُمِّهِ.(مصنف ابن أبي شيبة،70/7)

www.QuranerAlo.com

অর্থঃ আব্দুল্লাহ বিন উবায়েদ বিন উমায়ের বলেন, রাসূল ﷺ লেআন সম্পর্কে কি ফাইসালা দিয়েছেন তা জানার জন্য বানী যুরাইয়েক্বে আমি আমার ভাইকে পত্র লেখি, তিনি আমাকে লেখে জানান;রাসূল ﷺ ফাইসালা দেন,সে(ছেলেটি) মায়ের। মা'ই তার পিতা - মাতার স্থানে। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা,৭/৭০) মা যদি ছেলের জন্য পিতার স্থান অধিকার করে তাহলে ছেলে তার মায়ের সম্পদে ওয়ারিস হবে যেমন ছেলে তার পিতার সম্পদে ওয়ারিস হয়।

এ বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের ফতওয়া রয়েছে;

عَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ : اِبْنُ الْمَلاَعِنَةِ يَرِثُ أَمَّهُ مِيْرَاثَهُ كُلَّهُ (مصنف ابن أبي شيبة – (ج 7 / ص369)

অর্থঃ মাকহুল কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন,লেআন পুত্র তার মায়ের সম্পূর্ণ ওয়ারিস হবে। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ,৭/৩৬৯)

عَنْ عَبْدِ اللهِ فِيْ اِبْنِ اَلْمُلاَعَنَةِ : مِيْرَاثُهُ لاَمِّهِ ، فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ يَرِثُهُ وَرَثَتها .(السابق)

অর্থঃ আব্দল্লাহ লেআন পুত্র সম্পর্কে বলেন,সে তার মায়ের ওয়ারিস হবে,মা যদি মারা যায় তাহলে তার মায়ের ওয়ারিসদের ওয়ারিস হবে।(ঐ)

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ مِيْرَاثُ اِبْنِ الْمُلاَعَنَةِ لأُمِّهِ .

অর্থঃ কাতাদা আব্দুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন,আব্দুল্লাহ বলেন,লেআন পুত্রের ওয়ারিস তার মায়ের কাছে। (ঐ)

এ বিষয়ে ইমাম ইবনে কাইয়েমের কিছু কথা

ইমাম ইবনে কাইয়েম এ বিষয়ে কয়েকটি উপকারী কথা উল্লেখ করেছেন;

১. লেআন দ্বারা স্বামী-স্ত্রী মধ্যে সম্পর্ক চিরতরে শেষ হয়ে যাবে।

২.লেআন হচ্ছে ফাসখ (তাতক্ষণিক) বিবাহ বাতিল করণ,এটি তালাক্ব নয়।

৩.লেআন দ্বারা স্বামী-স্ত্রী এক অপরের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে্।

৪.সহবাসের পর লেআন হয়ে থাকলে স্বামী মোহর ফেরত পাবে না,সহবাসের পূর্বে লেআন হলে মোহর ফেরতের বিষয়ে মতভেদ আছে।

৫.লেআন দ্বারা সম্পর্ক ছিন্ন মহিলা স্বামীর নিকট খাদ্য ও স্থান কিছুই পাবে না।

৬.লেআনের পর ছেলের সম্পর্ক থাকবে মায়ের সঙ্গে, পিতার সাথে কোন সম্পর্ক থাকবে না। এটি জমহুর ওলামার মত।

৭.লেআনের পর মহিলাকে ও তার ছেলেকে কোন রকম কথার তীর নিক্ষেপ করা যাবে না, যে করবে তার উপর দন্ডাদেশ জারি হবে।

৮.উক্ত বিধান সমূহ প্রমাণিত হবে তখন যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পক্ষ হতে লেআন সম্পূর্ণ হবে। (যাদুল মাআদ ৫/৩৪৮-৩৬১)

www.QuranerAlo.com

ঈলা

"ঈলা" আরবী শব্দ। এর অর্থ হলফ।

শরীয়তের পরিভাষায় "ঈলা" হচ্ছে; আল্লাহর কসমের মাধ্যমে স্বামীর নিজ স্ত্রীর সহবাস বর্জন করা। (তাওযীহুল আহকাম,৩৯) এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.﴾(البقرة226)

অর্থঃ যারা স্ত্রীর সহিত সংগত না হওয়ার শপথ করে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। অতঃপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। হাদীস থেকে এর প্রমাণ;

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ صحيح البخاري. (ج 16 / ص 209)

অর্থঃ আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের সাথে এক মাস ঈলা করেন এবং পানি পান করার স্থানে আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর উনত্রিশ দিনে অবতরণ করেন। অতঃপর তাঁকে বলা হয় হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি এক মাসের ঈলা করেছেন? তিনি বললেন,এ মাস উনত্রিশ দিনের। (বুখারী)

www.QuranerAlo.com

ঈলার শর্ত

ঈলার শর্ত চারটি;

১.স্বামীকে তার স্ত্রীর সহবাস বর্জন করার জন্য হলফ করা। হলফ ব্যতীত ঈলা শুদ্ধ হবে না।

২.আল্লাহর নাম অথবা তাঁর কোন গুণ দ্বারা কসম করা। নযর,তালাক্ব,এবং যেহারের কসমে ঈলা হবে না।

৩.চার মাসের অধিক সময় কসম করা।

৪.সংগমে সক্ষম এমন স্বামীর পক্ষ হতে ঈলা করা। ছোট বা নাবালেগ অথবা সংগমে অক্ষম এরূপ স্বামীর পক্ষ হতে ঈলা হবে না। (তাওযীহুল আহকাম,৫/৩৯)

সময় সীমা

ঈলার সময় সীমায় মতভেদ রয়েছে;

- জমহুর ওলামা বলেন,চারমাস। তাঁরা বলেন, কেউ যদি চার মাসের কম সময়ের হলফ করে এবং তার কম সময়ে সহবাস বর্জন করে তাহলে ঈলা হবে না।

- ইমাম ইসহাক্ব বলেন,কেউ যদি এক ও একাধিক দিনের স্ত্রী সহবাস বর্জনের কথা বলে ঈলা (কসম) করে অতঃপর চার মাস পূরণ হয়ে যায় তাহলেও ঈলা হয়ে যাবে। কতিপয় তাবেয়ীনও ঐ কথা বলেছেন।

- ইবনে সীরিন, ইবনে আবী লাইলা,কাতাদাহ,হাসান বাসরী প্রমুখো ইবনে আব্বাসের উদ্ধিতিতে বলেন, চার মাস কম সময়েও ঈলা শুদ্ধ। কারণ ঈলার উদ্দেশ্য হলো স্ত্রীকে শিক্ষা দেয়া যা চার মাস কম সময়েও

www.QuranerAlo.com

সাধিত হতে পারে। হাসান বাসরীর আর একটি বর্ণনায় এসেছেঃ যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলবেঃ আল্লাহর কসম আজ রাত্রে তোমার কাছে যাব না,অতঃপর সে তাকে কসমের জন্য চারমাস বর্জন করে তাহলেও সেটি ঈলা বলে পরিগণিত হবে। ইবনে আব্বাসের একটি বর্ণনা এ ভাবে এসেছে;

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَوَقَّتَ اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.(أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ ، سبل السلام - (ج 5 / ص193)

অর্থঃ জাহেলী যুগের ঈলা ছিল এক বছর ও দু'বছর। অতঃপর আল্লাহ তার সময় সীমা নির্ধারণ করেন চার মাস। সুতরাং যার ঈলা চার মাসের কম হবে সেটি ঈলা বলে গণ্য হবে না। (নাইনুল আওতার, ১৩৫০বাইহাক্বী,সুবুলুস্সালাম,৫/১৯৩)

তবে ইমাম সদ্দীক্ব হাসান ভুপালী জমহুর ও তাদের সর্মথনকারীদের কথায় একমত নন। তিনি বলেন, চার মাস কমেও ঈলা শুদ্ধ। যেহেতু রাসূল ﷺ এর হাদীস বিদ্যমান;

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ (صحيح البخاري. (ج 16 / ص 209)

অর্থঃ আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের সাথে এক মাস ঈলা করেন এবং পানি পান করার স্থানে আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর উনত্রিশ দিনে অবতরণ করেন। অতঃপর তাঁকে বলা হয় হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি এক মাসের ঈলা করেছেন? তিনি বললেন, এ মাস উনত্রিশ দিনের। (বুখারী ,রাওযাতুন্নাদীয়াহ, ২/১৩৪)

www.QuranerAlo.com

তাফসীর ইবনে কাসীরে এভাবে বর্ণিত হয়েছে; "ঈলা" হচ্ছে কসম। পুরুষ যখন নিদিষ্ট কালে তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না করার কসম করবে.তখন সেটি দু'অবস্থা থেকে খালী নয়, হয় সেটি চার মাসের কম হবে অথবা বেশী। যদি চার মাসের বেশী হয় তাহলে তার নির্ধারিত সময় শেষ করার পর স্ত্রীর সাথে সহবাস করবে এবং ঐ নিদিষ্ট সময় শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রীকে ধর্য ধারণ করতে হবে।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.(صحيح البخاري. (ج 16 / ص209.)

অর্থঃ আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের সাথে এক মাস ঈলা করেন এবং পানি পান করার স্থানে আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর উনত্রিশ দিনে অবতরণ করেন। অতঃপর তাঁকে বলা হয় হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনি এক মাসের ঈলা করেছেন? তিনি বললেন,এ মাস উনত্রিশ দিনের। (বুখারী ১৬/২০৯, রাওযাতুন্নাদীয়াহ, ২/১৩৪) আর যদি চার মাসের অধিক হয় তাহলে চার মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্ত্রী স্বামীর সহবাস তলব করবে অথবা তালাক্ব চাবে। (ইবনে কাসীর১/৩৭৪)

চার মাসের পরও যদি স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে ঈলার অবস্থায় থেকে যায় তাহলে এ ক্ষেত্রে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে;

*-ইমাম আবু হানীফা বলেন,চার মাস পেরিয়ে গেলে একটি বায়েনা (পার্থক্যকারী) তালাক্ব পতিত হবে।

*-সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, আবু বাকর ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, একটি রাজয়ী (পুনঃগ্রহণ) তালাক্ব পতিত হবে।

www.QuranerAlo.com

*-ইমাম শাফেয়ী বলেন,তালাক্ব পতিত হবে না। বরং স্বামী সহবাস করে ঈলা শেষ করবে অথবা কাফফারা দিবে,অথবা তালাক্ব দিবে। স্বামী যদি সেচ্ছায় তালাক্ব দেয় তাহলে উত্তম নচেৎ শাসক তালাক্বের মাধ্যমে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিবে। (রাওযাতুন্নাদীয়াহ ,২/১৩৪)

আমি ইমাম শাফেয়ী,ইমাম সিদ্দীক হাসান এবং ইবনে কাসীর এর কথায় একমত, তারা বলেছেন, চারমাস পেরিয়ে গেলেও তালাক্ব পড়বে না। তালাক্ব দিতে হবে তবেই তালাক্ব পড়বে। আল্লাহ বলেন,

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (226-227)

অর্থঃ যারা স্ত্রীর সহিত সংগত না হওয়ার শপথ করে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। অতঃপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। আর যদি তারা তালাক দেয়ার দৃঢ় সংকল্প করে,তবে আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। (বাকারাহঃ২২৬-২২৭) আর যদি তারা তালাক্ব দেয়ার দৃঢ় সংকল্প করে,তবে আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। এই অংশ থেকে জানা যাচ্ছে যে, চার মাস পেরিয়ে গেলেই যদি এমনই তালাক্ব হয়ে যেত তাহলে (তারা তালাক্ব দেয়ার দৃঢ় সংকল্প করে) এ কথাটি আল্লাহ বলতেন না।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صحيح البخاري مرسلا، ج 16 / ص342)

অর্থ, ইবনে উমার কর্তৃক বর্ণিত,তিনি বলেন,যখন চার মাস পেরিয়ে যাবে তখন তালাক্ব না দেয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখবে, আর তালাক্ব না দেয়া পর্যন্ত এমনি তালাক্ব পাতিত হবে না। এটি

www.QuranerAlo.com

উসমান,আলী,আবুদারদা,আয়েশা ﷺ এবং রাসূল ﷺ এর দশজন সাহাবা হতে উল্লেখ করা হয়েছে। (বুখারী মুরসাল,১৬/)

কাফ্ফারা

ঈলায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে কি না তাতে মতভেদ আছে। জমহুর ওলামা বলেন, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কারণ এটি কমস,আর কমস ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। আল্লাহ বলেন,

« عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكْهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا .(سنن ابن ماجه - (ج 6/ 398،مسند أحمد 14/ 436،

অর্থঃ আমর বিন শুআইয়েব নিজ পিতা হতে তিনি তাঁর দাদা কর্তৃক বর্ণনা করেন,নবী ﷺ বলেন যে ব্যক্তি হলফ করল অতঃপর দেখল যে, কসমের মাধ্যমে যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার বিপরীতটাই উত্তম তাহলে সেটি বর্জন করবে,বর্জন করাটাই তার কাফ্ফারা। (ইবনে মাজাহ.৬/৩৯৮,মুসনাদে আহমাদ,১৪/৪৩৬)

আবার কেউ বলেছেন, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কারণ আল্লাহর বাণী;

فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم (سبل السلام 77/2)

অর্থঃ অতঃপর যদি তারা প্রত্যাগত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল। (বাকারাহঃ ২২৬)

যিহার

যেহার আরবী শব্দ,এটি নির্গত হয়েছে (الظهر) "যাহর" শব্দ থেকে,যার অর্থ পিঠ। স্বামীর নিজ স্ত্রীকে নিজ মায়ের পিঠের সাথে সদৃশ্য স্থাপন করণকে যেহার বলে। এর মাধ্যমে স্ত্রীকে হারাম করার উদ্দেশ্য থাকে। যেমন স্বামী নিজ স্ত্রীকে বলে,(أنت على كظهر أمي) অর্থাৎ তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত। এই বাক্যে তার নিয়ত থাকবে তোমার সাথে আমার সহবাস হারাম যেমন হারাম আমার মা। (তাওযীহুল আহকাম৫/২৫)

শায়েখ সিদ্দীক্ব হাসান বলেন,যেহার হচ্ছে:স্বামী নিজ স্ত্রীকে বলবে,(أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك) অর্থাৎ তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত অথবা বলবে,আমি তোমাকে যেহার করলাম। তিনি আরো বলেন,স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে স্বামীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। প্রথমতঃ একটি দাস স্বাধীন করা,যদি তা না পারে তাহলে শাটজন মিসকীন খাওয়ানো,এটি যদি না পারে তাহলে পরপর দু'মাস রোযা রাখা। (রাওযাতুন্নাদীয়াহ,১৩৫)

যেহার শরীয়তে বৈধ নয়। আল্লাহর বাণী;

﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ﴾ (2) [المجادلة/4،

অর্থঃ তাদের মধ্যে যারা নিজদের স্ত্রীগণের সাথে যিহার করে, তারা জেনে রাখুক-তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। যারা তাদেরকে জন্মদান করে কেবল তারাই তাদের মাতা। তারা তো অসঙ্গগত ও অসত্য

www.QuranerAlo.com

কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল। (মুজাদালাঃ ৪)

মাসআলা

কেউ যদি স্ত্রীকে নিজ মায়ের পিঠের সাথে শদৃস্য স্থাপন না করে অন্য কোন বস্তুর কথা উল্লেখ করে, যেমন কেউ তার স্ত্রীকে বলল,তুমি আমার দুধ মায়ের মত। তাহলে যিহার হবে কি না তাতে মতভেদ আছে;

কতিপয় লোক বলেন,যিহার হবে না,কেন না কুরআন-হাদীসে (উম) অর্থাৎ মায়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে অন্য কারোর নয়। তবে ইমাম মালেক,ইমাম শাফেয়ী এবং আবু হানীফা ইমাম বলেন,যিহার হয়ে যাবে। কারণ যিহারকারীর উদ্দেশ্য হলো মাহারামের (হারাম ব্যক্তির) সাথে সদৃশ্য স্থাপন করে সহবাস হারাম করা,সেই মাহরাম ব্যক্তি মা হোক অথবা অন্য ব্যক্তি। এমনকি ইমাম আহমাদ্ বলেছেন,যদি কেউ চতুষ্পদ জন্তুর সাতে সদৃশ্য স্থাপন করে বলে,তুমি আমার জন্য অমুক জীবের মত তাহলেও যিহার হয়ে যাবে। স্বামী স্ত্রীকে কেবল হারাম ব্যক্তির সাথে সদৃশ্য স্থাপন করলে যিহার হয়ে যাবে এতে কোন মতভেদ নেই। (সুবুলুসসালাম,২/২৮০)

কাফ্ফারা

যেহারকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব। এটি আল্লাহর বাণী দ্বারা প্রমাণিত;

www.QuranerAlo.com

﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (4) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.﴾ (المجادلة: 2-4)

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে, তারা জেনে রাখুক তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নন, যারা তাদেরকে জন্মদান করে কেবল তারাই তাদের মাতা,তারা তো অসঙ্গত ও অসত্য কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ পাপ মোচনকারী ও ক্ষমাশীল। যারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে,তবে একে অপরকে স্পর্শ করবার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে,এটি দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া যাচ্ছে। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। কিন্তু যার এ সামর্থ থাকবে না, একে অপরকে স্পর্শ করবার পূর্বে তাকে একাদিক্রমে দু'মাস সিয়াম পালন করতে হবে, এতেও অসমর্থ হলে সে ষাটজন অভাবগ্রস্থকে খাওয়াবে; এটি এইজন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন কর। এ গুলি আল্লাহর নির্ধারিত বিধান; কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। (মুজাদালা:২-৪)

স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে অর্থাৎ সহবাসের পূর্বে কাফ্ফারা দিতে হবে। (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) (দাস মুক্ত করবে স্পর্শ করার পূর্বে) আয়াতের এই অংশ দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে কাফ্ফারা স্পর্শ করার পূর্বে দিতে হবে। হাদীস হতে দলীল;

www.QuranerAlo.com

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ قَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (سنن النسائي - (ج 11 / ص 161 قال المنذري رجاله ثقات و حسنه الحافظ في التلخيص وقال رجاله ثقات، توضيح الأحكام5/46)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত,স্ত্রীর সাথে যিহারকারী ও সহবাসকারী জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিটকে এসে বলে,হে আল্লাহর রাসূল আমি আমার স্ত্রীর সাথে যিহার করে কাফ্ফারা দেয়ার পূর্বে সহবাস করে ফেলেছি। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন আল্লাহ তোমাকে রহম করুন, এ কর্মে তোমাকে কে উদবুদ্ধ করলো?,লোকটি বলল,চাদনী রাতে তার গইনার চমক দেখে। রাসূল ﷺ বললেন,আল্লাহ তোমাকে যা করতে আদেশ দিয়েছেন তা না করা পর্যন্ত তুমি তার কাছে যাবে না। (কাফ্ফারা না দেয়া পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস করবে না।) (ইমাম তিরমিযী বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম নাসায়ী মুরসালের দিকটি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম মুনযেরী বলেন, এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য,হাফেয ইবনে হাজার তালখীসে হাদীসটিকে (হাসান) বলেছেন। (তাওযীহুল আহকাম,৫/৪৬)

তবে কেউ যদি কাফফারা দেয়ার পূর্বে সহবাস করে ফেলে তাহলেও কাফ্ফারা রহিত হবে না এবং দ্বিগুণ হবে না। সালত ইবনে দীনার বলেন, যে যিহারকারী কাফফারা দেয়ার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করেছে তার সম্পর্কে আমি দশজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছি,তারা বলেন,(كفارة واحدة) (এক কাফ্ফারা) দিতে হবে। শায়েখ সিদ্দীক হাসান এটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। (রওযাতুন্নাদীয়া,২/১৩৬)

www.QuranerAlo.com

-ইবনে উমার বলেন,তার উপর দ্বিগুণ কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে,একটি যিহারের জন্য আর দ্বিতীয়টি হবে মুহাররাম ব্যক্তির সাথে সহবাস করার জন্য।

- যুহরী ও ইবনে যুবায়ের বলেন,কাফ্ফারা রহিত হয়ে যাবে। কারণ সহবাস করার পূর্বে কাফ্ফারা দেয়ার নিয়ম,সেটি সহবাস করার পর খতম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের ঐ কথার উত্তর এভাবে দেয়া হয়েছে;(প্রমাণিত দায়িত্ব)সময় চলে যাওয়ার জন্য বাতিল হয়ে যায় না,যেমন নামাজ একটি প্রমাণিত দায়িত্ব তার সময় চলে গেলেও বাতিল হয় না কাযা করতে হয়। (সোবোলুস্সালাম,২/২৮১-২৮১)

তালাক্বের নিয়তে যিহার করলে কি হবে?

- ইমাম শাফেয়ী বলেন,যিহার হবে তালাক্ব নয়।

- ইমাম আহমাদও ঐ কথা বলেছেন এবং ইমাম ইবনে কাইয়েম এর কারণ দর্শিয়েছন যে, যে যিহারছিল জাহেলী যুগের তালাক্ব যা ইসলাম বাতিল করেছে, আর ঐ বাতিলকৃত বিধান পুনঃগ্রহণ বৈধ নয়। (সোবোলুস্সালাম,৩/২৮৬)

মাসআলা

যিহারকারী ব্যক্তি সহবাস ব্যতীত অন্য কর্ম করতে পারে কি না? এতে দু'টি মত রয়েছে;

www.QuranerAlo.com

১.সহবাস ছাড়া অন্য কর্মও হারাম। কারণ যিহারকারী নিজ স্ত্রীকে ঐ ব্যক্তির সাথে সদৃশ্য স্থাপন করছে যে তার জন্য পরিপূর্ণ হারাম,সহবাস হোক অথবা অন্য কর্ম হোক।

২.সহবাস ছাড়া অন্য কর্ম বৈধ। কারণ কুরআনে স্পর্শ বলতে সহবাস বুঝানো হয়েছে অন্য কর্ম নয়। ইমাম আওযায়ী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, স্বামীর জন্য কাপড়ের উপরে উপকৃত হওয়া জায়েয। (সোবোলুস্সালাম,৩/২৮১)

যিহারের কাফ্ফারা কি?

যিহারের কাফ্ফারা পবিত্র কুরআনে পরিস্কারভাবে উল্লেখিত হয়েছে;

﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (المجادلة: 2-4)

অর্থঃ আর যারা নিজদের স্ত্রী গ্রহণের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে,তবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে,এ দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন, কিন্তু যার এ সামর্থ থাকবে না,একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাদিক্রমে দু'মাস সিয়াম পালন করতে হবে; যে তাতেও অসমর্থ, সে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে এটি এ জন্যে যে,তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর

www.QuranerAlo.com

রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন কর। এ গুলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান; কাফেরের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। (মুজাদালা,১-৪)

এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে খাওলা বিনতে সা'লাবা ও তার স্বামী আউস বিন সাবেতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। (ইবনে কাসীর,৪/২৭৬৮ পৃঃ)

উক্ত আয়াত দ্বারা যিহারের কাফ্ফারা, তার পারস্পরিকতা আমরা জানতে পারলাম।

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلَ رَمَضَانُ فَخِفْت أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي ، فَظَاهَرْت مِنْهَا فَانْكَشَفَ لِي شَيْءٌ مِنْهَا لَيْلَةً فَوَقَعْت عَلَيْهَا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَرِّرْ رَقَبَةً فَقُلْت : مَا أَمْلِكُ إلَّا رَقَبَتِي. قَالَ : فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قُلْت : وَهَلْ أَصَبْت الَّذِي أَصَبْت إلَّا مِنْ الصِّيَامِ ؟ قَالَ : أَطْعِمْ فَرَقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا .(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ الْجَارُودِ.)

অর্থঃ সালমা বিন সাখর কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রমযান মাস প্রবেশ করে অতঃপর আমার আশংকা হয় যে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সংগম করে ফেলব,যার জন্য আমি তার থেকে যিহার করি। অতঃপর কোন একরাতে তার শরীরের অংশ প্রকাশিত হয় ও আমি তার সাথে সহবাস করে ফেলি। অতঃপর রাসূল ﷺ আমাকে বলেন, একটি গর্দন (দাস) মুক্ত কর,আমি বললাম,আমি কেবল আমার গর্দানের মালিক। (আমার কোন দাস নেই।) রাসূল ﷺ বললেন,পরপর দু'মাস রোযা রাখ,আমি বললাম,আমি যা করেছি তা তো রোজার মাসেই করে ফেলেছি। রাসূল ﷺ বললেন,তবে এক ডালা খেজুর নিয়ে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াও। (আবুদাউদ,তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ,আহমাদ, হাকেম,

www.QuranerAlo.com

ইবনে খুযাইমাহ ও ইবনে জারুদ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তাওযীহুল আহকাম)

উক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা যিহারের যে কাফ্ফারা ও ধারাবাহিকতা আমরা জানতে পারলাম তা নিম্ন রূপ;

১.একটি মুসলিম দাস মুক্ত করা। এতে সক্ষম না হলে,

২.পরপর দু'মাস রোযা রাখা। এতেও অসমর্থ হলে,

৩.ষাটজন মিসকীন খাওয়ানো।

ফাসখুননেকাহ (আক্বদ বাতিল করণ)

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর এমন কিছু সমস্যা বা কারণ দেখা যায় যাতে বিবাহ বাতিল করা বাধ্যতামূলক। এটিকে আরবীতে ফাসখুন্নেকাহ বলা হয়। যেমন;

১.ওলী বা অভিভাবক ছাড়া বিবাহ করা।

২.দু'জন কাফের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের ইসলাম গ্রহণ। অনুরূপ দু'জন মুসলিম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মুরতাদ হয়ে যাওয়া।

৩.স্ত্রীর অন্য পক্ষের মেয়েকে খাহেশের সাথে চুমো দেয়া অথবা স্ত্রীর মাকে খাহেশের সাথে চুমো দেয়া।

৪.বিবাহের পর দু'ধ বোন অথবা ভাই অথবা মা অথবা ছেলে প্রমাণিত হওয়া।

৫. চারজন স্ত্রীর বর্তমানে পঞ্চম কোন মহিলার সাথে বিবাহের আক্বদ করা। ইত্যাদি।

www.QuranerAlo.com

শেষ কথা

দাম্পত্য জীবনে অনেক সমস্যা, অসংগত পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে,যেমন, নিজ স্ত্রীর আচার-ব্যবহার স্বামীর পছন্দ না হওয়ায় দাম্পত্য জীবনে অশান্তি। এই সমস্যা কাটানোর উদ্দেশ্যে তালাক্বের ব্যবস্থা। অনুরূপ স্বামীর ব্যবহারে স্ত্রী সন্তুষ্ট নয়,যার জন্য তাদের জীবনে অশান্তি। এই অচল অবস্থা কাটানোর জন্য "খোলাআ"র ব্যবস্থা। তা ছাড়া স্বামী যদি নিজ স্ত্রীর চরিত্রহীনতার কিছু প্রত্যক্ষ করে তার জন্য লেআনের ব্যবস্থা,রাগের মাথায় কেউ যদি স্ত্রীকে মা,অথবা মায়ের অঙ্গের সাথে সদৃশ্য স্থাপন করে ফেলে,অর্থাৎ তুমি আমার মায়ের মত অথবা তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত বলে ফেলে তাহলে তার সমাধান কি? তার সঙ্গে সংসার চলবে কি না? তার জন্য কাফ্ফারার ব্যবস্থা। কেউ বিরক্ত হয়ে অথবা অন্য কোন কারণে নিদিষ্ট সময়ের জন্য স্ত্রী সহবাস ত্যাগ করার কসম করতে পারে কি না ? তার জন্য ঈলার ব্যবস্থা। মোট কথা মানুষের সভাব অনুযায়ী দাম্পত্য জীবনে যে যে সমস্যা সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে,তার সমাধানের জন্য ইসলাম ব্যবস্থা নিয়েছে। সেটি চিরতরের সম্পর্ক ছিন্ন হোক অথবা সাময়িক। আর যদি এব্যবস্থা না থাকতো তাহলে মাছের কাঁটা গলায় লেগেই থাকত এবং দাম্পত্য জীবনের যে উদ্দেশ্য তা কখনই সাধিত হত না। এই জন্য অন্যান্য ধর্মে বধূ হত্যা,আত্মহত্যার সংখ্যা আমাদের চাইতে অনেক বেশী। বধূ হত্যার বন্ধ করার লক্ষ্যে সরকারী আইনও পাশ করা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়,আইন পাশ করা হলেও তা ফেল। পত্র-পত্রিকা খুললেই বধূ নির্যাতন,বধূ হত্যা,আত্মহত্যার সংবাদ নযরে পড়ে। যথাযত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি বলে তা কৃতকার্য হয়নি।

www.QuranerAlo.com

কোন পাত্রে অতিরিক্ত গ্যাস ভরা হলে তার নিস্কাশনের বব্যস্থা না থাকলে এমনি বিষ্ফরন ঘটবে। অনুরূপ মানুষের অন্তরে দুঃখ-কষ্টের গ্যাস জমতেই থাকলে এবং তার নির্গত হওয়ার বব্যস্থা না থাকলে এমনিতেই আত্মাহত্যা, হত্যা কান্ড ঘটবে। আমাদের সমাজে তাদের মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটে যারা ইসলামী বিধান মানে না। এমনও শুনা যায় যে, যে কোন কারণে ছাড় হয়ে,গেল, কেশ করা হলো, এই কেশ কোর্টে গেল, কোর্টের ফাইসালায় মেয়ে খাদ্য পেল ঠিক। তবে মনের মেল সৃষ্টি করবে কে? এতে দাম্পত্য সুখী হবে? কিন্তু ইসলাম দিয়েছে উভয়কে স্বাধীনতা, মনের মেল হলে থাকল নচেৎ খোলাআ অথবা তালাক্বের মাধ্যমে সম্পর্ক ছিন্ন করে সুখের সন্ধানে চলে গেল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মানবিক ধর্মের মানবিক বিধানকে অনেকে নারী নিয়ে খেলা,নারীর অধিকার ক্ষুন্ন বলে ব্যাখ্যা দেয়। এ কথা আমরা সংবাদ মহলের মাধ্যমে শুনতে পাই। তালাক্বের বিষয় বেশ জটিল মৌলবী সাহেবগণ এ ফাতওয়ায় হিমশিম খেয়ে যান। সংবাদ মহল নিজ মহল ছেড়ে এ মহলে পা বাড়ান কেন? আমার মনে হয় আমাদের সমাজে এক নিশ্বাসে তিন তালাক্ব দিয়ে স্ত্রী হারাম অপর দিকে এক রাতের পর বিবি হালালের যে প্রচলিত প্রথা আছে, তাই বাহ্যিকভাবে দেখে তারা এ বিষয়ে মুখ খুলতে সুযোগ পেয়েছেন। এর জন্য আমাদের সমাজের কিছু লোক দায়ী।

অবশেষে আমি পাঠকগণকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে ইসলাম অচল অবস্থার অবশান ঘটানোর জন্য তালাক্বের ব্যবস্থা রেখেছে, দাম্পত্য জীবন নষ্ট করার জন্য নয়। সেই জন্য এক দমে অথবা এক মজলিসে তিন তালাক্ব দিয়ে স্ত্রী হারাম করে এক রাতের জন্য বিবাহ দিয়ে হালাল করা তালাক্বের সঠিক বিধান নয় বরং তিন তোহরে বা তিন মাসে ধাপে-ধাপে তিন তালাক্ব দিতে হবে। এইভাবে তালাক্ব

www.QuranerAlo.com

প্রদানে শরীয়তের উদ্দেশ্য সাধিত হবে,তা হলো স্বামী-স্ত্রীকে চিন্তা ও পুনঃবিবেচোনার সুযোগ দেয়া এবং হঠাৎ করে দাম্পত্য জীবন ধ্বংসের হাত রক্ষা করা।

হে আল্লাহ একমাত্র তোমার সুন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যা লেখলাম তা দ্বারা তুমি তোমার বান্দাগণকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক্ব দাও, লেখার মধ্যে ভুল-ত্রুটি ক্ষমা কর,আমার এই শ্রম কবুল কর এবং আখেরাতে প্ররিত্রাণের মাধ্যম কর। আমীন।

www.QuranerAlo.com

সূচী পত্র

১	বই লেখার কারণ	৭
২	প্রাসঙ্গিক কথা	৮
৩	যৌথ অধিকার	১০
৪	স্ত্রীর অধিকার	১০
৫	স্ত্রীর অধিকারের গুরত্ব	১৬
৬	স্ত্রী উপর স্বামীর হক	১৮
৭	স্বামীর অধিকারের গুরুত্ব	২২
৮	উত্তমস্ত্রী	২৪
৯	উত্তম স্বামী	২৫
১০	ঘৃণিত তালাক্ব	২৮
১১	সমস্য সমাধানের পদক্ষেপ	৩১
১২	তালাক্বের কারণ	৩৩
১৩	যে কারণে তালাক্ববৈধ	৪৪
১৪	তালাক্বের আভিধানিক অর্থ	৪৬
১৫	তালাক্বের শরয়ী অর্থ	৪৭
১৬	তালাক্বের রুকন	৪৭
১৭	তালাক্বের শর্ত	৪৮
১৮	স্ত্রীর সাথে সম্পৃক্ত শর্ত সমূহ	৪৯
১৯	বৈধ-অবৈধতার প্রেক্ষাপটে তালাক্বের প্রকার	৫২
২০	তালাক্বে মুনজিয	৫৩
২১	তালাক্বে মুআল্লাক্ব	৫৩

www.QuranerAlo.com

২২	তালাক্বে মুযাফ	৫৪
২৩	তালাক্বের অন্য প্রকার	৫৪
২৪	মাসআলা	৫৬
২৫	সুন্নী তালাক্ব	৫৯
২৬	ইদ্দত পরিচিতি	৬১
২৭	ইদ্দতের বিবরণ	৬২
২৮	তালাক্ব সংখ্যা	৬৫
২৯	এক দফায় বা এক মজলিসে তিন তালাক্ব	৭৭
৩০	এক মজলিসে তিন তালাক্ব দিলেও এক তালাক্ব	৮১
৩১	জমহুর ওলামার দলীলের জওয়াব	৮৩
৩২	ইমাম ইবনে কাইয়েমের আলোচনা	৮৬
৩৩	শায়েখ মুহাম্মাদ ইব্রাহীমের আলোচনা	৯১
৩৪	শাইখুল ইসলামের ফাতওয়া	৯২
৩৫	সঊদী আরব ওলামা পরিষদের ফাতওয়া	৯৬
৩৬	এক মজলিসে তিন তালাক্ব প্রদানে রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের প্রতিক্রিয়া	৯৪
৩৭	উক্ত বিবরণের সার সংক্ষেপ	১০০
৩৮	কতিপয় ওলামার উক্তি	১০৩
৩৯	অসহবাসকৃতা মহিলার তালাক্ব	১০৪
৪০	হিল্লা কি?	১০৮
৪১	ইসলামের দৃষ্টিতে হিল্লা	১০৯
৪২	হিল্লাকারী রাসূলের ভাষায় ভাড়াটে পাঁঠা	১১১
৪৩	এ বিষয়ে সাহাবাগণের উক্তি	১১১
৪৪	এ বিষয়ে তাবেয়ীগণের উক্তি	১১৩
৪৫	তাবে তাবেয়ীন ও তাদের পরের যুগে জ্ঞানীদের উক্তি	১১৬
৪৬	ইসলামী বিবাহ বনাম হিল্লা বিবাহ	১১৮

www.QuranerAlo.com

৪৭ নিকাহে মুতাআ (নির্দিষ্ট সময়ে চক্তি বিবাহ) ১১৯
৪৮ হিল্লা সংশয় ১২২
৪৯ তালাক্ব বা বিবাহ বিচ্ছেদের শব্দ ১২৪
৫০ তালাক্বের নিয়ত ১২৭
৫১ তালাক্ব কার হস্তে ১২৯
৫২ খোলাআ ১৩০
৫৩ খোলার উদ্দেশ্যে নির্যাতন হারাম ১৩১
৫৪ অকারণে খোলাআ ১৩২
৫৫ খোলায় স্বামী কি পরিমাণ সম্পদ নিতে পারে ১৩৩
৫৬ ইদ্দত ১৩৬
৫৭ পুনঃগ্রহণ ১৩৭
৫৮ খোরাক পোষাক ১৩৮
৫৯ খোলা ও তালাক্বের মধ্যে পার্থক্য ১৩৯
৬০ লেআন ১৪১
৬১ লেআনের অর্থ ১৪১
৬২ লেআনের শরয়ী বিধান ১৪২
৬৩ মুলাআনার পদ্ধতি ১৪৩
৬৪ লেআনের পর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ১৪৬
৬৫ লেআনে স্বামী মোহর ফেরত পাবে না ১৪৬
৬৬ স্থান ও খরচ ১৪৬
৬৭ গর্ভাবস্থায় লেআন ১৪৭
৬৮ লেআনের পর সন্তান থাকবে কার কছে? ১৪৮
৬৯ ছেলে কার সম্পদে ওয়ারিস হবে? ১৪৯
৭০ এবিষয়ে ইমাম ইবনে কাইয়েমের কিছু কথা ১৫১
৭১ ঈলা ১৫২

www.QuranerAlo.com

৭২	ঈলার শর্ত	১৫৩
৭৩	সময় সীমা	১৫৩
৭৪	কাফ্ফারা	১৫৭
৭৫	যিহার	১৫৮
৭৬	মাসআলা	১৫৯
৭৭	কাফ্ফারা	১৫৯
৭৮	তালাক্বেও নিয়তে যিহার করলে কি হবে?	১৬২
৭৯	মাসাআলা	১৬২
৮০	যিহারের কাফ্ফারা কি?	১৬৩
৮১	কাসখুননেকা	১৬৫
৮২	শেষ কথা	১৬৬
৮৩	বাংলা সূচী	১৬৯
৮৪	আরবী সূচী	১৭৩

www.QuranerAlo.com

محتويات الكتاب

1 سبب تأليف الكتاب
2 مقدمة
3 حقوق الزوجين
4 حقوق الزوجة على الزوج
5 أهمية حقوق الزوجة
6 حقوق الزوج على الزوجة
7 أهمية حقوق الزوج
8 الزوجة الصالحة
9 الزوج الصالح
10 الطلاق المكروه
11 الخطوات لحل مشكلات الزوجين
12 أسباب الطلاق
13 أسباب تجوز بها الطلاق
14 الطلاق لغة
15 الطلاق شرعا
16 أركان الطلاق
17 شروط الطلاق

www.QuranerAlo.com

18 الشروط المتعلقة بالزوجة
19 أقسام الطلاق من حيث الحلال والحرام
20 الطلاق المنجز
21 الطلاق المعلق
22 الطلاق المضاف
23 أنواع الطلاق الأخرى
24 المسألة
25 المسألة
26 الطلاق السني
27 تعريف العدة
28 صفة العدة
29 عدد الطلاق
30 الطلاق في مجلس واحد ودفعة واحدة
31 التطليق في مجلس واحد أو دفعة واحدة فهو واحد
32 الرد على أدلة الجمهور
33 كلام ابن القيم حول هذا الموضوع
34 كلام الشيخ إبراهيم حول هذا الموضوع
35 فتوى شيخ الإسلام
36 فتوى هيئة علماء الكبار في المملكة
37 غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على من طلق زوجته ثلاثا بمرة واحدة
38 خلاصة ما سبق من البيان

www.QuranerAlo.com

39 طلاق غير المدخول بها
40 ما هو التحليل
41 التحليل في نظر الإسلام
42 المحلل في قول الرسول التيس المستعار
43 أقوال الصحابة في المحلل
44 أقوال التابعين في المحلل
45 أقوال تابع التابعين والعلماء من بعدهم
46 النكاح الإسلامي والتحليل
47 نكاح المتعة
48 شبهة التحليل
49 ألفاظ الطلاق
50 نية الطلاق
51 من يملك الطلاق
52 الخلْع
53 الإيذاء لغرض الخلع
54 الخلعْ بدون سبب
55 هل يجوز للزوج أن يأخذ مالاً من الزوجة في الخلع وما المقدار
56 العدة في الخلع
57 الرجعة في الخلع
58 الفرق بين الطلاق والخلع
59 اللعان
60 اللعان لغة

www.QuranerAlo.com

61 اللعان شرعا
62 اللعان من الأحكام الشرعية
63 كيفية اللعان
64 علاقة الزوجين بعد اللعان
65 لا يجد الزوج في المهر بعد اللعان
67 المكان والنفقات
68 اللعان في حالة الحمل
69 لمن يكون الولد بعد اللعان
70 لمن يرث الولد في اللعان
71 أقوال ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع
72 الإيلاء
73 شروط الإيلاء
74 أقصى الأيام في الإيلاء
75 الكفارة في الإيلاء
76 الظهار
77 المسألة
78 المسألة
79 المسألة
80 كفارة الظهار
81 فسخ النكاح
82 كلمة أخيرة

www.QuranerAlo.com

লেখকের অন্যান্য লেখা ও অনুদিত পুস্তক সমূহঃ

১.আমল কবুলের দু'টি শর্ত।
২.সুন্নাতের মর্যাদা ও তার বিরোধীদের হতে সতর্কতা।
৩,বিশ্ব শান্তির দূত।
৪,আক্বীকার বিধান ও নাম করণ।
৫.অন্ধের লাঠি।
৬.পবিত্র মক্কার ইতিহাস।
৭.পবিত্র মাদীনার ইতিহাস।
৮.নামায শিক্ষা।
৯. কিয়ামরে ভয়াবহতা।
১০.ঈমান নবায়ণ।
১১. নবী প্রীতি।
১২,জীবিকার চাবি কাঠি।
১৩. মুসলিম কি চার মাযহাবের মধ্যে এক মাযহাব মানতে বাধ্য?
১৪,আল-বিদআত।

www.QuranerAlo.com

أحكام الطلاق على القرآن والسنة الصحيحة

المؤلف

محمد مكمل الحق الفيضي

بكالوريوس التربية في الدراسات الإسلامية

التخصص : تفسير وحديث، كلية التربية، جامعة الملك سعود بالرياض

الدبلوم العالي في اللغة العربية لغير الناطقين بها في الجامعة نفسها.

الداعية في كلية الملك عبد العزيز الحربية بالعيينة ، الرياض.

عام ١٤٣٢ هـ الموافق ٢٠١١ م

www.QuranerAlo.com